







# ইলছোবা ।

অথবা



## সুপুলক উপাখ্যান ।

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন-সঙ্গ্রহীত ।

---

“ ইয়ং স্বর্ণপুরী লক্ষা মিত্রাহস্মভ্যং ন রোচতে ।

জননী জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি প্রীয়মা ॥”

---

## চুঁচুড়া-রামযন্ত্রে

শ্রীগিরীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

---

সন ১২৯৫ সাল

---

মূল্য ১০০ দশ আনা ।

## বিজ্ঞাপন।

---

ইলছোবা-নিবাসী যে ব্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বসিয়া স্বপ্ন দেখিয়া-  
ছিলেন, তাঁহারই মুখে বেরূপ বেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ  
পুস্তকে লিখিবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহে “অথ অমূলক চিন্তা নাজি।”

ছগলী নন্দী বিদ্যালয়

২৫ এপ্রিল ১৯৪৫

}

সমুদায়িক

---

# ইলছোবা ।

## ভূসংস্থান ।

হুগলি প্রদেশের অন্তর্গত ইলছোবা নামক গ্রামের পূর্বদিকে ভগবতীতলা নামে একটি প্রান্তর আছে । উহা গ্রামের পূর্বপ্রান্তস্থ অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের তল-ভাগ হইতে কিয়দূর পূর্বাভিমুখ, পরে উত্তরাভিমুখ এবং আবার পূর্বাভিমুখ হইয়া বোধহয় যেন ক্রোশৈক-দূরবর্তিনী বেহলা নদীর তট ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে । ঐ প্রান্তরের পূর্বে ইলছোবা, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ধান্য-ক্ষেত্র-পরবর্তী তাঁবা, হুতুলপুর, চাঁপ্তা, শিবরা ; পূর্বে দাসপুর ও জঙ্গলপুর এবং উত্তরে দেপাড়া এই সকল গ্রাম আছে । প্রান্তরের এদিকে সেদিকে দেউলগড়ে, নীলা, ধনা, বাঁকাগড়ে, গোবিন্দপুকুর, বুনপুকুর প্রভৃতি নামে ছোট বড় কয়েকটি পুকুরিণী আছে । প্রান্তরের নিম্নে যে সকল ধান্যক্ষেত্র আছে, তাহার এবং প্রান্তরের আকার দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, ঐ ধান্যক্ষেত্র-স্থানে পূর্বে কোন নদী ছিল এবং ঐ প্রান্তরই সেই নদীর তীর ভূমি । প্রান্তরের এক স্থানে কেবল পুরাণ খাপ্রা পাওয়া যায়, — ঐ স্থান কিটুকীপৌতানামে প্রসিদ্ধ । উহারই কিঞ্চিৎ পূর্বদিকস্থ ঈষদ্রুমত ভূ-ভাগগুলি খনন করিলে প্রাচীন ইষ্টকের বস্তু সকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে ।

## উপক্রমণিকা ।



প্রারম্ভসময়ে ইলছোবাবাসী কোন ব্রাহ্মণ  
ভগবতীতলার প্রান্তর বহিয়া নিজগ্রামা-  
গৃহে গিয়া গিয়াছিলেন । তখন ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগ;  
রবিবার ছিল না ; এবং রবিকর কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়া-  
ছিল । ব্রাহ্মণ অধ্বক্লাস্ত ও আতপতাপিত হইয়া ঐ  
প্রান্তরের পশ্চিমসীমান্ত বটবৃক্ষের তলভাগে প্রবিষ্ট হই-  
লেন । বটছায়া স্বভাবতই শীতল, তাহাতে আবার  
তৎকালে পুরাণপত্রের অপগ্নম ও নবপল্লব সঞ্জাত হও-  
য়ায় আরও শীতল হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ ক্লান্তিদূর করি-  
বার আশয়ে উহার মূলদেশে একটি স্থলশিফার উপর  
উপবেশন করিলেন । মন্দ মন্দ বসন্তবায়ু তাঁহার সেবা  
করিতে লাগিল । তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া  
দেখিলেন, অদূরবর্তী বুনপুকুরের পাছাড়ে যে সকল  
তরুণশ্রম ছিল, সে গুলি এবং প্রান্তরবর্তী অপরাপর অনতি-  
বৃহৎ অশ্বখবৃক্ষগুলি আরক্তবর্ণ নূতন নূতন পল্লবে শোভিত  
হইয়াছে এবং দক্ষিণ বায়ু সে গুলিকে হেলাইয়া ছুলাইয়া  
ক্রীড়া করিতেছে ; বৃক্ষতলে রাখালগণ শাখাশ্রুত  
কোকিলের কুহুরবের সহিত স্তর মিলাইয়া গান করিতেছে  
এবং অদূরে ধেনু ও বৎসগণ পুচ্ছসঞ্চালনপূর্বক চরিতেছে ।  
এই সকল মনোরম বস্তুর দর্শনে ও শীতল বায়ুর সেবনে  
ব্রাহ্মণের নয়ন ও সংহনন শীতল হইলে নিদ্রাকর্ষণ হইল ।  
তিনি বৃক্ষের স্কন্ধদেশে হেলান দিয়া বসিলেন এবং প্রগাঢ়  
নিদ্রায় একবারে অভিভূত হইলেন ।

সহসা ঐ বটবৃক্ষের নিম্নাভিমুখ দুইটি ক্ষুদ্র শাখা  
 দুই হস্তে ধারণ করিয়া এক অপূর্ব রমণীমূর্তি তাঁহার  
 পুরোভাগে আবির্ভূত হইল। রমণী নাতিখৰ্ব্বা—নাতি-  
 দীর্ঘা—ন কৃশা—ন স্থূল্য—বয়স্, অনুমানে, ত্রিশ বৎসর বোধ  
 হয়। উঁহার পদতল, করতল ও ওষ্ঠাধর যেন অলঙ্কা-  
 রঞ্জিত; বর্ণ চম্পক পুষ্পের স্তায়; ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি  
 সমস্ত পশ্চাদ্ভাগ আচ্ছাদন করিয়া গুহ্ম পর্য্যন্ত লম্বমান;  
 পরিধানে একখানি লোহিত বর্ণের শাটী; নীল কোষেয়  
 কঙ্কলিকাঘারা বক্ষোদেশ আবৃত; চরণে নুপুর; হস্তে  
 স্তবর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খবলয়; গলদেশে মুক্তামালা; নাসিকাগ্রে  
 একটা স্থূল মুক্তাফল; কর্ণে দুইটি হীরার ছল; ক্রমধ্যে  
 সিন্দূরবিন্দু এবং তদুপরি কি একটা ঝক্ মক্ করিতে-  
 ছিল।

রমণীকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া উঠিলেন  
 এবং রমণীর সৌন্দর্য্যমূর্তি, প্রশান্ত ভাব এবং মুখমণ্ডলের  
 প্রসন্নতা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে মানুষী বোধ  
 করিতে পারিলেন না—দেবীবোধে গললগ্নীকৃতবাসে  
 ভূমিতে মস্তক লোটাইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাজ্জলি-  
 পুটে অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মা! আপনি  
 কে? কোথা হইতে এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া উপ-  
 স্থিত হইলেন? এবং কেনই বা এরূপে আমার সম্মুখে  
 আসিয়া দাঁড়াইলেন?—জননীকে দেখিলে বালকের যে-  
 রূপ আনন্দ জন্মে, আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে  
 সেইরূপ আনন্দের উদ্ভব হইতেছে।—যদি কৃপা করিয়া



দর্শন দিয়াছেন, তবে পরিচয় দিয়া কৃতার্থ করিতে কৃপণতা করিবেন না। আমি আপনাকে দেবলোকের অধিজ্ঞাতী বলিয়াই বুঝিয়াছি, তথাপি কেন যে পরিচয় জানিতে এত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে—বলিতে পারি না।

রমণী কিয়ৎকণ অবনতনয়নে থাকিয়া উত্তর করিলেন বৎস! তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ—আমি মানুষী নহি—কিন্তু মর্ত্যলোকে সর্বদাই বিচরণ করিয়া থাকি, এবং মর্ত্যদিগের শুভসংসাধন করাই আমার বিচরণের উদ্দেশ্য। আমার ভক্তগণের আবাসস্থল আমি সহজে ত্যাগকরিতে পারি না। জাহারা তখনু না থাকিলেও পূর্বের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া স্থায়ী আসিয়া ঘুরিয়া যাই। তুমি আমার কখন দেখ নাই সত্য বটে, কিন্তু বলিলে কতক বুঝিতে পারিবে যে, এই প্রান্তর আমারই নামানুসারে ‘ভগবতীতলা’ নামে খ্যাত। ঐ দেউলগড়ে নামক পুষ্করিণীর ঈশানকোণে যে একটু উন্নত ভূভাগ দেখিতেছ, ঐ স্থানেই আমার দেউল (আবাসমন্দির) ছিল। লক্ষ্মীকান্ত কৈলাস হইতে আমাকে আবাহন করিয়া আনিয়া ঐ মন্দিরে স্থাপনা করিয়াছিল। আহা! রাজা লক্ষ্মীকান্ত কতই ভক্তি ও কতই যত্ন করিয়া আমার পূজা করিত! অদ্য কাস্তনের শুক্লা চতুর্দশী, প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে যাত্রা (মেলা) হইত। ঐ যাত্রের নাম ভগবতীযাত্রা। ভগবতী-যাত্রা চতুর্দশী, পূর্ণিমা, ও প্রতিপদ এই তিন দিন থাকিত। বহু দেশের কত লোক কতরূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই বাতে জের বিক্রয়

করিত্ত। তখন এখানে যেন একটা নবনির্মিত নগর হইত। তখন কত রোগী আরোগ্যলাভাশয়ে—কত বক্ষ্যা পুত্রকামনায় এবং কত লোক অস্বাস্থ্য অভীপ্সিত-সিক্তির বাসনায় আমার দ্বারে হত্যা দিত এবং সিদ্ধমনোরথ হইলে কত সমারোহে পূজা দিয়া যাইত। তখন কত স্থানে নৃত্য গীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কতস্থানে মল্লক্রীড়া, কত স্থানে মেঘ কুছুট প্রভৃতি পশুপক্ষীর যুদ্ধ, কত স্থানে কবিতাপাঠ ও কতস্থানে কত প্রকার আমোদ হইত। প্রান্তরের নিম্নভাগেই যে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, ঐ স্থানে তখন প্রবাহিণী নদী ছিল; ঐ নদীর তীরে বিস্তর কঙ্কপক্ষী দৃষ্টহইত, এই জন্ত উহাকে কঙ্কনদী কহিত। তোমার বাসগ্রামের বহুদূর পশ্চিমস্থ নানা জলাশয়ের জলসকল একত্র জমিয়া নদীর আকার ধারণ করে এবং তাহাই গ্রামের মধ্যদেশ ভেদকরিয়া এই প্রান্তরের নিম্নদিয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে গমন পূর্বক শাখাবেহুলায় পতিত হইয়াছিল। এই নদীতে বার মাসই জল থাকিত। তবে বর্ষাকালে যেরূপ বড় বড় নৌকা আসিত, অন্যকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত না। তৎকালে নদীর তীরভূত এই প্রান্তরের মধ্যে নানা জাতীয় লোকের বসতি ছিল। ঐ পূর্ব দিকে, এক্ষণে যে স্থান ঝিটুকীপৌতা নামে খ্যাত, ঐ স্থানে কয়েক ঘর কুস্তকারের বাস ছিল। তাহারই অব্যবহিতপূর্বে নদীর ধারে ধারে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন। রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেঘ, মহিষ

প্রভৃতি নানা পশু ও নানাজাতীয় বহুসংখ্যক নরনারী  
 অবস্থান করিত। নদীগর্ভ হইতে সুধা-ধবলিত বিস্তৃত  
 সৌধমালা কি সুন্দরই দেখাইত।—আমার দেউল (দেব-  
 কুল = মন্দির) নদীর দক্ষিণ পারে ছিল—যাত্রায় সমাগত  
 লোকেরা দ্রোণীদ্বারা নদী পারহইয়া আমাকে দর্শন  
 করিতে ও আমার পূজা দিতে যাইত। পুষ্করিণীর চতু-  
 স্পার্শে জটা-ভস্মধারী কত অবধূত সন্ন্যাসী বাস করিত।  
 যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই তাহাদিগের  
 সুনির্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে, নদী  
 বন গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল এক ভাবে থাকে না—  
 সময়ে নদী তট হয়—তট নদী হয়—নগর বন হয়—বন  
 নগর হয়—মরু জলাশয় হয় এবং জলাশয় মরু হইয়া  
 যায় \*। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তোমাদিগের  
 গণনায় তাহা হয় ত ৫০০ বৎসর হইবে—কিন্তু  
 আমার যেন তাহা সে দিন বলিয়া বোধহইতেছে।  
 আমি এখনও যেন ও স্থানের সেই সৌন্দর্য্য—সেই  
 সমৃদ্ধি—সেই জনাকীর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।  
 কিন্তু সে সকল আর কিছুই নাই। এস্থান এক্ষণে জন-  
 শূন্য প্রান্তর হইয়াছে! হায়! মর্ত্যলোকের অবস্থা  
 কি পরিবর্তনশীল! !

---

\* সত্যই ত—পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাঃ

বিপর্য্যাসংঘাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিক্রহাঃ।

বহোদৃষ্টংকালাদগম্য নিবসন্যো বনমিতঃ

নিবেশঃ শৈলানাং তদ্বিনমিতি বুদ্ধিঃ তদ্রহতি ॥

( নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন। )

ব্রাহ্মণ কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি যে কৈলাস-  
বাসিনী দেবী ভগবতী, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম,  
এক্ষণে আপনকার স্বমুখে পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হই-  
লাম । আমি অকৃতী সন্তান ; আমি যে আমার আবাস-  
স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্বচক্ষে দর্শন করিব, সে আশা  
কখনও করি নাই—জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছি-  
লাম, তাই আজি আপনকার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম !  
আজি চক্ষু চরিতার্থ হইল !—জন্ম সার্থক হইল ! যাহা-  
হউক আপনি যে, ঝিট্‌কীপৌতার সম্মিধানে রাজভবনের  
উল্লেখ করিলেন সে রাজা কে ? কোন্ সময়ে তিনি  
এখানে বাস করিয়াছিলেন ? কেন তাঁহার বংশীয়েরা  
কেহই এখানে রহিলেন না ?—কেন আপনকার দেউল  
এক্ষণে দেখা যায় না ? কেনই বা এস্থান লোকের  
বসতিশূন্য প্রাপ্ত হইয়া পড়িল ?—এ সকল সংবাদ জানি-  
বার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে—কৃপা করিয়া আপ-  
নাকে এ সকল বিবরণ কহিতেই হইবে ।

দেবী উত্তর করিলেন বৎস ! ও সকল বৃত্তান্ত কেহই  
জানে না—কাহাকেও জানাইবার জন্য অনেকদিন হইতে  
আমার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তজ্জন্যই—তাহা জানাইবার  
যোগ্য পাত্র মনে করিয়াই তোমাকে দর্শন দিয়াছি, অতএব  
তোমার নিকটে অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিব—কিন্তু সে  
কথা কিছু বিস্তৃত—অল্পক্ষণে শেষ করিবার নহে ;—এই  
বলিয়াই দেবী কিয়ৎক্ষণ ভুক্ষীভূতা হইলেন ; পরে কহি-

লেন বৎস ! বিষ্ণুনারদ সংক্রান্ত লৌকিক উপাখ্যান\* তুমি  
শ্রবণ করিয়া থাকিবে, অতএব বুঝিতে পারিবে যে, দৈবী-  
মায়ায় অত্যন্তক্ষণও বহুকাল রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে—

\* একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন  
ভগবন্ ! শুনিতে পাই, আপনকার মায়ায় সংসারের সকলেই মুগ্ধ ;  
আমাকে কিন্তু তাহা কখনও মোহিত করিতে পারে নাই ! ভগবান্  
শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না—একটু হাসিলেন । কিয়দিন পরে  
উইরা উভয়েই কার্যোপলক্ষে পাদচায়ে স্থানান্তরে বাইতেছিলেন ।  
রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমধ্যে সরোবর-সন্নিহিত এক বৃক্ষতলে উপবেশন  
করিলেন । ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইই উজ্জ্বল হইরাছিল, এজন্য আত্ম বৃক্ষের  
তলপতিত কয়েকটা পক্ক ফল সম্ভ্রব করিলেন, এবং দেবর্ষি মানার্ঘ্য সরো-  
বরে অবতীর্ণ হইলেন ।

তিনি যেমন জলমধ্যে মস্তক কিম্বজিত করিলেন, অমনি তাঁহার  
বোধ হইল, এক সর্সাদমুন্দরী কল্মসিনী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি  
বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং কহিল ঠাকুর ! কৃপা করিয়া  
আপনাকে একবার আমার সঙ্গে বাইতে হইবে । দেবর্ষি কামিনীর  
রূপ ও মধুর বচনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন  
অনেক দূর বাইরা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং  
দেখিলেন ঐ অট্টালিকার দ্বার বেশ বহুমধ্যাক সুবতীভাষা পরিরক্ষিত  
সুবতীরা দ্বিবেক সমস্ত্রমে প্রণাম করিয়া পুরীপ্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল  
সমভিব্যাহারিণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে উপ-  
স্থিত হইল । তথায় সর্সাদমুন্দরী সর্সাদরণ ভূষিতা এক কামিনী এক  
সিংহাসনে আসীন ছিল । সে দেবর্ষিকে দেখিবামাত্র পরম ভক্তিসহ-  
কারে গলগলীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইল । সমভিব্যাহারিণী কহিল  
ঠাকুর ! আমাদের এ পুতী নারীরাজা ;—এহলে পুরুষের অধিকার  
নাট । আমাদের পুরীর এই রাণী আপনাকে পতি পাইবার আশয়ে  
বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ; অদ্য দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছেন

আগ্নিও এখানে কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ কোশল অব-  
লম্বন করিয়াই তোমায় শুনাইব। এই বলিয়া তিনি অদূর-  
বর্তিনী আর একটি বটশিকার উপর উপবেশন করিলেন  
এবং কহিতে আরম্ভ করিলেন।—

## কথারম্ভ ।

### প্ৰথম উচ্ছ্বাস ।

দেবী কহিলেন—

যশোহর নগরে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস  
করিত। লক্ষ্মীকান্তের বিষয় বিভব তাদৃশ ছিল না—কয়েক  
বিঘা পৈতৃক ব্রহ্মত্র ভূমি এবং নারিকেল ও গুণাকের সামান্য-

এবং তৎপ্রভাবেই আপনাকে সম্মুখে পাইয়াছেন—এখন উহার সমীহিত-  
সিদ্ধি হউক। এই কথার শেষ হইলেই রাজী ঋষির গলদেশে এক পুষ্পমালা  
পরাইয়া দিল। অমনি চতুর্দিকে শঙ্খনাদ ও হলধ্বনি হইল; এবং  
কতিপয় মুন্দরী ঋষির বীণা, কমণ্ডলু, জটা, বহুল প্রভৃতি ঋবিবেশ ছাড়া-  
ঠরা রাজবেশ পরাইয়া দিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইল এবং রাজীকে  
ভাঁহার বামভাগে বসাইল—চতুর্দিকে বামাগণের নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে  
লাগিল। ঋষি মন্ত্রমুখের স্থায় রহিলেন—কোন কার্য্যের কিছুমাত্র প্রতি-  
বাদ করিতে পারিলেন না।

রূপ একটি বাগান ছিল ; তাহারই উপস্থিত কথক্ৰিৎ দিনপাত হইত । তাহার বাটীর অভ্যন্তর ভাগে দুইখানি

অনন্তর যুগ্মযো যুগপতির জ্ঞানদেবর্ষি মহারাজ হইয়া সেই স্মরীগণ-মধ্যে বিহার করত জপ তপ ভুলিয়া বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন । কালক্রমে তাঁহার মহিবীর গর্ভে একটি পুত্র ও কিছু কাল পরে একটি কন্যা জন্মিল । তাহাদের লালন পালনে ও তাহাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে ঋষির আনন্দের সীমা রহিল না ।

একদা মহিবী বাতায়নবিবরে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বহিস্থ এক দানবের দৃষ্টিগোচর হইল । তাহার সেই উন্মাদকর রূপ দর্শনকরিয়া দানব মোহিত হইল, এবং উহাকে হস্তগত করিবার নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল ; যখন কোনরূপেই কৃতকার্য হইল না, তখন সৈন্তসামন্ত সঙ্গে লইয়া পুরী আক্রমণ করিল । পুরবাসিনী অঙ্গনারা রণবেশে সজ্জিত হইয়া সন্মুখে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু দুর্দান্ত দানবকে পরাজিত করিতে না পারিয়া একে একে সকলেই ধরাশয়িনী হইল । তখন দানব পুরমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্য করিল । দেবর্ষির এমন ক্ষমতা ছিল না যে, যুদ্ধ দ্বারা দানবকে পরাভূত করেন ; সুতরাং কিরূপে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর মহিবী ও পুত্র কন্যাকে রক্ষা করিবেন, তাবিয়া বিহ্বল হইলেন ; পরে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বোধকরিয়া সকলকে লইয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন । অগ্রে মহিবী, পশ্চাতে দেবর্ষি—দেবর্ষির বামস্বর্কে পুত্র ও দক্ষিণ স্বর্কে কন্যা—দ্রুতপদে পলায়ন হইতে লাগিল । কিছু দূর বাইরাই সম্মুখে এক নদী দেখিলেন—নদী পার না হইলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ; নদীতে স্রোতঃ প্রবহ, কিন্তু জল অধিক নহে, বলিয়া বোধ হইল ; অতএব হাঁটিয়াই পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিয়ৎদূর বাইরাই মহিবীর পদাঙ্কলন হইল এবং স্রোতের বেগে তাসিয়া চলিল । তাহাকে ধরিবার জন্ত চেষ্টা করায় স্বল্প ও কক্ষিত পুত্র কন্যা পড়িয়া স্রোতে তাসিয়া গেল । দেবর্ষি উন্নতপ্রায় হইয়া তাহাদিগকে

ভূণাচ্ছাদিত গৃহ, অল্পায়ত পাকশালা ও গোশালা এবং বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ। বাটীর চতুর্দিক্ই প্রায় ঐ সকল গৃহ দ্বারাই বেষ্টিত। গৃহগুলির দেওয়াল ইটক বা মৃত্তিকার নহে—বাঁশ ও দরমা নির্মিত বাঁপের। বড়

ধরিবার জন্ত চেঁচা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহারা কোথায় ডুবিয়া গেল, আর দেখিতেও পাইলেন না!—তখন তিনি হতাশ হঠাৎ গগনভেদী স্বরে কান্দিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু সরোবরের জলে দেখিলেন, দেবর্ষির মন্তক জলমধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে—জটাগুলি উপরিভাগে লড়িতেছে। তিনি ডাকিলেন—নারদ!—ও নারদ!—নারদ জল হইতে মন্তক তুলিলেন এবং বিষ্ণুকে দেখিয়া কান্দিয়া কহিলেন প্রভো! এই নদীর স্রোতে আমার মহিষী—আমার পুত্র—আমার কন্তা—কোথায় ভাসিয়া গেল!!—বিষ্ণু হাসিয়া উত্তর করিলেন, সে কি নারদ! নদী কোথায়?—ইহাত পুত্রিণী! আর তুমি আমার সহিত এই মাত্র এই বৃক্ষতলে বসিয়া ছিলে—এই মাত্র আহারের জন্ত এই ফলগুলি সম্বহ করিলে—এই মাত্র বীণা কমণ্ডলু বকল তীরে রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিলে—এবং এই মাত্র জলমধ্যে মন্তক নিমজ্জিত করিলে—এই এক নিমেষের মধ্যে তোমার পত্নী পুত্র কন্তা কোথা হইতে আসিল?—নারদ সে কথায় কণপাত করিলেন না—কেবল হা মহিষি!—হা পুত্র!—হা কন্তা! বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে জলে পড়িয়া গেলেন। তখন বিষ্ণু হস্ত ধারণ পূর্বক ঠাঁহাকে তীরে উঠাইলেন এবং কহিলেন নারদ! তুমি কি বকিতেছে!—পাগল হইলে না কি?

ভগবানের করম্পর্শে নারদের চৈতন্য হইল,—তিনি পুত্তলিকার দ্বারা কণকাল নিশ্পন্ন ভাবে ঠাঁড়াইয়া বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টিনিষ্কোপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর লজ্জিত ভাবে একটু হাসিলেন এবং মনে মনে বুদ্ধিলেন—ইহাই ভগবানের মায়া! আমি দেবর্ষি নারদ—আমিও ইহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে অসমর্থ!!

(ইহাই সেই উপাখ্যান নয় কি? নিদ্রিত ব্রাহ্মণ।)



গৃহ দুইখানির বাঁশের উপরিভাগে বাঁশের সরু জাক্রি দেওয়া এবং তাহা সাঁড়ক ও বেত্রবন্ধুদ্বারা বন্ধ—দেখিতে অতিসুন্দর । ঘরের দাওয়া বা পিঁড়া অধিক উচ্চ ; দাওয়া, মেজে, পৈঠা—সকলই যত্নিকাময়—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝক্ ঝক্ করে । ঐ দুইখানি গৃহের মধ্যে এক খানি দক্ষিণদ্বারী, অপর খানি পূর্বদ্বারী ; দক্ষিণদ্বারী খানি লক্ষ্মীকান্তের শয়নাগার, পূর্ব দ্বারী খানির এক দিকে হাঁড়ি কলসী চাউল ডাউল এবং তৈল প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী থাকিত এবং অপর দিকে ঠাকুর থাকিতেন । শয়নগৃহের পশ্চিম ভাগে দক্ষিণোত্তরে স্থিত এক খানি তক্তপোষ ও তছপরি বালান্দা মাদুর ও পুরাণ-বস্ত্র-নির্মিত শয্যা । শয্যা বালিস মসারি প্রভৃতি সকলই অতি সামান্য বটে, কিন্তু ধোপ ধাপ—পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন । তক্তপোষের দক্ষিণ দিকে তামাকসমেত একটা চক্করপাত্র এবং উত্তরে তাম্বুল ও তছপকরণ সহ তাম্বুলপাত্র । গৃহদ্বারের ঠিক সম্মুখে উত্তরদিকের ভিত্তিতে কর্দমলিপ্ত স্থানে পিটুলির আলিপনায় হুচিখিত লক্ষ্মীগাছ ; তাহার উপরিভাগে কড়িদ্বারা প্রস্তুত আন্লা ; তাহাতে নিত্যব্যবহার্য সামান্য-কিন্তু মলহীন বস্ত্রগুলি কৌচাইয়া পরে পরে স্থরক্ষিত । ঐ আন্লার পূর্বদিকেই আর এক বাঁশের আন্লা ; তাহাতে কয়েকটা লেপ একখানি পুরাতন শুভ্র বস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছাদিত । লেপের আন্লার নিম্নভাগে একখানি বেত্রনির্মিত চৌকী ; তছপরি নিত্যব্যবহারের সুমার্জিত থালা ষটী বাটী রেকাব প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিত । উহার দক্ষিণে গৃহের পূর্বপাশে

বাতায়ন-সম্মিধানে কাষ্ঠ-নির্মিত একটা বড় সিন্দুক ; তাহার ডালার উপর সময়ে সময়ে শয়নও চলিত । সিন্দুকের অভ্যন্তরে পিতল কাঁসার বাসন ও তলভাগে ভাতখাইবার পাথর । সিন্দুকের দক্ষিণে বেত্রাসনের উপর দুইটা বেত্র-পেটিকা ; তাহার একটীর ভিতর বস্ত্রাদি ও অপরটীর ভিতর অলঙ্কার বা টোকা বড়ি থাকিত । ঐ পেটিকার অনেকটা উচ্চ দেশে মালাকারে নির্মিত দুইগাছী খুল রজ্জুর মধ্যে কয়েকটা বালিশ লম্বমান থাকিত । তাহার পশ্চিমে অর্থাৎ গৃহের দক্ষিণপূর্বভাগে পুরুষ-প্রমাণ উর্দ্ধদেশে দুইটা বাঁধের নাজার উপরে কয়েক খানি তেরেটে পত্রের পুস্তক । গৃহে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে এক খানি পিতলের রেকাবের উপর প্রদীপসমেত পিরসূজ এবং যে স্থান দ্বিগা তক্তপোষে উঠিতে হয়, সে স্থানে একখানি গুণচটের পাপোষ ।

উত্তম স্ত্রীকে যে গৃহ-লক্ষ্মী বলে, তাহা যথার্থ কথা । অপেক্ষাকৃত অর্থশালী অনেক লোকের গৃহে অনেক দ্রব্য-সামগ্রী আইসে, কিন্তু অব্যবহিত গৃহিণীর হস্তে পতিত হওয়ায় সে সকল মাটি হয় । তাহাদের শয়নগৃহের অবস্থা দর্শন করিলে সময়ে সময়ে ঘৃণা উপস্থিত হয়—বিছানার আস্তরণ মলিন ও ছুর্গন্ধ ; বালিসের ওয়াড় তেলে ডুবু ডুবু, অথবা ওয়াড় দেওয়া হয় না বালিয়া খোল পর্য্যন্ত তেল চট-চটে । ওয়াড় ওলা ধোবা কাটা হইতে আসিয়া, হয় খাটের তলে বা সিন্দুকের পাশে পড়িয়া থাকে, না হয় তাহার ছুই একটাকে দড়ি করিয়া বসানি খাটান হয় । প্রতিদিন

প্রাতঃকালে শয্যা ঝাড়া বা তোলা হয় না; সমস্ত দিন শয্যা ভ্যান্ ভ্যান্ করে; যদি কখনও তোলা হয়, তবে সমুদয় জড়াইয়া সড়াইয়া আলু খালু মোটের মত এক কোণে ফেলিয়া রাখা হয়। শয্যার মধ্যে না পাওয়া যায়, এমন বস্তুই নাই—মুড়ি মুড়কি, লুচি সন্দেশের গুঁড়া, মাখার ফুল, কাণের মাকুড়ি, আকের ছিবড়া, লেবুর খোলা, চুলের দড়ি, শিশুদিগের মল মূত্রের গন্ধ—এ সকলই মেলে। ঘর বাঁইট্ দিয়া কোন দ্রব্য পৌছা হয় না—অতরাং খাটের গা, সিন্দুক, পেট্রা প্রভৃতি ধলায় ধুক্ ধুক্ করে। নিত্য ব্যবহারের বস্তু সকল রৌদ্রে শুক হইলে বাহিরের আলনা হইতে, প্রয়োজন না পড়িলে, তোলা হয় না; কোন কোন খানি বাতাসে উড়িয়া আস্ত কুড়ে পড়ে, ২।৩ দিন সেই খানেই থাকে এবং উইএর ক্ষয় হয়। যদিও কখনও মেগুলি তোলা হয়, তবে এমত গোল করিয়া ঘরের আলনায় রাখা হয় যে, একখানি পাড়িতে গেলেই সকল গুলি না পড়িয়া থাকে না।

লক্ষ্মীকান্তের গৃহ এরূপ নহে—তাহার গৃহোপকরণ সামান্য বটে, কিন্তু তাহার গৃহিণীর গুণে সে সকল অশৃঙ্খল-ভাবে স্থাপিত—দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। ঘরের ভিতর ও বাহির সমুদয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মেজেতে ইন্দুর-মাটী বা অন্তরূপ জঞ্জাল কিছু থাকিতে পাইত না; ঘরের চাল ও বেড়া সকল মধ্যে মধ্যে খেজুর বাইট দ্বারা ঝাড়া হইত, একশত ধূলা কূটা বুল মাকড়সার জাল প্রভৃতি কোথাও কিছু দেখা যাইত না। পূর্বদ্বারী ভাণ্ডার গৃহটী ও এইরূপ

পরিচ্ছন্ন; তাহাতে যে সকল হাঁড়ি, কলসী, চাউল ডাউল রাখিবার পাত্র, ঠাকুর পূজার বাসন প্রভৃতি দ্রব্য ছিল, সে সকলও যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত । সকল দ্রব্যেরই এক একটী নির্দিষ্ট স্থান ছিল, সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তাহা রাখা হইত না—এজন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইত না । বাটীর উঠানও এইরূপ পরিষ্কৃত, কোন স্থানে আবর্জনা জমিয়া থাকিত না,—প্রতিদিন যথানিয়মে সকল স্থান সন্মার্জিত হওয়ায় কোথাও ঘাস পালা জন্মিতে পাইত না । পাড়ার পাঁচজন লোকে লক্ষ্মীকান্তের বাটীতে আসিয়া বাটীর সৌন্দর্য্য ও সুব্যবস্থা দেখিয়া কহিত, ইলরিলার মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; তাহা না হইলে এরূপ সামান্য অবস্থাতেও লক্ষ্মীকান্তের ঘর বাড়ীর এরূপ শ্রী ছাঁদ হইরে কেন । গাহার গৃহিণী এমত লক্ষ্মী, তাহার রাজা হওয়ার কথা ।

বাল্যকালেই লক্ষ্মীকান্তের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল । যে সময়ের কথা হইতেছে তখন লক্ষ্মীকান্তের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর ; পরিবারের মধ্যে কেবল পত্নী, পনের বৎসরের একটী পুত্র ও নয় বৎসরের একটী কন্যা ছিল ; আর দামিনী নামে ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্কা একটী কন্দকার-কন্যা তাহার বাটীতে সর্বদা থাকিত এবং প্রয়োজন মতে সকল কন্দাই করিত । লক্ষ্মীকান্ত ও গোবিন্দমণি উভয়েই দামিনীকে কন্যার স্থায় ভাল বাসিত এবং তাহার সকল প্রয়োজনের সমবধান করিত ।

লক্ষ্মীকান্ত বাল্যকালে কলাপ ব্যাকরণ, দুই এক খানি কাব্য ও পরে কিঞ্চিৎ শ্রায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল—অধীত গ্রন্থ সকলে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও জন্মিমা ছিল, কিন্তু অল্পবয়সেই সংসার ভারগ্রস্ত হওয়ায় চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে নাই। ২১৪ ঘর যৈ বঞ্-মান শিষ্য ছিল, তাহাদের বাটীতে ক্রিয়া কৰ্ম করিত—ব্রহ্মত্র ভূমি হইতে প্রাপ্য ধান্যাদি আদায় করিত এবং বাটীতেই থাকিত। উহার বাটীর নিকটে রামধনকৰ্ম-কার নামে এক প্রতিবেশী ছিল; সে সোণা রূপার কৰ্ম করিত; তাহার কার্য্য স্থলে বসিয়াই লক্ষ্মীকান্তের অধিক সময় অতিবাহিত হইত। রামধনের পত্নীর আর একটা কি নাম ছিল, কিন্তু তাহার পেটে কোন গুপ্ত কথা থাকিত না—এজন্য রামধন তাহাকে জল্পনা বলিয়া ডাকিত। দামিনী ঐ রামধনেরই বিধবা কন্যা। দামিনী ভিন্ন মালতী নামে রামধনের আরও একটী ৮ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা ছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে রামধন বহির্বাটীস্থ আপনার দোকানে বসিয়া কার্য্য করিতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মী-কান্ত ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর হুঁকা হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। রামধন প্রণাম করিয়া চালের বাতা হইতে ছোট মাছুসীটী পাড়িয়া পাতিয়া দিল;—লক্ষ্মীকান্ত তত্পরি বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। রামধন তখন একটা মূচীতে কয়েক ভরি রূপা দিয়া গালাইতেছিল। রূপা গল গল হইয়াছে এমন সময়ে

জঙ্গলা ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, শীত একবার বাতীর ভিতরে আইস, বামণ ঠাকুরপোর বাটী হইতে এই মাত্র আসিয়া দামিনীর আবার সেইরূপ হইয়াছে । দামিনীর ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় ও ১২ বৎসর বয়সে বৈধব্য ঘটে, ১৫ বৎসর বয়সে তাহার মূচ্ছারোগ জন্মে । মূচ্ছা মধ্যে মধ্যে হইত — কিয়ৎকণ মস্তকে জলদানাদি দ্বারা শুদ্ধি করিলেই সারিয়া যাইত । ইহা রামধন ও লক্ষ্মীকান্ত উভয়েরই বিলক্ষণ জ্ঞানা ছিল, একদা রামধন লক্ষ্মীকান্তকে কহিল দাদাঠাকুর ! দোকানটা ছড়ান রহিল দেখিও, আমি একবার দামিনীকে দেখিয়া আসি । লক্ষ্মীকান্ত কহিল, প্রয়োজন হয়, ডাকিও আমিও বাইব ।

রামধন বাতীর মধ্যে গমন করিলে লক্ষ্মীকান্ত তাহার আসনে বসিয়া তত্ত্বা সঞ্চালন পূর্বক রূপা গলাইতে লাগিল । ইতিমধ্যে জঙ্গলা পুনর্ব্বার আসিয়া নন্দ্য দেওয়ানীবার জন্ম করেক-খণ্ড হরিদ্রা দ্রব্ধ করিয়া লইয়া গেল । রূপা গলিয়াছে ওমত সময়ে একজন সম্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন । সম্যাসীর মস্তকে জটাতার, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মলিণ্ড, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে কবায়বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে অলাবু-নির্ম্মিত জলপাত্র এবং বামকক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসমাবৃত একটী মুলি । লক্ষ্মীকান্ত সম্যাসীকে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং বসিতে বলিলেন । সম্যাসী কক্ষস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্ত্রুত করিয়া বসিলেন এবং তামাকু খাইতে লাগিলেন । লক্ষ্মীকান্ত পুনর্ব্বার তত্ত্বা সঞ্চালন করিতে লাগিল ।

জঙ্গলা হরিদ্রা দ্রব করিতে আসিয়া কয়েকখণ্ড হরিদ্রা  
 স্তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল ; সম্যাসী দ্রবীভূত রৌপ্যের  
 প্রতি এবং পতিত হরিদ্রা খণ্ড ও দোকান ঘরের সম্মিহিত  
 একটি গুল্মের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ঠিক সময়  
 হইয়াছে, এই বেলা ফুট দাও । ফুট দেওয়া কাহাকে  
 বলে, এবং ফুট দিলে কি হইবে ? লক্ষ্মীকান্ত তাহার  
 কিছুই জানিত না; কিন্তু উহাতে কি একটা শুভফল  
 হইবে, ভাবিয়া বুদ্ধি পূর্বক কহিল, আপনি অনুরূপ পূর্বক  
 ফুটটা দিয়া দেন । সম্যাসী একটু হাসিয়া হরিদ্রাখণ্ড গুলি-  
 কে চূর্ণ করিয়া ঐ দ্রবীভূত রৌপ্যে প্রদান করিলেন এবং  
 সম্মিহিত চম্পলতা নামক গুল্ম হইতে গোটাকত পত্র লইয়া  
 হস্ত দ্বারা মর্দন করত তাহার রসও উহাতে মিশাইয়া  
 দিলেন এবং আপনার ঝুলি মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ তাত্র-  
 চূর্ণ ও রসচূর্ণ ( দস্তার গুঁড়া ) উহাতে প্রক্ষেপ পূর্বক  
 স্থূল একটা তাত্র শলাকা দ্বারা নাড়িতে লাগিলেন ।  
 কিয়ৎক্ষণ পরেই সমস্ত রৌপ্যটা স্বর্ণের মত বর্ণবিশিষ্ট  
 হইল । তখন সম্যাসী উহাকে অগ্নি হইতে নামাইতে  
 কহিলেন এবং অধিক বেলা হয় নাই, বলিয়া অবস্থিতি  
 করিবার জন্য লক্ষ্মীকান্তের অনুরোধ না শুনিয়া চলিয়া  
 গেলেন । লক্ষ্মীকান্ত অগ্নি হইতে মুচি নামাইয়া শীতল  
 করিল এবং তদ্ব্যবস্থায় সমস্ত বস্তুই স্বর্ণ হইয়াছে, দেখিয়া  
 বিস্ময় সহকারে ভাবিতে লাগিল ।

দামিনীকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া রামধন দোকানে আসিলে  
 লক্ষ্মীকান্ত হর্ষ গদগদস্বরে তাহাকে সমুদয় ব্যাপার জানা-

হইল। রামধন সেই স্বর্ণ পিটিয়া পোড়াইয়া ও নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিছুতেই বর্ণের ব্যত্যয় হইল না; কেবল ভার বিষয়ে প্রকৃত স্বর্ণের সহিত উহার বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইল। যাহাঁ হউক সে অনেক চিন্তা ও লক্ষ্মী-কাস্তুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ স্বর্ণের দ্বারা একটা অলঙ্কার গড়িতে আরম্ভ করিল। ২৩ দিন পরে সেই অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে তাহা বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া গেল। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ন্যূনভার নূতনবিধ স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল—অনেককে দেখাইল—নানারূপ পরীক্ষা করিল—কিন্তু কিছুতেই স্বর্ণের বর্ণ-বৈলক্ষণ্য হইল না। অনন্তর তাহারা গ্রাহকগণের মনোনিীত হয় কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য সেবারে ঐ অলঙ্কার খানি কিছু স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইল। গ্রাহকেরা স্বল্পমূল্যের স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল—সুতরাং সেখানি সহজেই বিক্রীত ও লাভপ্রদ হইল। বণিকেরা ঐ স্বর্ণকে ‘নৃত্তরূপ’ কহিতে আরম্ভ করিল; তাহারা ঐরূপ স্বর্ণভরণ বা ঐরূপ নৃত্তরূপ পুনর্ব্বার দিবার জন্য রামধনকে অনুরোধ করিতে লাগিল। রামধনও অল্পে অল্পে তাহা যোগাইতে আরম্ভ করিল এবং এই প্রকারে সামান্যরূপে উহাদের একটা ব্যবসায় চলিল।

এক দিন নির্জনে রামধন ও লক্ষ্মীকাস্তুর কথোপকথন হইল—রামধন কহিল দাদাঠাকুর ! এই কৃত্রিম স্বর্ণ বা নৃত্তরূপ লইয়া আমাদের ত একটা নূতন ব্যবসায়



আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত এই ব্যবসাতে যাহা কিছু লাভ হইয়াছে, তাহার এক কড়াও আমি খরচ করি নাই। এক্ষণে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যিক।

লক্ষ্মী। কিসের বন্দোবস্ত ?

রাম। আমাদের দুই জনের মধ্যে লাভের বিরূপ বিভাগ হইবে— তাহার।

লক্ষ্মী। এ লাভের আবার বিভাগ কি ?—তোমার দোকানে তোমারই রূপা গালাই হইতেছিল—আমি তথায় বসিয়াছিলাম মাত্র, এমন সময়ে ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার দোকানে আসিয়া রূপাকে সোণা করিবার কৌশল বলিয়া দিয়া গেলেন— ইহাতে আমি আবার কিসের ভাগ পাইব ?

রাম। দাদাঠাকুর ! ভগবান্ কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ?—আমার ?—না তোমার প্রতি ?—আমি ত প্রায় প্রতিদিনই রূপা গালাই; কৈ কোন দিন ত তিনি আমার নিকটে আসেন নাই—তোমার গৃহদেবতা দেবী ভগবতীর প্রতি শ্রদ্ধা—বাক্যান্টিষ্ঠা—শ্রায়পরতা—ধর্ম্ম মতি এবং বৌঠাকুরাণীর সেই সেই রূপ গৃহকার্য্যের সূক্ষ্মতা ইত্যাদি কারণে ভগবান্ মহাদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং আসিয়াছিলেন। বৌ-ঠাকুরাণীর গৃহসৌষ্ঠব দেখিয়া সকলে কহে, তিনি রাজরাণী হইবেন; আমার বোধ হয় এই ব্যাপারই তাহার সূত্রপাত। তোমার কন্ঠা ইলা। ( ইলঝিলা ) যে রূপ স্তম্ভরী ও যে রূপ সর্ব্ব-স্তম্ভর-

সম্পন্ন—এবং সে দিন সেই সিদ্ধপুরুষ উহাকে দেখিয়া  
যে রূপ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ও যে রাজমহিষী হইবে  
তাহাতে সন্দেহ নাই । ফল কথা তোমার রাজা হওয়া  
এবং রাজগৃহে তোমার কন্যার বিবাহ দেওয়া, এ উভয়ই  
অর্থসাধ্য । তাই ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া তোমাকে অর্থা-  
গমের উপায় শিখাইয়া দিয়াছেন । আমি বিবেচনা  
করিয়াছি, উপস্থিত ব্যবসাতে খরচা বাদ যাহা লাভ  
হইবে, তাহার দুই আনা আমি পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ  
করিব, বাকী চৌদ্দ আনা তোমার থাকিবে, ইহাতে  
অন্যমত করিও না ।

লক্ষ্মী । সে কি রামধন ! তুমি ভানিবে কুটিবে, আর  
আমি বিনা পরিশ্রমে এবং বিনা কারণে তোমার ভানা-  
কুটা চাউলগুলি বসিয়া খাইব !—ভগবান্ এত অগ্ন্যায়  
সহ্য করিবেন কেন ?—যাহা হউক আমি প্রস্তাব করি-  
তেছি, যদি আমাকে কিছু লাভ দেওয়া নিতান্তই তোমার  
অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে দুই আনা আমাকে দিয়া তুমি  
চৌদ্দ আনা গ্রহণ কর—আমি ঐ দুই আনা পাইয়াই  
আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব ।

রাম । দাদাঠাকুর ! আমি কেবল ভানিব কুটিব না,  
তোমাকেও পরিশ্রম করিতে হইবে ; আর তুমি “ বিনা  
কারণে খাইতেছি ” এরূপ মনে ভাবিও না ; উহা খাই-  
বার তোমারই বিলক্ষণ কারণ আছে । মহাপুরুষ যাহা  
তোমাকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা তুমি যদি আমাকে  
না জানাইতে, কে তোমার কি করিত ? আমাকে জানা-

ইবার জন্তই তুমি সমুচিত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাই বা ধর্ম্মে সহ্য করিবেন কেন ? আর এক কথা দাদাঠাকুর ! আমার একটা কন্যাত বিধবা ; — সে তোমারই প্রতিপাল্যের মধ্যে। আর একটা কন্যা আছে, সেটার বিবাহ দিলেই দায় খালাস হইবে—বাকী দুই মানুষ থাকিব, আমাদের ভরণ পোষণের জন্য ঐ দুই আনাই যথেষ্ট হইবে—না হয় তোমার বাটীতে প্রসাদ পাইয়া আসিব—তাহাতে আমাদের পরকালেরও কাজ হইবে । মা ভগবতী করুন—তোমার হরিদাস ও ইলবিলা বেঁচে থাকুক—আমি উহাদিগকে নিজ পুত্র কন্যা অপেক্ষা ভিন্ন দেখি না—উহারা ভোগ করিলেই আমার ভোগ করা হইবে ।

এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্কের পর ব্যবস্থা স্থির হইল যে, লাভের চারি আনা রামধন ও বার আনা লক্ষ্মীকান্ত লইবে—রামধন স্বর্ণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবে এবং লক্ষ্মীকান্ত মূলধন সংগ্রহ ও দ্রব্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া দিবে এবং সময়ে সময়ে বিক্রয়ও করিবে । যবনেরা তখন দেশের রাজা—তাহারা প্রজার অর্থাগম দেখিলেই লোভ করে, অতএব অন্যে জানিতে না পারে, এ জন্য ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য নিকটে না করিয়া দূরবর্ত্তী নগরে করাই পরামর্শ হইল । এই ব্যবসায় যাহাতে গুপ্তভাবে চলে, তজ্জন্য রামধন লক্ষ্মীকান্তকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করায় লক্ষ্মীকান্ত বলিল, তোমার জঙ্গলাকে সাবধান করিও । যাহা হউক এই ব্যবসায়ের চলনে রামধনও লক্ষ্মীকান্ত দুই জনেরই

আর্থিক কোন ক্লেশ রহিল না—সংসার স্বচ্ছল হইল—বাটী ঘরের শ্রী ছাঁদ বাড়িল—তাহারা উভয়েই এক প্রকার স্বথ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

## দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

এই সময়ে পাঠান বংশীয় সমস্ত উদ্দীন বাঙ্গালা দেশের নবাব ছিল—পাণ্ডুয়া বা বড়পেঁড়ো তাহার রাজধানী ছিল—গোড়েও সে মধ্যে মধ্যে বাস করিত। তাহার অধীনে যশোহর নগরে রহিম খাঁ নামে এক জন ফৌজদার থাকিত। তাহার ভ্রাতা করিম খাঁর নবাবের নিকট হইতে কোন রাজকার্য্যে নিয়োগ ছিল না,—কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্পাদ্য সর্ববিধ কার্য্যেই সে হস্তক্ষেপ করিত এবং তাহাতেই তাহার অনেক অর্থ উপার্জন হইত; কিন্তু দেশের লোক জুলিয়া মরিত। লাল বিবি নামে তাহার প্রীতিপাত্র একটা স্ত্রীলোক ছিল; সে নানা কার্য্যের ছলে নগরের সকল বাটীতেই ভ্রমণ করিত, সকলকার সহিতই আলাপ ও কপট আত্মীয়তা করিত, এবং যেখানে যা কিছু বিশেষ ঘটনা দেখিত, করীম খাঁর নিকটে যাইয়া গোপনে বলিত—ফলতঃ করীম খাঁর দুষ্কৃত প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার সে একজন প্রধান সহায় ছিল।

একদা অপরাহ্নে লালবিবি বাটীর নিকট দিয়া যাই-  
তেছে দেখিয়া জঙ্গলা তাহাকে ডাকিল এবং অনেক দিন  
সে বাটীতে আইসে নাই, বলিয়া কত অভিমান করিল ।  
লালবিবিও, নান । কার্যের ঝঞ্জাটের জন্য আসিতে পারি  
নাই বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করত তাহার সে অভিমান দূর  
করিল । অনন্তর জঙ্গলা লালবিবিকে ঘরের পৌড়ায় বসা-  
ইবার জন্য এক থানি কস্মলের আসন দিল ; লালবিবি  
অমায়িকতা প্রদর্শন পূর্বক তাহাতে না বসিয়া নবনির্মিত  
সানের পৈঠার উপরেই বসিল ।—লালবিবি বিধবা, উজ্জ্বল-  
শ্যামবর্ণা ও কিকিৎস্থলাঙ্গী ; বয়স্ প্রায় ৩৫ বৎসর ।  
চুলগুলি উশ্মুক্ত ; পরিধানে এক থানি নীল রঙ্গের সাদা  
ফুলযুক্ত ছাপার শাটী, বকুলে লাল রঙ্গের ককুলিকা ;  
হস্তে সোণা বান্ধান তিন গাছি করিয়া হাড়ের চুড়ী ।  
সর্বদা তাম্বুল চর্বণ করে ।

লালবিবি বসিলে পর জঙ্গলা উঠানে বসিয়া ছোট  
কন্যা মালতীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার মাথার উকুন  
দেখিতে দেখিতে গল্প আরম্ভ করিল—কহিল, মুসলমান-  
দিদি ! তুমি যে, আমার নূতন সানের পৈঠায় বসিলে,  
ইহাতে আমার পৈঠা সার্থক হইল । আমি যে তোমার  
কত ভালবাসি, তা আর কি বলিব । কত দিন হইতে  
মনে কত কথাই জমিয়া আছে, দেখা না পাওয়ার  
তোমার বলিতে পারি নাই—সে সকল আর কাহাকেও  
বলিবার নহে । ঐ পৈঠাটি আমাদের নূতন হইয়াছে !—  
দেখিও বহিন্ ! কাহাকেও বলিও না—কর্তা শুনিলে

আমার মাথায় মুণ্ডর মারিবেন;—আমাদের এখন আর তেমন কষ্ট নাই—বামন ঠাকুরপোর ভগবতী দেবীর কৃপায় আমাদের সংসার এখন বেশ স্বচ্ছল হইয়াছে—আমার মাথা খাও, কাহাকেও বলিওনা দিদি!—বামন ঠাকুরপো কোথায় সোণার খাঁই পেয়েছেন; কর্তার সঙ্গে উহার ছেলেবেলা থেকে বড় ভাব কিনা, এজন্য কর্তাকেও কিছু কিছু দিয়া থাকেন; কর্তা অধিক লন না—বলেন আমাদের বেশী লওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের যা কিছু বেশী খরচ—তা এই ছোট মেয়াটীর বিয়ের জন্ত। দামিনীর বার বছর বয়সে কপাল পুড়েছে; বার বছর পার না হইলে উহার বিয়েদিব না। লালবিবি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বড় মেয়ে কোথায়? জঙ্গলা কহিল সে বামন ঠাকুরপোর বাটীতেই সর্বদা থাকে।

জঙ্গলা অতি বিশ্বাসপাত্র মনে করিয়া লালবিবির সাক্ষাতে যাহা যাহা কহিল, তাহা যে আর কোন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে কহেনাই এরূপ নহে; পাড়াতে যত স্ত্রীলোক ছিল, সকলকেই একদিন না একদিন ঐ সমস্ত কথাই কহিয়াছিল, এবং সকলের নিকটেই প্রকাশ না করিবার জন্ত ঐরূপ মাথার দিব্য দিয়াছিল, কিন্তু সে সকল স্থলে কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, এক্ষণে লালবিবিকে বলিয়া বিয়। বিপদ বাধাইল। লালবিবি জঙ্গলার কথা কহিবার সময়ে নিজের অধিক কথা কহে নাই—কেবল হাঁ হুঁ দিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে উহার বাটী ঘর দ্রব্যসামগ্রী অলঙ্কার পত্র সমুদয় বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

অনন্তর সে সহাস্যমুখে জন্তুলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দামিনীকে দেখিবার ছলে লক্ষ্মীকান্তের ভবনে প্রবেশ করিল এবং তথায় দামিনীকে দেখিয়া বালিকা ইলবিলার রূপে মুগ্ধ হইয়া ও তাহাকে আদর করিয়া গোবিন্দমণির সহিত অনেক কণ গল্প শুভব করিল এবং সেই অবসরে লক্ষ্মীকান্ত-ভবনের বিত্তবিভবসংক্রান্ত সমুদয় অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া চলিয়া গেল ।

ইহার দুই দিন পরে করীম খাঁ দুই জন সহচরের সহিত লক্ষ্মীকান্তের দ্বারদেশে আসিয়া দাণ্ডাইল । করীম খাঁ খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ । বয়স্ ৩৫ বৎসর—মস্তকের কেশ গুলি বিরল ও উচ্চ, কশ্মালটি একটু বসা—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, দন্ত গুলি একত্র বড় যে, দস্তচ্ছদ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ; নাড়ি গোঁপ অল্প ও অপ্রশস্ত । মাথায় টুপি, গায়ে চাপ্কান্, পরিধানে ইজের, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি যষ্টি । সে আসিয়া দেখিল লক্ষ্মীকান্তের দরজায় কয়েকটি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে ; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের ভট্টাচার্য্য কোথায় ?—ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন দাঁড়াইয়া উত্তর করিল আজ্ঞে, তিনি বাড়ীতে নাই । ঐ টী লক্ষ্মীকান্তের পুত্র হরিদাস । হরিদাস গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার এবং ব্যায়াম ক্রীড়ায় অভ্যস্ত থাকায় দিব্য হৃৎপুষ্ট ও বলিষ্ঠ । বয়স্ ১৫ বৎসর;—প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ জুয়ুগল, বিশাল নয়ন, উন্নত নাসিকা প্রভৃতি দ্বারা মুখমণ্ডলে যেন সৌজন্য ও তেজ যুগপৎ বিরাজ করিতেছিল । করীম খাঁ হরিদাসের পরিচয় পাইয়া

আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা কবে বাটীতে আসিবেন?—হরিদাস উত্তর করিল, আজ্ঞে বলিতে পারি না। করীম খাঁ যেমন এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিল, অমনি চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্বক লক্ষ্মীকান্তের বিষয়বিভবের পর্যবেক্ষণ চলিতেছিল। অনন্তর সে পুনর্ব্বার হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা যেরূপ জাঁকাল বাটী ঘর কাঁদিয়াছেন—ইহা ত অনেক টাকার কাজ—তিনি এত টাকা কোথায় পাইলেন? হরিদাস কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে ও রুদ্ধস্বরে কহিল—আমি জানি না।

বহির্বাটীতে এই রূপ উচ্চ কথা হইতেছে, তাহা অভ্যন্তরহইতে শুনিতেপাইয়া দামিনী বালিকামূলভ কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া মধ্য দ্বার অতিক্রমপূর্বক বহির্বাটীর প্রান্ত দেশে আসিয়া যেমন দাঁড়াইল, অমনি করীম খাঁর পাপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। দামিনী বিদ্যুৎবেগে পলাইয়া গেল। দামিনী পরম রূপবতী ও পূর্ণ যুগলী—কেবল বালবিধবা বলিয়া সমেঘদিবসোদিত পঙ্কজের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইতে পায় নাই। যাহা হউক দামিনীকে দেখিয়া করীম খাঁর মুণ্ড ঘুরিয়া গেল সে যে কি জন্ম ও স্থানে আসিয়াছিল, তাহাও বিস্মৃত হইল—কিন্তু অয়স্কান্ত-শলাকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায়, দামিনী যে পথ দিয়া গিয়াছিল, সেই পথে অজ্ঞাতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। হরিদাস ভদ্রদর্শনে তিন লক্ষ মধ্য দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যান? করীম খাঁ চকিত ও অপ্রতিভ হইল; কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-



প্রভাবে তখনই কহিল তোমার পিতার এরূপ অসম্ভাবিত অর্থাগম দেখিয়া আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে, অতএব ফৌজদারের হুকুম অনুসারে বাটীর খানাতল্লাসী করিব। হরিদাস। ফৌজদারের হুকুম কৈ ?

করীম। হুকুম পরে আসিবে।

হরি। আপনি ও পরে করিবেন।

করীম। আমি এখনই করিব।

হরি। আমি জীবিত থাকিতে পারিষেন না।

কোপিত সিংহশিশু যেমন কেসর ফুলাইয়া উত্তেজকের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, হরিদাস কোন্‌র বাঁধিয়া ঐবা বন্ধ করিয়া সেইরূপ দাঁড়াইল। করীম দেখিল, হরিদাসের শরীর ক্রোধে যেন ফুলিতেছে;—তাহার জুয়ুগের মধ্য হইতে একটি শিরা উচ্চ হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং তখন তাহাকে ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক দেখাইতেছে। করীম দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না—“আচ্ছা বামণ থাক—ইহার প্রতিফল পাইবি” বলিয়া সামুচর চলিয়া গেল।

এই ঘটনার ৫ দিন পরে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য যেদিন বাটী আসিল, সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে রহিম খাঁর, বনমালী সরকার নামক এক জন কায়স্থ কর্মচারী তাহার নিকটে আগমন পূর্বক প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। সে কহিল ভট্টাচার্য মহাশয়! বড় সাহেব (লোকে রহিম খাঁকে বড় সাহেব ও করীম খাঁকে ছোট সাহেব কহিত) আপনাকে সেলাম দিয়াছেন, আজি

তথায় যাইতে পারিবেন কি ? লক্ষ্মীকান্ত করীমখাঁ-  
সম্বন্ধ ব্যাপার পূর্বেই বাটীতে শুনিয়াছিল, এজন্য কহিল,  
গমন যাইতেই হইবে, তখন সত্বরেই ভাল—চলুন যাওয়া-  
যাউক—এই বলিয়া উত্তরীয় গ্রহণ পূর্বক “দুর্গা দুর্গা” বলিয়া  
যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সরকার কহিল, ভট্টাচার্য্যমহাশয় !  
পাশ্বে যবন বেটার কাণ্ড বোধ হয় সমুদয় জানেন নাই—  
লালবিবি নামে উহার যে একটা গোয়েন্দা আছে, সে ইতি-  
মধ্যে এক দিন রামধনদাস ও আপনকার অন্তঃপুরে প্রবেশ-  
পূর্বক আপনাদের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া করীম খাঁকে  
সংবাদ দেয়—করীম খাঁ সে কথার সত্যাসত্যতার নির্ণয়ার্থ  
আপনকার বাটীতে গমন করিয়াছিল ; আপনদিগকে ভয়  
দেখাইয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করিবে, এই তাহার অভিলাষ  
ছিল ; কিন্তু সেখানে যেরূপ যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা  
শুনিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ছুরাত্মা নিজ অগ্রজের নিকটে  
যাইয়া বলিয়াছে যে, আপনি রামধনদাসের সহিত যোগ  
করিয়া ডাকাইতদিগের নিকট হইতে গাঁতের মাল কিনি-  
তেছেন, তাহাতেই আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে।  
ঐ সকল মাল বাহির করিবার জন্য আপনকার বাটীর  
খানাতল্লাসী করিবার প্রার্থনা জানায় ও পরওয়ানা চাহে।  
কিন্তু রহিম খাঁ, যবন হইলে হয় কি, অতি ধার্মিক ও সজ্জন ;  
অতএব ভ্রাতার কথাতে বিশ্বাস না করিয়া আপনার সহিত  
একবার দেখা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ছুরাত্মা  
করীমখাঁর চেহারাও যেমন দুঃখম্, কাজও তেমনই  
দুঃখম্ ! আমি হিন্দু এবং পুরুষাশুক্রমে ব্রাহ্মণের দাস ;

এই জন্মই আপনাকে সাবধান করিতেছি ;—ও ছুরাওয়া  
এক্ষণে আপনকার নিকট হইতে টাকা আদায় করা অভি-  
প্রেত নহে, রামধনদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা দামিনীকে হস্ত-  
গত করাই অভিপ্রেত । দামিনী রাত্রিকালে বাটীর বাহিরে  
আসিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে,  
এই উদ্দেশে কয়েক দিন হইতে উহার লোক বাটীর চতু-  
র্দিকে ফিরিতেছে—এ পর্য্যন্ত কোন সন্যোগ পায় নাই ।  
নগরের প্রান্তভাগে ফৌজদারের দেল্‌পছন্দ নামে যে  
আটচালা ও ফুলের বাগান আছে, তথায় কত সতীর ঘে  
সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার সন্ধ্যা নাই । ছুরাওয়া করীম  
কাপুরুষেরও অগ্রগণ্য—আপনকার পুত্র হরিদাসের বি-  
ক্রম দেখিয়া সে বড়ই ভীত আছে ; হরিদাসের জন্ম সে  
স্বয়ং ওদিকে ঘেঁসেই না । আর এক কথা শোনা যাইতেছে  
যে, রাজধানী পাণ্ডুয়াতে গণেশ ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ-  
জমীদার নবাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন । সমস্ত রাজ-  
কার্যই এখন তাঁহার অধীন ; স্বতরাং যবনেরা এসময়ে  
হিন্দুদিগের প্রতি পূর্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস  
করে না—নচেৎ ছুরাওয়া আপনকার গৃহে অগ্নি দিয়া সর্বস্ব  
লুণ্ঠ করিত । ভগবান করেন ঐ গণেশ ঠাকুরই দেশের  
রাজা হন !

এই সকল কথা শ্রবণকরিয়া লক্ষ্মীকান্তের আত্মা-  
পুরুষ শুকাইয়া গেল—সে ভাবিল কি সর্বনাশ ! আমার  
পরিবারের উপর যে এইরূপ অত্যাচারের চেষ্টা হই-  
তেছে, ইহার আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ! অনন্তর

জিজ্ঞাসা করিল সরকার মহাশয় ! আপনি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলেন ? সরকার কহিল লালবিবিই আমাকে বলিয়াছে;—সে করীমখাঁর একপ্রকার উপপত্নী, —করীম খুব টাকা কড়ি পায়, সে জন্য তাহার বিশেষ চেষ্টা, কিন্তু করীম দামিনীর ন্যায় রূপবতী যুবতী লাভ করে, তাহা সে ভালবাসে না; কারণ তাহাতে তাহার স্বার্থহানি আছে। এ জন্য সে দামিনীকে ধরিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছে না, কিন্তু করীমকে ক্ষান্ত করিতেও পারিতেছে না। যাহা হউক, আপনি অত ভীত হইবেন না—ফৌজদার অতি ধার্মিক লোক—তিনি জানিতে পারিলে ওরূপ উপদ্রব কখনই ঘটবে না। চলুন তাঁহার নিকটে যাইলেই সুবিধা হইবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই তাহারা ফৌজদারের সম্মিধানে উপস্থিত হইয়া যথারীতি সেলাম করিল। রহিম খাঁ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিঞ্চিৎ শূলকায় ও প্রসন্নমুখমণ্ডল; মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রুর লোম অর্ধপক; মস্তকে টুপি, গাত্রে জামা, পরিধানে নুঙ্গিফোতা ও বামহস্তে স্ফটিকের তস্বী। বনমালী সরকার পরিচয় দিয়া দিলে রহিম খাঁ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে সাদর সম্ভাষণে বসিতে বলিল। লক্ষ্মীকান্ত বসিলে পর পরস্পরের কুশলপ্রশ্নাদির আদানপ্রদান হইল। অনন্তর সে স্থানকে নিশ্চক্ষিক করিয়া ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! আপনাকে ধার্মিক, নিরীহ ও অতি সজ্জন বলিয়া শুনিয়াছি, বিদ্যাবুদ্ধিও আপনকার বিলক্ষণ আছে,

তাহা জানি—এজন্য আপনকার প্রতি আমার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, অতএব আপনাকে একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি— যদি সরলভাবে সত্য বলেন, তাহা হইলে কোন ভয়ই নাই—আমি আশা করি আপনি তাহাই বলিবেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনকার অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিরূপ নূতন ধনাগম হওয়ায় এই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহাই আমার জানিবার ইচ্ছা। আমি পুনর্বার বলিতেছি—আপনি সত্য বলুন—আপনকার কোন ভয় নাই।

লক্ষ্মীকান্ত কহিল ধর্ম্মাবতার! আমরা ব্রাহ্মণ-জাতি, সত্যই আমাদের সর্ব্বস্ব; মিথ্যা কখন বলি নাই—বলিবও না,—আমার অবস্থোন্নতির বিবরণ শ্রবণকরুন—এই বলিয়া রামধনদাসের দোকানে মহাপুরুষের আগমন অবধি রামধনের সহিত ব্যবসায়ের বিভাগ-ব্যবস্থা-পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ফৌজদার শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ তুষীভূত রহিল, পরে কহিল—আপনকার কথায় আমি সম্পূর্ণই বিশ্বাস করিতোছি এবং বুঝিতেছি, দৈবানুগ্রহে আপনি কৃত্রিম স্বর্ণ অথবা অত্যাশুপিত্তল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন-রূপ হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ঈশ্বর দিয়াছেন, আপনি ভোগ করুন—কোন ভয় নাই। লক্ষ্মীকান্ত কৃতাজলি হইয়া কহিল ধর্ম্মাবতার! আপনকার সরলতা, সজ্জনতা ও ধার্ম্মিকতা লোকপরিপূরার যে রূপ

ভূমিস্বাধীন, আজি ভদ্রপেজা অধিকই দেখিলাম ।  
অধিক আর কি বলিব—জগদীশ্বর আপনকার সর্বস্বাত্মীয়  
শুভসাধন করুন । কিন্তু ধর্ম্মাবতার ! ছোট সাহেবের  
নিকট আমার বড় ভয় !

কৌজদার । আমি তাঁহাকে বারণ করিয়া দিব—  
আপনকার উপর কোন উপদ্রব করিবেম না ।

লক্ষ্মী । বারণ শুনিবেন ?

কৌজ । না শোনে—আমিই তাঁহার দমন করিব—  
কিন্তু অন্তে দমন করিতে যাইলে আমি তাহা সহিব না ।

ও কথার ঐ পর্য্যন্তেই শেষ হইল । অনন্তর এবিষয়—  
ও বিষয়—মে বিষয়—নানা বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ  
হইল । ভ্রমধ্যে রহিম খাঁ কহিল—ভট্টাচার্য্য মহাশয় !  
আপনাকে বড় সরল, সদাশয় ও ধর্ম্মানুরাগী লোক দেখিয়া  
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এই জন্য ইচ্ছা হইতেছে যে,  
আপনি যদি মিথ্যা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগকরিয়া আমাদের এই  
সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আপনকার পক্ষে  
বড়ই মঙ্গল হইত—আপনকার মত বুদ্ধিমান লোকের  
কাফের থাকা উচিতনহে ।

লক্ষ্মী । ধর্ম্মাবতার ! এ বিষয়ে আপনকার সহিত  
বিচার করিতে ভয় হয়, কি জানি বিচারের মুখে যদি  
কিছু অপ্রীতিকর কথা বাহির হইয়া পড়ে !

রহিম । রহিমখাঁর সহিত বিচার হইবে—কৌজ-  
দারের সহিত নহে ।

লক্ষ্মী । আজ্ঞে তবে বলি—আপনকার পিতৃ-পিতৃ-

মহা মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, অতএব সেই ধর্ম্মে থাকা আপনকার ঘেমন উচিত, আমার পিতৃ-পিতামহ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করা আমারও পক্ষে তেমনই উচিত । আমাদের শাস্ত্রে বলে—

যেনাঃস্য পিতরো বাভাঃ যেন বাভাঃ পিতামহাঃ ।

ভেন যারাং সতাংমার্গঃ ভেন গচ্ছন্ন রিবাতে ॥ মতু ॥

যেরূপ শাস্ত্রানুসারে পিতৃ-পিতামহেরা চলিয়াছেন, সেই-রূপ শাস্ত্রানুসারেই সাধু পথ অবলম্বন করা কর্তব্য । সেরূপ করিলে তাহাকে অধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না । শাস্ত্রে আরও বলে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিজ্ঞঃ পরধর্ম্মাৎ স্বমুষ্টিত্যাং ॥

স্বধর্ম্মে নিধনঃশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ গীতা ।

রহিম । পিতৃপিতামহেরা যদি কোন কাল্পনিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন, আর আমি যদি সত্যধর্ম্ম সন্মুখে পাই, তবে সে কাল্পনিক ধর্ম্ম ত্যাগ না করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য্য হইবে না কি ?

লক্ষ্মী । ধর্ম্ম কোন্টী সত্য ও কোন্টী কাল্পনিক, তাহা স্থির করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য । যে কোন ধর্ম্মই বলুন, তাহার মাংসমকল চাঁচিয়া অস্থি বাহির করিতে গেলেই দেখা যাইবে, সে ধর্ম্মও মনুষ্য-কল্পিত । আপনি মহম্মদীয় ধর্ম্মের সবিশেষ-তত্ত্বজ্ঞ—অতএব পক্ষপাত-শূন্য-চিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ ধর্ম্মের অঙ্গভূত ঈদ, বক্রিদ, মহরম্ প্রভৃতি পার্কে অনুষ্ঠেয় উপবাস, পশুহত্যা, বক্স্তাডন প্রভৃতি কার্য্য সকল কাল্পনিকতা বোধ উৎপাদন করে কি না ?

রহিম । হাঁ ঐ সকল পর্বের অধিতীয় ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী কতকগুলি আড়ম্বর আছে সত্য, কিন্তু পুতুল-পূজা নাই । আপনারা প্রস্তর বা মৃত্তিকার স্বহস্ত-গঠিত পুতুল সকলকে পূজা করেন, ও তাহাদের নিকটে বর-প্রার্থনা করেন—ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি আছে !

লক্ষ্মী । হাঁ—হিন্দুধর্মে পুতলিকা পূজা আছে । উহাকে সাকার উপাসনা বলে । সাধারণ লোকে নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যানে ধারণা করিতে পারে না ; তাহারা ধ্যানার্থ চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায়না—সুতরাং তাহাদের উপাসনাই হয় না—এই জন্ম ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাহারই ধ্যান ও পূজা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ আছে । আর বিবেচনা করুন, সাকার উপাসনায় দোষই বা কি ? ঈশ্বরের যে নানারূপ শক্তি আছে, হিন্দুরা সেই এক এক শক্তির আধাররূপে এক একটা মূর্তি নির্মাণ করিয়া সেই মূর্তিতে সেই সেই শক্তির পূজা করিয়া থাকেন—যথা ব্রহ্মমূর্তিতে সৃষ্টিশক্তির, বিষ্ণুমূর্তিতে পালনশক্তির এবং শিবমূর্তিতে সংহারশক্তির অর্চনা করেন । এখন দেখুন, ঐশী শক্তি যে সর্বব্যাপিনী তাহা আপনিও স্বীকার করিবেন—হিন্দুদিগের গঠিত ব্রহ্মাদিমূর্তিও সেই ‘সর্ব’-পদবাচ্য পদার্থের অন্তর্গত নয় কি?—অতএব সেই সেই মূর্তিতে সেই সেই শক্তির পূজা করায় পূজকের কেন প্রত্য-বায় হইবে ?—আর এক কথা বলি—এই যে সাকার দেব দেবীর উপাসনা, ইহা হিন্দুদিগের জাতি সাধারণ ধর্ম্মবাত্ত ;



জ্ঞানীরা এইরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ বিরল-  
চিত্ত হইলে পর নিরাকার উপাসনাতেই মগ্ন হইয়া  
থাকেন । একজন ঈশ্বরভক্ত জ্ঞানী হিন্দু বলিয়াছেন—

রূপং রূপবিশিষ্টতয়া ভবতো। ধ্যানেন বহুবিধং

ভূত্যাঃ নির্মলচরিত্যঃ খিলস্তরোঃ দূরীকৃতং যদ্বরা ॥

ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো বতীর্থবাত্মাদিনা

কন্তব্যং ভগদীশ ! তৎ করুণয়া দোষজরং মৎকৃতম্ ॥ • ॥

রহিম । আপনকার সারসংগর্ভ এই সকল বচনাবলীতে  
আমি বড়ই প্রীত হইতেছি—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আপনি  
ত পণ্ডিত ও জ্ঞানী, কৈ ত আপনি দেব দেবীর অর্চনা  
বা যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া নিরাকার উপাসনা করেন না ?

লক্ষ্মী । দেব দেবীর অর্চনা ও যাগ যজ্ঞ করাকে  
কর্ম্য কহে । গৃহী ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও সমাজরক্ষার্থ  
তাঁহার কর্ম্য করা কর্তব্য । কারণ তিনি যে সমাজের  
অন্তর্ভূত হইবেন, সে সমাজের সাধারণ লোকেই যে  
জ্ঞানী হইবে, এরূপ সম্ভব নহে । সাধারণ লোকে  
আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যেরূপ আচরণ  
করিতে দেখিবে তাহারা, বুঝুক আর না বুঝুক, সেইরূপ  
আচরণ করিবে, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে কর্ম্য-হীন  
দেখিলে আপনারাও অকারণে কর্ম্যরহিত ও উচ্ছৃঙ্খল

---

• হে ভগদীশ ! তুমি রূপবিশিষ্ট, কিন্তু আমি ধ্যানদ্বারা তোমাররূপের  
যে করনা করিয়াছি—হে অখিলেশ্বর ! তুমি বাক্যাতীত, কিন্তু আমি  
ভূতিদ্বারা তোমার যে সেই অনির্লচরিত্যঃ দূর করিয়াছি—হে ভগবন্ !  
তুমি বিশ্বব্যাপক, কিন্তু আমি তীর্থবাত্মাদি দ্বারা তোমার সেই ব্যাপকত্বের  
যে অগণনা করিয়াছি—হে বহুবিধ ! তুমি মৎকৃত সেই ভিন্ন অপরাধের  
সংস্কার করিবে ।

হইয়া সমাজের বিপ্লব করিয়া তুলিবে। এই জন্ম জ্ঞানী ব্যক্তিকেও লোকসঙ্গ্রহের নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের প্রধান শাস্ত্র ভগবদ্গীতাতে এই মতই ব্যক্ত হইয়াছে যথা—

যৎ ক্রমোচ্চরতি শ্রেষ্ঠ ভক্ত দেবেভরো জনঃ ।

য যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদমুর্বর্ততে ॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিধাংসো যথা কুর্যন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্ বিধাং স্তথা হসক্ত শিকীর্ষলোক সঙ্গহঃ ॥

ফল কথা আমি এই স্থূল বিবেচনা করি যে, যাঁহার জাতীয় ধর্ম যাহা আছে, তাঁহার তাহা লইয়া অধিক নাড়া-চাড়া না করাই ভাল ; আর সেই ধর্মসম্পর্কে যে সকল অনুষ্ঠান ও আচারের বিধান আছে তাহারও, বাহুল্যে না হইয়া উঠে, অতি সঙ্ক্ষেপেও পালন করা কর্তব্য। কারণ অনুষ্ঠানরহিত ও আচারহীন হইলে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া যায় না। যিনি তাহা না হইতে পারেন, তাঁহার দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ উপকার হয় না। তবে সেই সকল অনুষ্ঠান ও আচারের যে জটিলতা আছে,—যন্নিবন্ধন সাংসারিক কার্যে বাধা ও অসুবিধা ঘটে— তাহা যে কালক্রমে আপনা হইতেই অপনীত হইবে, তাহা বুদ্ধিমান্ নাট্রেই অনুমান করিয়া থাকেন।

ইত্যাদি রূপ কথোপকথনপ্রসঙ্গেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; স্ততরাং রহিমের নমাজ ও ভট্টাচার্য্যের সন্ধ্যা-বন্দনার বেলা অতীত হয়, দেখিয়া যথারীতি পরস্পরের বন্দনা করিয়া উভয়েই গাত্রোথান করিল এবং “আমি আপনকার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম—আমার দ্বারা

আপনকার কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে জানাইবেন” এই বলিয়া ফৌজদার ভট্টাচার্য্যকে বিদায় দিল—ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনে সম্বরপদে গৃহাভিমুখে চলিল ।

এদিকে তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই দামিনী কহিল হরি ! জল কিছুই নাই, তুমি আমাকে একটু দাঁড়াও—আমি এক ঘড়া জল লইয়া আসি । হরিদাস পিঁড়ায় বসিয়াছিল—কহিল এই খিড়কীর পুকুর হতে জল আনিবি, তার ক্ষণে আবার তোর সঙ্গে যেতে হবে ?—দামিনী কহিল না হরি ! বড় ঘুটে ঘুটে অন্ধকার, আর আমার কেমন ভয় ভয় করিতেছে—তুমি একটু আগিয়া আইস । হরি ‘ভয় আবার কিসের’! বলিয়া উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল; দামিনী খিড়কির কপাটটা খুলিয়া বাটীর বাহিরে পদক্ষেপ করিল । কালসপর্শ্বত ভেকের মুখ হইতে যেমন তিনবার আর্তরব শোনাযায়, সেই রূপ—হরি—হরি—হরি—এই শব্দ দামিনীর ভয়বিহ্বল কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল । “কি দিদি !—কি দিদি” !—শব্দে অমনি হরিদাস এক লক্ষ্যে বাটীর বাহিরে যাইল, কিন্তু দেখিল ঘড়াটা পড়িয়া আছে, দামিনী তথায় নাই ! হরিদাস অমনি চীৎকার করিয়া পথের প্রান্ত হইতে একটা বংশধণ্ডা কুড়াইয়া লইয়া দৌড়িল, কিন্তু কোন্ দিকে বাইলে দামিনীকে দেখিতে পাইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বন্ধনজঙ্ঘ ঘোটকের স্ফায় একবার এ দিকে—একবার ও দিকে—একবার সে দিকে—দৌড়িতে আরম্ভ করিল । তৎকালে তাহার সিংহের স্ফায় গর্জন

ও মদমত মাতঙ্গের স্থায় বিক্রম দেখিলে পোনর বংশরের  
বালক বলিয়া কাহারও বোধ হইত না। অনন্তর নগরের  
মধ্যদিকে দামিনীর দেখা পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া হরিদাস  
প্রান্ত দিকেই দৌড়িল। কিন্তু কিয়ৎ দূর যাইলেই বৃক্ষের  
অন্তরাল হইতে একটী ক্ষুদ্র বংশখণ্ড বোঁ বোঁ শব্দে তাহার  
পাদমূলে আসিয়া পড়িল। হরিদাস ঐ বংশখণ্ডের  
আগমন-দিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়িল এবং বৃক্ষান্তরালে  
দণ্ডায়মান একজন পুরুষকে দেখিয়া হস্তস্থিত বেণুযষ্টি দ্বারা  
এমনই প্রহার করিল যে, তাহাতেই তাহাকে ধরাশায়ী  
হইতে হইল। এইরূপে আরও কয়েক জন হরিদাসের  
হস্তে জীবনবিসর্জন করিল। অনন্তর বহুসংখ্যক ঐরূপ  
বংশখণ্ড হরিদাসের পাদমূলে পতিত হইতে লাগিল এবং  
২। ৩ টীর গুরুতর আঘাতে হরিদাস অনায়ত্ত হইয়া যেমন  
পড়িয়াগেল, অমনি কয়েক জন দৌড়িয়া আসিয়া বস্ত্রখণ্ড  
দ্বারা তাহার হস্ত, পদ ও মুখ সবলে বন্ধন করিয়া দিল,  
এবং ‘থাক্ বেটা বামণ থাক্-কাল্ তোকে জীয়েন্তে কবর  
দিব’ বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে করীম খাঁর অনুচরেরা দামিনীকে বহিয়া লইয়া  
দেলপছন্দের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক খট্টার উপরে  
শোয়াইল এবং মুখের বসন-বন্ধন খুলিয়া দিয়া চলিয়াগেল।  
দামিনী তখন মুচ্ছিতা;—লালবিবি আসিয়া মুখে জল দিল  
এবং কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দেলপছন্দের  
গৃহটী খুব প্রশস্ত—তাহার একপাশে একখানি শয্যাসম্বত  
খট্টা—এবং অপর সমুদয় ভাগে করাস বিহান। তাহার

উপর পাশা ও সত্তরকের বল, ঢোলক, তবলা, ডানপুয়া, বেহালা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য বস্ত্র পড়িয়াছিল; গৃহস্তিথিতে কুরুচির উত্তেজক কতকগুলি পট, এবং ঢাল, তরবার, বর্ষা প্রভৃতি ঝুলিতেছিল—এবং গৃহের এক প্রান্তে একটি বড় আলো দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতে ছিল ।

কিয়ৎকণ পরে দামিনীর চৈতন্য হইল—সে উঠিয়া বসিল এবং বিহ্বল-নয়নে জিজ্ঞাসা করিল—হরি—হরি—হরি—কোথায় ? আমার ঘড়া কৈ ? লালবিবিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—মুসলমান মাসি ! তুমি এখানে কেন ?—আমার বামণ কাকা, বামণ কাকী, ইলা কোথায় ? —আমার মা, বাবা, মালতী কোন্‌ খানে ? আমি তাদের কাছে যাব ।

লাল । একটু ঠাণ্ডা হও মা ! যেও এখন ।

দামিনী । আমি কোথায় এসেছি ? আমার এখানে কে এনেছে ?

এই সময়েই চিকণ-পরিচ্ছদ-ধারী, সুবাসিত-বপুঃ, একটি ক্ষুদ্র পেট্রিকা হস্তে, এক নরপিশাচ কপাট উদ্ঘাটন পূর্বক গৃহে প্রবেশ করিল। দামিনী তাহাকে দেখিয়াই আঁতর্কিয়া উঠিল এবং কহিল ঐরূপ দাড়ীওয়াল। ছুই তিনটা ভূত আমাকে ধরিয়াছিল ! করীম খাঁ দস্তমাড়ি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, আলাপ হইলে আমাকে তোমার ভূত বলিয়া বোধ হইবেনা—রসিক আদমী বলিয়াই মালুম হইবে, এই বলিয়া সেই খাটের উপরেই বসিল । দামিনী দশ হাত অন্তরে গিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল । লাল-বিবি ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া কহিল—পোড়ার মুখের কিছুতেই

আর আশ মেটে না । এই ঘরে কত লোকের বৌ বীর  
যে সর্বনাশ করেছেন, তা—গণা যায় না ! আমি তোর  
হাতে ধরো—পায়ের পড়ো—বল্লেম যে, লক্ষ্মীকান্ত ও রাম-  
ধনের কাছ থেকে টাকা কড়ি যত নিতে পারিস্, নে—কিন্তু  
দামিনীর উপর উপদ্রব করিস্ না—এ সোণার পদ্মটিকে  
খোবরের গাদায় ফেলিয়া পায়ের চট্‌কান্ না !—তা কোন  
মতেই শোনা হলো না !—এখন নে—যা করবার কর—  
আমি চললাম—খোদা থাকেন ত তোর এ পাপের বিচার  
করবেন, এই কথা বলিয়া লালবিবি ঘেগে প্রস্থান করিল ।  
করীম হাসিয়া কহিল খোদা যদি বিচার করেন—তোর ও  
বিচার করবেন ।

লালবিবিকে ঘাইতে দেখিয়া দামিনীও তাহার পশ্চাৎ  
দৌড়িতেছিল, কিন্তু করীম কপাট ভেজাইয়া তাহার নিকটে  
দণ্ডায়মান হওয়ার আর অগ্রসর হইতে পারিল না—দূরে  
দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল । করীম দাড়ি মোচ্-  
ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে কহিল ক্ষম্মরি দামিনি ! আমি সে  
দিন তোমাকে দেখে অবধি পাগল হয়ে রয়েছি, তোমাকে  
পাবার ক্ষণে যে কত ফিকির ও কত টাকা খরচ করেছি,  
তা বলতে পারি না ; আজ আমার নসিবের জোরে  
তোমাকে হাতে পেয়েছি ; এখন তুমি আমার বুকের  
উপর বসিয়া রাজত্ব কর—আমি তোমার গোলাম হয়ে  
থাকব ; তোমার বাপু ও বামণ কাকাকে ফৌজদারের ভয়  
আর করতে হবে না ; তাঁরা রাজা হোন—ফৌজদার আর  
কিছুই বল্বেম না ; ফৌজদারকে আমি বা বুঝাব, তিনি

তাই বুঝবেন ; ভূমি হিছ'র বিধবা হইয়া কেন মিছা কষ্ট পাবে ; আমার সঙ্গে বাদসার বেগমের মত চিরকাল হুখে থাকবে ; আমি তোমার তরে কেমন কাপড় ও কেমন গয়না এনেছি দেখ ;—এসব্ পরুলে তোমাকে স্বর্গের পরীর মত দেখাবে । এই বলিয়া সে খাটের উপর বসিয়া পেটিকার মধ্য হইতে অলঙ্কার বাহির করিতে লাগিল । দামিনী চীৎকার ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল । সে ঠাণ্ডা হইয়াছে ভাবিয়া করীমের আনন্দের সীমা রহিল না ; সে তাকাইয়া দেখিল—দামিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে—এবং বাদ্যযন্ত্র, দেওয়ালের ছবি ও অস্ত্র শস্ত্র সকল ওলট্ পালট্ করিতেছে, এবং একখানি নিকোষ ক্ষুদ্র তরবারি দক্ষিণ হস্তে লইয়াছে ; কিন্তু করীম ইহা দেখিতে পাইল না যে, দামিনীর চক্ষু দুইটি রক্তজ্বারবর্ণ ধারণকরিয়াছে । করীম তাহাকে নূতন বস্ত্র পরাইবার উদ্দেশে নিকটে যাইল এবং তাহার পরিহিত বস্ত্র খানি ধরিয়া টানিল—দামিনী কোন বাধা দিল না—সমুদয় বস্ত্র খসিয়া গেল ; দামিনী উলঙ্গ হইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল । দামিনী উলঙ্গ—চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে—হস্তে তরবারি চক্ষু রক্তবর্ণ—মুখে অট্টহাস্য—ঠিক যেন শুভ্ৰনিশুভ মুক্তের রণোন্মত্তা যোগিনী ! কামোন্মত্ত করীম তাহার তাৎকালিক সেইরূপ রূপ দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার উদ্দেশে যেমন বাহু প্রসারণ করিল, অমনই দামিনী হস্তহিত তরবারি তাহার উদরমধ্যে মূল পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল ।

করীম 'বাপ্' বলিয়া দূরে পড়িল; দামিনী আবার সেই  
 উরবারি ভুলিয়া নিজ বক্ষস্থলে সবলে বসাইয়া খন্ খন্  
 করিয়া হাসিতে ও সেই শোণিতস্রোতে নৃত্য করিতে  
 লাগিল—কণকাল পরেই গৃহ নিস্তরূ হইল !

## তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

এই তগবতীতলার পূর্বোত্তর ভাগের যে স্থানকে  
 ঝিট্‌কীপোঁতা কহে, পূর্বে সেইস্থানে কয়েকবর কুস্তকারের  
 বসতি ছিল, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঐ ঝিট্‌কী-  
 পোঁতায় নীলমণিপাল নামক এক কুস্তকারের একটা  
 বাটী ছিল। বাটীটা ককনদীর উত্তর তটে অবস্থিত।  
 তখন তাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকাময় ও তৃণাচ্ছাদিত দুই  
 খানি শয়নের ও এক খানি পাকের গৃহ এবং বহির্বাটীতে  
 এক খানি চণ্ডীমণ্ডপ ও একটা ঘরজা এবং ঘরজার চারি  
 দিকে ৪টা পিঁড়া ছিল। সেই ঘরজার সম্মুখে বিস্তৃত  
 খোলাস্থানে হাঁড়ি গড়িবার চক্রযুক্ত স্থান ও পোড়াইবার  
 পোয়ান;—তদ্বক্ষিণেই নদী। বাটীটা ঘরজাপর্য্যন্ত তৃণা-  
 ছাদিত মৃগ্ময় প্রাচীরের দ্বারা আবৃত। এই বাটীর পূর্ব-  
 দিকে অন্য কাহারও বাটী ছিল না—পশ্চিমে অনেকের  
 বাটী ছিল।

একদা বৈশাখ মাসের অপরাহ্নসময়ে কয়েকজন পথিক



নীলমণিপালের বাড়ীর দরজার পিঁড়ায় আসিয়া বসিল ; তাহাদের সঙ্গে সামান্য গৃহস্থালীর জব্যাদিসমেত কয়েকটি পুটলিকা । পথিকদিগের মধ্যে প্রৌঢ়বয়স্ক দুইটী পুরুষ, দুইটী স্ত্রী, দুইটী বালিকা ও একটি কিশোরী বশোহরের দেল্‌পছন্দ হইতে নির্গত হইয়া লালবিবি বনমালী সরকারকে সমুদয় সংবাদ দেয় ; বনমালী লক্ষ্মীকান্ত ও রামধনের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যেই তাহাদিগকে দেখিতে পায় ; তিন জনে দেল্‌পছন্দে যায় ; তথায় যে রূপ যে রূপ ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় দেখে ও বোঝে ; তথা হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে পথিমধ্যে হরিনাসকে তদবস্থায় পতিত পায় এবং তাহার ব্যাপার সকল অবগত হয় ; ‘ফৌজদার জাতাকে বড় ভাল বাসে, তাহার নিধনবার্ত্তাশ্রবণে শোকাতিভূত হইয়া কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিবে, তাহা বলা যায় না’ এই কথা বনমালী সরকার বলে ; ‘করীমকে অন্যে দমন করিতে যাইলে আমি তাহা সহিব না’ ফৌজদারের এই উক্তি লক্ষ্মীকান্তের স্মরণ হয়, এবং লক্ষ্মীকান্ত ও রামধন ইহাদের দুই পরিবারেরই সেই রাজ্জেই অন্যত্র পলায়ন করা শ্রেয়ঃ—ইহা পরামর্শাসক্ত হয় । এ স্থলে বলা বাহুল্য যে নীলমণিপালের দরজায় যে পথিকগণ আসিয়াছিল, উহারা অন্য কেহ নহে—লক্ষ্মীকান্ত তট্টাচার্য্য ও রামধন দাস এবং তাহাদেরই পরিবারবর্গ ।

পথিকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম, শোক, হুঃখ ও চিন্তায় কৰ্কশরীকৃত । নীলমণির দরজায় আসিয়া কেহ

মাটিতেই শয়ন করিয়াছে, কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে, কেহ নীরবে কাঁদিতেছে, কেহ বা নদী ও আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে । নীলমণি বাটীর বাহিরে আসিয়া ভ্রাম্মণদর্শনে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসিল আপনারা ? লক্ষ্মীকান্ত কহিল অতিথি । নীলমণি ‘আস্তুে আজ্ঞা হোক’ বলিয়া তাহাদিগকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া পুরুষদিগকে চণ্ডীমণ্ডপে কঞ্চল পাতিয়া বসাইল এবং স্ত্রীলোকদিগকে অভ্যন্তরভাগে পাঠাইল । নীলমণির পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও ৮ বৎসরের একটী কন্যা । পূর্বে উহাদের অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়া মারা যায়; ঐ একটীমাত্র কন্যা তৎকালে জীবিতা ছিল । কন্যার নাম মাধবী ; স্ত্রীর কোমরে বাতের গীড়া থাকায়, সে কখন কখন বাঁকিয়া চলিত, এজন্য নীলমণি তাহাকে বাঁকা বলিয়াই ডাকিত । নীলমণি বাঁকার নিকটে স্ত্রীলোকদিগকে অতিথি বলিয়া পরিচয় দিল—বাঁকা তাহাদিগকে যত্নপূর্বক বসাইল । অনন্তর পাদ-প্রক্ষালন এবং ফুটী ও গুড় দিয়া সকলের জলযোগ সমাহিত হইলে বাঁকা উদ্দেশ্য করিয়া দিল ; ইচ্ছা না থাকিলেও সকলের মুখাপেক্ষায় গোবিন্দমণি দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক ধীরে ধীরে পাক আরম্ভ করিল । সন্ধ্যার পর নীলমণি লক্ষ্মীকান্তের ও রামধনের নিকটে এবং বাঁকা জজলার নিকটে বসিয়া একথা সে কথা তুলিয়া গল্প করিতে লাগিল । মাধবী, বালতা ও ইলবিলার সহিত মিলিত হইয়া মুড়ী খাইতে ও খেলা করিতে আরম্ভ করিল । হরিদাসের

পায়ের বেদনা তখনও খুবই ছিল—এজন্য সে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়াই রহিল।

এই সময়ে জঙ্গলা বাঁকাকে একটু নির্জনে পাইয়া তাহার সাক্ষাতে ডুকুরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল এবং কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ না করিবার জন্য বার বার মাথার দিব্য দিয়া আপনাদের অবস্থা আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিল, সেই কালরাত্রিতেই আমরা বাটী, ঘর, দ্রব্য-সামগ্রী, আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া প্রাণ ও জাতির ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি। সে রাত্রি সেখানে থাকিলে, পঞ্চ দিনেই বাছা হরিদাসকে জীবন্তেই পুঁতিয়া ফেলিত। আহা বাছার আমার, দামিনীর জন্যই ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে! এই বলিয়া জঙ্গলা আবার ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাঁকা নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে তাহাকে শান্ত করিল। জঙ্গলা কহিল ফৌজদার রহিম খাঁ খুব সজ্জন ও ধার্মিক লোক বটে, কিন্তু বনমালী সরকার বলিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকে সে হতজ্ঞান হইবে, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে—হয় তোমাদের সকলকে শূলে দিবে—নয় জোর করিয়া মুসলমান করিবে, কিন্তু কিছু দিন চক্ষুর বাহিরে থাকিলে, তাহার জোখ পড়িয়াও যাইতে পারিবে।—কুমার-দিদি! সে যদি কেবল আমাকে শূলে দিত, তাহা হইলে আমি কোন মতে আসিতাম না—কিন্তু তাঁদের শূলে দেওয়া দেখিতে অথবা জাতি খোয়াইয়া পরকাল নষ্ট করিতে পারিব না, বলিয়াই পলাইতে রাজী হইয়াছিলাম।

কত দিন যে বাটা ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়ে না—বোধ হয় এক মাসের বেশি হইবে । কোন্ দিন যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কিছু ঠিক নাই—কত দিন গাছতলাতেই রাত্রি কাটিয়াছে । বাঁকা জিজ্ঞাসিল তোমরা ইহার পর কোথায় যাইবে ? জঙ্গলা উত্তর করিল যাইব আর কোথায় দিদি ! এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানকার চৌদ্দপোওয়া মাটি কেনা আছে, সেই খানেই যাইব ! জঙ্গলা একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিখাস ছাড়িল । —অনন্তর আহারীয় প্রস্তুত হইলে সকলে যথাক্রমে আহার করিল এবং পরে যথাযোগ্য স্থানে শয়ন করিল । বালিকা তিনটি পৃথক্ থাকিতে অনিচ্ছু হইয়া একত্রেই শুইয়া রহিল ।

নীলমণির পত্নী নামে মাত্র বাঁকা ; উহার মন বড়ই সরল এবং স্বভাব বড়ই উদার । সে গুপ্তকথা ব্যক্ত না করিবার বিষয়ে জঙ্গলার দত্ত মাথার দিব্য রক্ষা করিতে পারিল না—রজনীতে স্বামীর সমীপে অভিধিদিগের সমুদয় বর্ণন করিয়া কাতরভাবে কহিল যে, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি একটু চেষ্টা করিয়া অতিথিদিগকে এই স্থানে বাস করাও ।—উহাদের টাকা কড়ির কিছু অগ্রতুল নাই; আর যে কারবার উহাদের আছে, শুনিলাম, তাহাতে সহজেই উহারা বিস্তর টাকা উপার্জন করিতে পারিবেন । অতএব উহাদিগকে বাস করাইতে আমাদের অন্তরূপ সাহায্য কিছুই করিতে হইবে না—কেবল একটু কার্যিক চেষ্টা করিলেই যদি বিপদগ্রস্ত, নিরাশ্রয় দুইটা পরিবারকে

আশ্রয় দেওয়া হয় এবং এই বৈশাখ মাসের দিনে একটা ব্রহ্মস্থাপনা করা হয়, তাহা আমরা না করিম কেন?—আমাদের বাটীর পূর্বদিকে কঙ্ক মদীর তটভাগে বিস্তীর্ণ পতিত জমী রহিয়াছে, উহার অধিকারী রাজা দেবপাল আমাদের নায়েক ; আমাদের জাতি-ব্যবসায়সূত্রে জাঁহার বাটীতে সর্বদাই তোমার গতিবিধি আছে—সেখানকার সকলেই তোমায় ভালবাসে, অতএব তুমি দেবপল্লীতে যাইয়া একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের জন্য ঐ স্থানের পাট্টা করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মাথা খাও, ইহা তোমায় করিতেই হইবে,—না করিলে আমি কোন মতেই ছাড়িব না। নীলমণি শুনিয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া ভাবিল ; পরে কহিল পরামর্শ মন্দ মছে—দেখিব—প্রাতঃকালে কি হয়।

রজনী প্রভাত হইল ;—পাখীর গানে, লোকের শব্দে ও সূর্য্যের আলোকে সকলেরই মনে আনন্দ জন্মিল—কিন্তু অতিথিদিগের মনে আনন্দ নাই—তাহারা ভাবিতেছে কোথায় যাইব!—কি করিব!—আজিকার দিন আমার কিরূপে কাটিবে! যাহা হউক আর কোন্ লজ্জায় বসিয়া থাকিবে, ভাবিয়া সকলেই উঠিল—প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিল এবং যাইবার উদ্দেশে ইলবিলা ও মালতীকে বহির্বাটীতে যাইবার জন্য আদেশ হইল। তাহারা দুই জনে নিখাস ছাড়িয়া প্লামনয়নে মাধবীর মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে চলিল।

তাহাদের যাওয়া দেখিয়া মাধবী মাএর কাছে যাইয়া  
 রোদন-স্নেহে কহিল মা ! আমি ওদের সঙ্গে যাইব। মা  
 কোন উত্তর করিল না, দেখিয়া ধূলার উন্টী-পান্টী হইয়া  
 উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া  
 সকলেরই চক্ষে জল আসিল। জঙ্গলা ধূলা বাড়িয়া  
 কোলে লইয়া মুখচুশন করিয়া কহিল মা ! তুমি এ হত-  
 ভাগাদের সঙ্গে কোথায় যাইবে !—ইত্যবসরে নীলমণি  
 লক্ষ্মীকান্ত ও রামধনের নিকটে যাইয়া কহিল মহাশয় !  
 আপনাদিগের দুর্বটনার বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিয়াছি;  
 অতএব বলিতেছি, চিরদিনই ঘুরিয়া বেড়ান চলিবে না—  
 একস্থানে তত্ত্বাভর করিতেই হইবে—আমাদের স্ত্রীপুরুষের  
 ইচ্ছা যে, আর কোথাও না গিয়া এই স্থানেই বাটী ঘর  
 করিয়া বাস করেন; যদি সম্ভব না হয়—তবে এই বাটীর পূর্ব-  
 দিকে যে বিস্তীর্ণ স্থান রহিয়াছে, তাহা আপনাদিগের জন্ত  
 যোগাড় করি। নীলমণির এইরূপ সরলতা ও উদারতায়  
 মুগ্ধ হইয়া উহার দুই জনে কিয়ৎকণ উত্তর করিতে পারিল  
 না—চক্ষুদিয়া দরদর করিয়া ধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎকণ  
 মৌনাবলম্বনের পর উহার পরস্পরের মুখ তাকাতাকি-  
 করিল; অনন্তর লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া উঠিল—সাধু ! নীলমণি !  
 সাধু !! তোমার স্থায় নিরাজ্ঞের আজ্ঞাদাতার আজ্ঞায়  
 ত্যাগকরিয়া আর কোথায় যাইব।—তুমি স্থানাদির যোগাড়  
 করিয়া দেও, আমরা এইখানেই বাস করিব—ঈশ্বর তোমা-  
 দের মঙ্গল করুন। নীলমণির মুখ আনন্দে আগ্নুত হইল।  
 বহির্জাটীতে কি কথা হয়, শুনিবার জন্ত তাহার স্ত্রী

মধ্যস্থারের কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল—সে এখন কোমরে হাত দিয়া বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল; ইলবিলা ও মালতীর যাওয়া হইবেনা, শুনিয়া মাধবী নাচিতে আরম্ভ করিল ; ফলতঃ সেই সময়ে তৎস্থানস্থ সকলেরই মনে এমন একটু আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল যে, পথিকেরা যদিও তাদৃশ কাতর ছিল, তথাপি তাহাদের মুখে স্ফুর্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইল ।

অনন্তর নীলমণি দেবপাল-ভবন হইতে স্থানের পাট্টা করিয়া আনিল—অতিথিরা অনেক টাকা দিল—নীলমণি একবারে বিস্তর লোকজন জাগাইয়া অতিথিদিগের আপাততঃ বাসোপযুক্ত মৃত্তিকাময় দুইটী ক্ষুদ্র বাটী অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিল । নীলমণির বাটীর ঠিক পূর্বদিকেই রামধনের বাটী, ও তৎপূর্বের লক্ষ্মীকান্তের বাটী হইল । তৎপূর্বের বিস্তর স্থান তখনও পতিত রহিল । অনন্তর শুভদিনে অবশ্যকর্তব্য কর্ম সকল যথাবিধি সমাপন করিয়া লক্ষ্মীকান্ত ও রামধন নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে ক্রমে সংসারের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল । তাহাদের প্রধান ব্যবসায় যে নৃত্তরুক্ষ-নির্মাণ, তাহারও উদ্যোগ হইতে লাগিল । উহার এক প্রধান উপাদান যে চম্পালতা-রস, তাহা ঐস্থানে পাওয়া যাইবে কিনা ? প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল—পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে, অর্দ্ধকোশ দূরবর্তী এক গ্রামে \* ঐ চম্পালতা-গুণ্য বিস্তর আছে । স্ততরাং ব্যবসায় ও অল্পে অল্পে আরম্ভ হইল । যে নৃত্তরুক্ষ যশোহর হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার

---

\* ঐ গ্রামেরই নাম কি চাপ্তা ?— ( নিঃ ভাঃ )

কিঞ্চিৎ নীলমণিকে দিয়া প্রদ্যাম্ননগরে বা পাণ্ডুয়ায় বিক্রয় করিতে পাঠাইল ; অবশিষ্ট সমুদয় লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং লইয়া সপ্তগ্রামে যাইল । তথায় উহার অত্যন্ত সমাদর হইল—সমস্ত বিক্রীত হইয়া গেল—লক্ষ্মীকান্ত বিস্তর টাকা পাইল । লক্ষ্মীকান্ত যশোহর হইতে পলাইয়া আসিবার সময়ে আপনার আরাধ্যা কুলদেবতা ভগবতীর নিকটে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহে মা ! যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু যেখানে যাইয়া স্বায়ী হইতে পারিব, তথায় তোমার পূর্ণ মূর্তি নির্মাণ করিয়া আরাধনা করিব, কৃপা করিয়া কৈলাস হইতে আসিয়া সেই মূর্তিতে অধিষ্ঠান করিও । এক্ষণে সেই প্রার্থনা স্মরণ হইল । অতএব রামধন ও নীলমণির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিজ ভবনের অনতিদূরে কঙ্কনদীর দক্ষিণ পারে একটী বিস্তীর্ণ মনোরম স্থান সঙ্গ্ৰহ করিয়া তথায় এক সরোবর খনন করিতে ও তাহার দৈশান কোণে ইচ্ছকময় এক দেবকুল—দেউল—নির্মাণকরিতে আরম্ভ করিল । এই সময়ে হরিদাস সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিল, অতএব সে ই তৎকার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ নিযুক্ত হইয়া অসীম পরিশ্রম ও সবিশেষ দক্ষতা সহকারে অচিরকালের মধ্যেই সেই কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিল । মন্দিরটী সুধাধবল বিচিত্র কারুকার্য্যসংযুক্ত, ননোরম প্রাসাদ হইল । সরোবরের চারিদিকে চারিটী ইচ্ছকরচিত ঘাট প্রস্তুত হইল—সমস্তল বিস্তীর্ণ পাহাড়ের উপর নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপিত



হইল। অনন্তর উৎকৃষ্ট শিল্পী আনাইয়া দেবীর মূখ্যরী  
মূর্ত্তি নির্মাণিত এবং শুভদিনে ঐ মন্দিরमध्ये যথাবিধানে  
প্রতিষ্ঠাপিত হইল। প্রতিষ্ঠাপক নিত্যপূজাদ্রব্যের সম-  
বধান করিয়া দিল এবং দেবীর মাহাত্ম্য ক্রমশঃ প্রচারিত  
হওয়ায় নানাস্থান হইতে উপাসকদিগের উপযাচিত ও  
পূজা আসিতে লাগিল। X

এইরূপে উক্ত পরিবারত্রয়ের এক প্রকার সুখসচ্ছন্দেই  
কালযাপন হইতে লাগিল। বীলমণিকে জাতীয় ব্যবসায়  
হইতে বিরত করাইয়া\* এই নূতন ব্যবসায়েই ব্যাপ্ত  
করান হইয়াছিল। সে উহাদের দুই অংশ হইতে কিছু  
কিছু পাইয়া সচ্ছন্দে সংসার চালাইতে লাগিল। সে অল্প  
অল্প নুতর লইয়া পাণ্ডুয়ায় বিক্রয় করিয়া আসিত - অধি-  
কাংশ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং সপ্তগ্রামে লইয়া যাইত। হরিদাস  
কখন পড়াশুনা, কখন প্রতিবেশী বালকদিগের সহিত মল্ল-  
ভ্রীড়া, কখন বা পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করিত। পরি-  
বারত্রয়ের পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা সময় পাইলেই একত্র  
মিলিত হইয়া গল্প গুজব ও আমোদ আহ্লাদ করিত।  
ইলবিলা, মালতী ও মাধবী ইহারা তিনটিতে নিরন্তরই  
একত্র থাকিত। উহাদের তিনজনেরই বয়স তখন প্রায়  
বার বৎসর হইয়াছিল—সকলেই বাল্য অতিক্রম করিয়া  
কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলের  
রাজা দুঃশ্বস্তু শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়দর্শাকে একত্র  
দেখিয়া বলিয়াছিল—

“অহো! সমান বয়স্ক-বয়সীরা মাসাং সখ্যং।” \*

\* অহো! ইহাদের সখ্য সমান বয়স ও সমান রূপের দ্বারা কি রমণীয়!

ইলবিলা, মালতী ও মাধবীকেও তখন যে কেহ দেখিত  
সেও বলিতে পারিত—

“অহো সমান-ধরোরূপ রমণীর মায়াং সখাং ।”

তখন ইলবিলাকে সখীঘরের মধ্যস্থলে দেখিলে, উজ্জ্বল  
তারকাঘরের মধ্যবর্তিনী শশিকলা বলিয়া সকলে মনে  
করিত। ইলবিলার রূপের সীমা ছিল না—

তাহার কেশরাশি ভ্রমরসদৃশ, কুঞ্চিত ও আগুলফ লম্ব-  
মান; ললাটদেশ অষ্টমী তিথির চন্দ্রের স্থায়; ঘনরুচি  
আকর্ণবিজ্রাস্ত্র জঘুগলের নিম্নে দীর্ঘ, কৃষ্ণতারকিত, ধবল  
ও তরল লোচনদ্বয়কে দেখিলে বোধ হইত যেন অমৃত-  
সরোবরের দুই পার্শ্বে দুইটী পুঁটি মাছ ভাসিয়া আছে;  
নাসিকা উন্নত ও শুকচকুর স্থায় আভূষ; দন্তগুলি কুন্দ-  
পুষ্পের কলিকার স্থায়—অথবা সিন্দূর-মার্জিত স্থূল মূক্তা-  
মালার স্থায়;—ফলতঃ সে দস্তপঙ্ক্তির শোভা অনি-  
র্বচনীয়!—কোন সংস্কৃত কবি “দস্তে গোড়াননানাং”\*

সে শ্লোকটী এই মর কি ?

দস্তে গোড়াননানাং সুললিত অধনে চোৎকলপ্রেরণীনাং  
তৈলজানাং নিতম্বে সূক্ষ্ম ঘনরুচৌ কেরলী-কেশপাশে ।  
কণাটীনাং ললাটে ক্ষুরিত রতিপতি শুভ্ররোণাঃ স্নেহসৌ-  
খ্যচিৎপ্রীতমুখীনাং জনকজনপদ স্থায়িনীনাং কটাক্ষে ॥

( গোড়-অঙ্গনার দস্তে কেরলীর কেশে ।

উৎকলের সুললিত অধন প্রদেশে ॥

তৈলঙ্গীর নিতম্বেতে শুভ্ররীর স্নেহে ।

মধুরার রমণীর মধুৰ ঘটনে ॥

মৈথিলীর কটাক্ষেতে কণাটীর ভালে ।

ধননের তৃণ রহে পূর্ণ শর-জালে ॥ ( নিঃ স্রাঃ )

ইত্যাদি শ্লোক, বোধ হয় যেন, এই ভুবনমোহিনীর দস্ত  
 দেখিয়াই রচনা করিয়াছিলেন; মুখমণ্ডল অঙ্গোল ও সর্ব-  
 দাই অঙ্গসম;—বালু, গ্রীবা, কণ্ঠ, বক্ষস্থল, উরু, জজ্বা প্রভৃতি  
 অপরাপর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অগঠিত ও পরিপুষ্ট ; টুক-  
 টুকে পা দুখানি দেখিলে বোধ হইত যেন, কঠিন মৃত্তিকা-  
 স্পর্শে ব্যথা হইবে ভাবিয়া বিধাতা তাহার চরণাঙ্গাসমূহে  
 রক্তকমল বিছাইয়া দেন ; বর্ণ মালাকর-বেত্রের ত্বকের  
 ন্যায়; তাহার উপর আবার সর্বদ্ব্যঙ্গব্যাপী লাবণ্য যেন ঢল  
 ঢল করিত ; ঐ লাবণ্য-মাগরের যে অংশে দর্শকের নয়ন  
 পতিত হইত, সেইখানেই ডুবিয়া থাকিত । ফলতঃ ইলার  
 সেই কৈশোরাবস্থায় যে রূপের ছটা বাহির হইয়াছিল,  
 কামিনীর পক্ষে সেই অবস্থার রূপই রূপ !—বালকের অর্দ্ধ-  
 ফুট বচনই মধুর—আদ্যুটন্ত পদ্যের শোভাই শোভা—  
 পদ্য ফুটিল ত গলিয়া গেল ।—লক্ষ্মীকান্ত কন্যার এইরূপ  
 অবস্থা দর্শন করিয়া বিবাহ দিবার মনন করিল ; কিন্তু  
 ভাবিল এ কন্যারত্ন কাহার হস্তে দিব ? মনে হইল,  
 “ন রত্ন মন্নিষ্যতি যুগ্যতে হি তৎ” রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ  
 করে না—রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে । মালতী ও  
 মাধবী সৌন্দর্য্যে এবং সর্বজনশংসনীয় সুশীলতায় ইলারই  
 সহচরী ।—রামধন ও নীলমণিও মনে মনে বরাগ্বেষণে  
 প্রবৃত্ত হইল ।

লক্ষ্মীকান্তের বাটীর সম্মুখে নদীর ঘাটে একখানি  
 নৌকা বাঁধা থাকিত ; লক্ষ্মীকান্ত যখন বাটীতে থাকিত,  
 তখন প্রায় প্রত্যহ সপরিবারে ঐ নৌকা দ্বারা নদী পার

হইয়া ভগবতীর দেউলে গমন পূর্ব্বক পূজাপ্রণামাদি করিয়া আসিত। একদা ঐরূপ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ্মীকান্ত কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়াই চিনিতে পারিল এবং গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত পরিবারকে প্রণামকরিতে আদেশ করিল। তাহারা প্রণাম করিলে পর লক্ষ্মীকান্ত কাহল, এই মহাপুরুষই আমাদের সকল সৌভাগ্যের মূল, এই বলিয়া যশোহরে তাঁহার রামধনের দোকানে গমন ও নৃত্ত-রত্ন-নিৰ্ম্মাণ-শিক্ষাপ্রদানের বিষয় সমুদয় ব্যক্ত করিল। পরিবারেরা সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। গোবিন্দমণির চক্ষু দিয়া, কে জানে কি জন্ম, জল পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী দেউলের রোয়াকে উপবেশনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তের পরিচয়দানানুসারে সকল পরিবারের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন এবং তন্মধ্যে ইলবিলাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করত কহিলেন, এরূপ স্থলক্ষণা কত্যা সচরাচর দেখা যায় না; ইলা নত্ন-বদনে চরণাঙ্গুলি দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর নৃত্তরুক্ম-ব্যবসায়ের কথারস্ত হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন প্রদ্ব্যম্ন-নগর বা সপ্তগ্রাম অপেক্ষা গোড়নগরে উহা লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। লক্ষ্মীকান্ত কহিল পিতঃ! আপনি সকল জানেন না, যশোহরে যবনের সংস্রবে থাকায় বড়ই কষ্ট পাইয়াছি—প্রাণতুল্য প্রিয়তমা একটা বালিকাকে কৃতান্তকবলে সমর্পণ করি-

গাছি; এখানে যবনের সংস্রব কিছু কম—গোড়ের সর্বাপেক্ষা অধিক;—অতএব সেখানে যাইতে আমার কোন মতে সাহস হয় না। সম্যাসী কহিলেন তোমাদের ক্লেশের কথা আমার কিছুই অবিদিত নাই; কিন্তু যবনের ভয় আর এখন করিতে হইবে না; যবনের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়াছে—বিঠরের ব্রাহ্মণ-জমীদার গণেশ ঠাকুর নবাব সমস্ত উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাণ্ডুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভয়ে এখন যবনেরা হিন্দুদিগের উপর পূর্ববৎ উপদ্রব করিতে পারে না—অতএব আমার বিবেচনায় তোমার সেই খাজে যাওয়াই কর্তব্য। যদি যাওয়া হয়, তবে তোমার হরিদ্বাস ও ইলাকেও এক বার তথায় লইয়া যাইও। আমার গতিবিধি—সর্বত্রই—হয় ত, সেখানেও আমায় দেখিতে পাইবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে হিরণ্যরেতঃ-স্বামী বা হিরণ্যস্বামী বলিয়া খুঁজিলেই আমার সন্ধান পাইবে; এই বলিয়াই তিনি গাত্ৰোত্থান করিলেন। লক্ষ্মীকান্তের সমস্ত পরিবার তাঁহাকে সে বেলা তথায় রাখিয়া তিফা দিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্যস্বামী “সজ্ঞাৎ সঞ্জারতে কামঃ” (সংসর্গ হইতেই কামনার উৎপত্তি হয়) ভাবিয়া কোন মতে রহিলেন না—পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

লক্ষীকান্ত ক্ষুণ্ণমনে বাটী ফিরিয়া গেল। অনন্তর রামধন ও নীলমণির সহিত পরামর্শ করিয়া গাহাতে সম্মরে তাহার গোড়নগরে যাওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

## চতুর্থ উচ্ছ্বাস ।

দেবী कहিলেন—

পাণ্ডুরা নগরে মহারাজ গণেশের রাজসভা । কোন কোন দেবমন্দিরের সম্মুখে যেরূপ নাটমন্দির থাকে, সেই সভামণ্ডপ সেইরূপ অতিপ্রশস্ত একটী নাট মন্দিরের সদৃশ । উহার চতুঃপার্শ্বে স্থূল উচ্চ বিচিত্র-কারু-কার্য্য-খচিত প্রস্তরময় স্তম্ভ ; তাহার উপরে ছাদ; ছাদের নিম্নে বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ ; তাহার প্রান্তে স্তম্ভের বহির্ভাগে তিন হস্ত লম্বমান বিবিধ পুষ্প ও নব পল্লবের ঘন ঝালর ; সভা-গৃহের তলভাগ পর্য্যায়-বিশৃঙ্খল খেত ও কৃষ্ণ চিকণ-প্রস্তর-খণ্ডের দ্বারা নির্মিত । ঐ মণ্ডপের মধ্যভাগে প্রস্তর-বেদির উপরে দক্ষিণাভিমুখ, হস্তিদন্তনির্মিত, বিচিত্র কৌমোয়াস্তরণ-সম্পন্ন সিংহাসন ; তদুপরি মহাই পরিচ্ছদ ও শ্রোজ্জল-হীরক-খণ্ড-খচিত উষ্ণীষে সমলঙ্কৃত মহারাজাধিরাজ গণেশ সমাসীন । তাঁহার দুই পার্শ্বে বিদ্যাধরী-রূপধারিণী দুই বারনারী আন্দোলিত ভুজবল্লীর কঙ্কণ-ঝনৎকারে জনগণের মন মোহিত করিয়া চামরব্যজন করিতেছিল; সিংহাসনের বাম পার্শ্বে পরিকৃতপরিচ্ছদধারী প্রৌঢ়বয়স্ক একজন মুসলমান পারসী অক্ষরে লিখিত একখানি বৃহৎ পুস্তক পুরোভাগে রাখিয়া বসিয়াছিল ; দক্ষিণ ভাগেও দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ঐরূপ একখানি বৃহৎ পুস্তক উন্মুক্ত ছিল—

কিন্তু তথায় বসিবার কোন লোক ছিল না ; মহারাজের সম্মুখে স্বর্ণাধারের উপর একখানি বৃহত্তর পুস্তক স্থাপিত—সে পুস্তকের বাম দিকের পত্র পারসী অক্ষরে এবং দক্ষিণ দিকের পত্র নাগরাক্ষরে লিখিত ; ঐ পুস্তকের দক্ষিণদিকে এক ধাতুময় আধারের উপর কৃষ্ণবর্ণ একটা বৃহৎ দণ্ড স্থাপিত—ঐ দণ্ডের শিরোদেশে লোহিত বর্ণের দুইটা বিশাল চক্ষু অঙ্কিত ছিল ; রাজদণ্ডরক্ষাস্থানের দক্ষিণে, মধ্যে গমনাগমনের পথ রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখ ও পূর্বাভিমুখ পাঁচজন করিয়া দশজন সভ্যের আসন ; তন্মধ্যে পশ্চিমাভিমুখ সভ্য পাঁচ জন মুসলমান সওদাগর, পূর্বাভিমুখেরা ব্রাহ্মণ ; কিন্তু সেদিন চারিজন উপস্থিত—একজনের আসন শূন্য ; দূরে এক প্রান্তে ব্যাক্রচন্দ্রাসনে এক সম্যাসী উপবিষ্ট ; সিংহাসনের উত্তর পার্শ্বে ও পশ্চাতে নিকোষ-কুপাণ-পাণি বীরমূর্তি কতিপয় পুরুষ অধিরাজের শরীর-রক্ষকরূপে বিচরণ করিতে ছিল ; তন্মধ্যে অধিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতুপতি বা যতুও এক জন ।—যতুর বয়স্ ২০ বৎসর ; বর্ণ গৌর ; ললাট প্রশস্ত ; মুখমণ্ডল সুগঠিত সুদৃশ্য ও ওষ্ঠোপরি ঐষদুষ্টিদ্যমান অশ্রুজ্বলিত দ্বারা সুশোভিত ; উন্নতল বিশাল ; বাহুযুগল দীর্ঘ ; শরীর উন্নত এবং হৃদ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ; দৃষ্টি ও পদক্ষেপে অলৌকিক বীরতাব যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছিল । সভ্যমণ্ডলের অপরাপর ভাগে লেখক, অগ্ৰাণ্ড রাজকর্মচারী, অর্থী, প্রত্যাধী, সাকী, দর্শক প্রভৃতি বৃহত্তর লোক উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান—সভ্যমণ্ডপ যেন গঙ্গা-গঙ্গা করিতেছিল ।

সভার কার্য পূর্ণাঙ্কেই হয় । বেলা চারি দণ্ড অতীত না হইতেই উপস্থাপক—পেস্কার—সিংহাসনের পুরো-ভাগে আসিয়া ‘মহারাজাধিরাজের জয় হউক’ বলিয়া প্রণাম করিল এবং কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল, দক্ষিণ-বান্ধালা হইতে এক ব্রাহ্মণ-বণিক আসিয়াছেন,—তিনি নৃসিংহ নামে নূতনপ্রকার স্তব্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন, তমি-শ্রীত কতিপয় অলঙ্কার আনিয়াছেন এবং প্রার্থনা করি-তেছেন সেগুলি দেবপাদসমীপে অর্পিত ও উপহাররূপে পরিগৃহীত হয়, এবং গোড়নগরে ঐ দ্রব্যের বাণিজ্য করি-বার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুজ্ঞা দেওয়া হয় । রাজা মন্ত্রীরা মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন—মন্ত্রী অনুচ্চস্বরে কি কহিল । রাজা ও মন্ত্রীর সম্মিথানে এক পার্শ্বে রাজাজ্ঞাবাহী দণ্ডায়মান ছিল; সে সঙ্কেত পাইয়া উপহারদ্রব্য-সম্মেত বণিককে নিকটে উপস্থিত হইতে আদেশ করিল । লক্ষ্মীকান্তভট্টাচার্য্য বিচিত্র-তৈজসাধার-মধ্যগত-অলঙ্কার-হস্তে প্রবেশপূর্বক অলঙ্কার রাখিয়া ‘মহারাজের জয় হউক’ বলিয়া নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল । মন্ত্রী অলঙ্কার রাজাকে দেখাইল—আজ্ঞাবাহী কিঞ্চিচ্ছস্বরে লক্ষ্মী-কান্তকে কহিল, রাজাধিরাজ কৃপা করিয়া আপনকার প্রদত্ত উপহার গ্রহণকরিলেন এবং ঐ বস্তুর বাণিজ্য করি-বার জন্ত আপনাকে অনুমতি দিলেন, আপনি রাজকর্ম-চারী হ্রদয় ঘোষের অধিকারে গমনপূর্বক অনুজ্ঞাপত্র লইয়া যাউন । লক্ষ্মীকান্ত আহ্লাদপ্রকাশপূর্বক পুন-র্বার নমস্কার করিয়া সভামণ্ডলের বহির্ভাগে যাইতে প্র-



বৃত্ত হইল । ইত্যবসরে মন্ত্রী আবার রাজাকে কি জানাইল; রাজা অনুমতি দিলেন—আজ্ঞাবাহী লক্ষ্মীকান্তকে ফিরা-ইয়া পুনর্ব্বার কহিল, এই ধর্ম্মাধিকরণে অর্থিপ্রত্যর্থীর উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিলার জন্য, ও তাহাদের কৃত অভিযোগের বিচারবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন বণিক ও ব্রাহ্মণকে সভায় সমসৌন হইতে হয়; অদ্য একখানি আসন শূন্য আছে, রাজাধিরাজের ইচ্ছা আপান অদ্য ঐ আসন অলঙ্কৃত করেন । লক্ষ্মীকান্ত মস্তকে অঞ্জলি বাঁধিয়া “মহান্ প্রসাদ” বলিয়া তাহাজে সন্মত হইল এবং অনু-মতানুসারে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল । ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্যারম্ভ ও যথাক্রমে অর্থিপ্রত্যর্থীর ডাক হইতে লাগিল ।

সর্ব্বপ্রথমেই উপস্থাপক এক জন অর্থীকে আনিয়া উপস্থিত করিলে সে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাজ্জলিপুটে অভিযোগ আরম্ভ করিল—লেখক লিখিতে লাগিল । অর্থী কহিল, ধর্ম্মাবতার ! আমি পূর্ব্ব-রাজধানী গোড়নগরের উত্তরপ্রান্তে বাস করি—আমার নাম হরচন্দ্র শীল ; আমি গত আশ্বিন মাসে ৮ শারদীয় পূজার জন্য বাটীতে একখানি প্রতিমা আনিয়াছিলাম; ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময়ে যখন প্রতিমার অধিবাসাদি হয় ও তত্পলক্ষে শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজিতে থাকে, সেই সময়ে এত্ৰাহিম, রোমজান, তফেল, কামরুদ্দীন প্রভৃতি বহুসংখ্যক মুসলমান অস্ত্রাদি হস্তে বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাদ্যকরদিগকে প্রহার করিয়াছে এবং বলপূর্ব্বক ৮ চতুর্মুণ্ডের

উপৰে উঠিয়া দাজ্জাদিছাৰা প্ৰতিমা বগুখণ্ড কৰিয়া ফেলিয়াছে, গোরস্ত ও গোমাংস আনিয়া প্ৰতিমাৰ মুখে লেপিয়া দিয়াছে; জীলোকেৰা যাই পলাইয়াছিল, তাই রক্ষা; আমরা নিবারণ কৰিতে উদ্যত হওয়ায় আমাদিগকে যৎপৰোনাস্তি প্ৰহাৰ কৰিয়াছে—শৰীৰে এই সকল চিহ্ন দেখুন, এই কথা বলিয়াই হরচন্দ্র হাউ হাউ কৰিয়া কান্দিয়া উঠিল—পৰে বেগসম্বৰণ কৰিয়া কহিল, ধৰ্ম্মাবতার ! আমাৰ মত মহাপাতকী ত্ৰিভুবনে আৰ নাই; এ পাপেৰ জন্ত নৱকেও আমাৰ স্থান হইবে না। আহা ! ভগবতী মহামায়াৰ আমাৰ বাটীতে আসয়া কি দুৰ্গতিই হইল ! আমি নৱাধম,—কোন প্ৰতীকাৰই কৰিতে পাৰিলাম না !—হায়—দুৰাত্মাৰা আমাকে যদি সেই সময়ে একবাৰে কাটিয়া ফেলিত, তাহা হইলে এ যন্ত্ৰণা আৰ সহ কৰিতে হইত না ! হরচন্দ্র আবার কান্দিতে লাগিল।

আজ্জাবাহী,এব্ৰাহিম প্ৰভৃতি প্ৰত্যাৰ্থীদিগকে সেইস্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ কৰিল; তাহাৰা উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা কৰিল এই ধৰ্ম্মাধিকৰণে তোমাদেৱ বিৰুদ্ধে চাৰিটা অভিযোগ হইতেছে—গথা—(১য়) তোমরা শত্ৰুহন্তে বলপূৰ্ব্বক হরচন্দ্রশীলৈৰ বাটীমধ্যে প্ৰবেশ কৰিয়াছ;—(২য়) হরচন্দ্র যাহাকে অতি পবিত্ৰ বলিয়া বোধ কৰে, তোমরা তাহাকে অপবিত্ৰ কৰিয়াছ; (৩য়)—হরচন্দ্রের ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিয়া তাহাৰ মৰ্ম্মান্তিক ক্ৰেশ জন্মাইয়াছ;—এবং (৪র্থ) তাহাকে প্ৰহাৰ কৰিয়াছ।—এই বিষয়ে তোমাদেৱ উত্তৰ দিবাৰ কি আছে—বল। প্ৰত্যাৰ্থীরা

সকল বিষয়েরই অপলাপ করিল। তন্মধ্যে একজন কহিল ধর্ম্মাবতার ! আমরা এ সকলের কোন অপরাধই করি নাই—তবে শীলমহাশয় যে জামগায় বাস করেন, সেখানে হিন্দু অল্প—মুসলমানই অধিক; ওপাড়ায় ঈদ বজ্রীদ মহরম্ প্রভৃতি মুসলমান পর্ব্বই বরাবর হয়, হিন্দুর জাঁক জমকের পর্ব্ব কোন কালে হয় নাই; আমরা মুরব্বীগণের মুখে শুনিয়াছি যে, হিন্দুর ঠাকুর দেখিলে অথবা হিন্দুর পূজার বাজনা শুনিলে মুসলমানের পাপ হয়। তাই আমরা উহাঁকে বারণ করিয়াছিলাম যে, এ পাড়ায় প্রতিমাপূজা করিও না—কি জানি গোঁয়ার ছেলেপিলেরা পাছে কোন উপদ্রব করে। আ উনি শুনিলেন না—প্রতিমা আনিলেন—তাই সেদিন সন্ধ্যার সময়ে কতকগুলি ছেলে বাজনা শুনিয়া তামাসা দেখিবার জন্য উহাঁর বাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল—কোন দৌরাড্য করে নাই।

অনন্তর সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করান হইল;—এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাদিগকে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এই কয়েকটি বচন শ্রবণ করাইল যথা—

যে পাতককৃত্যং লোকা মহাপাতকিনাঃ তথা ।

অগ্নিদানাক্ষ যে লোকা যেচ স্ত্রীবালঘাতিনাঃ ।

স তান্ সর্কান বাগ্নোতি যঃ সাক্ষ্য মনৃতং বদেৎ ।

স্বকৃতং বৎসর। কিকিচ্ছাস্ত্রশতৈঃ কৃতং ।

তৎসর্কং তস্য জানীহি যঃ পরাজয়সে বৃষা ॥

সাক্ষীদিগের সকলে সংস্কৃত বুঝিত না, এজন্য দেশীয় ভাষাতেও উহার ব্যাখ্যা করা হইল। অনন্তর পৃথক পৃথক

---

• পাতকী, মহাপাতকী, গৃহদাহক এবং স্ত্রী ও বালকদিগের হত্যাকারী—ইহাদিগের যে যে লোকে গতি হয়, সে ব্যক্তিরও সেই সেই

সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ হইল যে, প্রত্যর্থীরা যথার্থই অপরাধী। লক্ষ্মীকান্ত ও এক জন মুসলমান বণিক অনেককণ হইতে কণাকণি করিতেছিল;—এই সময়ে ঐ বণিক উঠিয়া অধিরাজকে সম্বোধনপূর্বক কহিল হজরৎ! আসামীদিগের অপরাধ সকলগুলিই গুরুতর; তন্মধ্যে আবার মধ্যের দুইটি—অর্থাৎ প্রতিমাচ্ছেদন ও প্রতিমায় গোরক্ত-গোমাংস-নিক্ষেপ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়া এ দুইটি গুরুতম। আমাদের মুসলমান-জাতারা বুঝিতে পারিবেন যে, যদি কোন দুরাশ্রা বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া আমাদের মসজিদ ভঙ্গ করে ও সেখানে শূকরবলি দেয়, ও আমাদিগকে মমাজাদি করিতে না দেয়, তাহা হইলে আমাদের যেরূপ মনো-ব্যথা হয়, করিয়াদী হরচন্দ্রশীলের এবং সমস্ত হিন্দুসমাজের সেই রূপ মনোব্যথা হইয়াছে;—যে রাজ্যে একধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গ অপরধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের উপর এইরূপ গুরুতর অত্যাচার করিয়াও সহজে অব্যাহতি পায়, সে রাজ্যে কোন প্রজাই বাস করিতে পারে না—সর্ব্বদা পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। প্রজা লইয়াই রাজার রাজ্য—প্রজাহীন রাজ্য ও জলহীন সরো-বর দুই তুল্য;—অতএব প্রজারক্ষার জন্ত এরূপ অত্যাচার-কারী আসামীদিগের গুরুতর দণ্ডবিধান কর্তব্য।

---

লোকে গতি হয়, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়;—তুমি শত শত জন্মান্তরে যে কিছু পুণ্য কর্ত্ত করিয়াছ, সে সমস্তই তাহার হইতেই জানিবে, বাহাকে তুমি মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা পরাজিত করিবে।

এই বলিয়া বণিক উপবিষ্ট হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সভ্যেরই ঐ মত হইল—মন্ডীও উহার পোষকতা করিল। অনন্তর অধিরাজ বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ১ম ও ৪র্থ অপরাধের জন্য এক এক মাস এবং মধ্য অপরাধ-দ্বয়ের জন্য দুই দুই মাস—সমুদয়ে ছয় ছয় মাস করিয়া আসামীদিগের কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। শাস্তিরক্ষক তাহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া গেল। এই বিচারে হিন্দু-সমাজ আত্মাদিত হইল, বলা বাহুল্য ; মুসলমানদিগের মধ্যেও বিজেরা অসন্তুষ্ট হইল না—কতকগুলি অবिवেচক মনে মনে বিরক্ত হইল—কিন্তু রাজা-জ্ঞার প্রতিকূলে কোন কথা কহিতে পারিল না।

ইহার পরে আর এক জন অর্থা উপস্থিত হইয়া যথারীতি বন্দনাদিকরণানন্তর কহিল হজরৎ ! আমার ঘর কিঙ্করবাটিতে—নাম লহতিপ্ সেখ্। গত দুর্গাপূজার পরেই আমাদের বজ্রীদ হয় ; বজ্রীদের সময়ে পাঁঠা, খাসী, গোরু প্রভৃতি জবাই করিতে আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে। আমি সে দিন কয়েক জন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া একটা বড় খাসী জবাই করিয়াছিলাম ; ইহাতে রামরুদ্ৰমিত্র, নীলকণ্ঠভট্টাচার্য্য, রামলোচনঘোষ প্রভৃতি একদল হিন্দু লাঠী-সোটা হাতে মার মার করিতে করিতে আমার বাটির ভিতরে ঢুকিল এবং “তুই বেটা গোহত্যা করেছিস্” বলিয়া কিল, চড়, লাথিতে আমার শরীর চূর্ণ করিয়া দিল এবং মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জৎ করিয়া যথাসর্বস্ব নুষ্ঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিল ;—

এই বলিয়া সে কান্দিতে কান্দিতে কহিল হুজুর! হুকুম হয়ত আমি দেশ হইতে উঠেবাই—এদেশে আর থাকিব না।

আজ্ঞাবাহী প্রত্যক্ষীদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে তাহারা উপস্থিত হইল; আজ্ঞাবাহী জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বিরুদ্ধে ৩টা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে—(১ম) তোমরা দলবদ্ধ হইয়া লহতিপ্ সেখের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছ;—(২য়) উহাকে প্রহার করিয়াছ;—(৩য়) উহার বাটী হইতে দ্রব্যাদি লুটিয়া আনিয়াছ;—এবিষয়ে তোমাদের কি উত্তর আছে—বল। প্রত্যক্ষীরা অপরাধ অস্বীকার করিল; তন্মধ্যে রামরুদ্র কহিল ধর্ম্মাবতার! আমাদের যে গ্রামে বাটী, সেখানে হিন্দুই অধিক—মুসলমান অতি অল্প; এজন্য কস্মিন্ কালেও সেখানে গোহত্যা হইতে পায় নাই; কোন সম্পন্ন মুসলমানের জিয়া কস্মোপলক্ষে ঐ মাংসের প্রয়োজন হইলে সে ভিন্নগ্রাম হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনে—প্রতিবেশী হিন্দুদের মনে কষ্ট হইবে, ভাবিয়া কখন নিজগ্রামে প্রস্তুত করে না। কিছু দিন হইল, লহতিপ্‌গের কোন বিষয়-সম্পর্কে এক দ্রাক্ষণের সহিত বিবাদ ঘটে, সেই বিবাদে উহার বিলক্ষণ ক্ষতি হয়; তদবধি লহতিপ্ হিন্দুসমাজেরই উপর চাটিয়াছে, এবং কিসে উহাদিগকে জয় করিবে, তাহারই পন্থায় ফিরিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই বজ্রীদে গোহত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আমাদের পক্ষীয় মধ্যে চক্ষুর উপরে গোহত্যাটা না হইতে পায়, তদর্থে উহাকে বুঝাইবার জন্য উহার

বাড়ির মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাই আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে। অনন্তর সাক্ষীদিগের যথাবিধি সাক্ষ্য লওয়া হইল; তাহাতে প্রমাণ হইল যে, আসামীরা করিয়াদৌর বাড়িতে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়াছিল— তাহাকে প্রহার করিয়াছিল এবং তাহার বধ্য গোরুটিকে ছিনাইয়া আনিয়াছিল—কিন্তু তাহার অশ্ব কোন দ্রব্য স্পর্শ করে নাই। অনন্তর লক্ষীকান্ত গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মাধিকরণস্থ সকলকে সম্বোধনপূর্বক কহিল, গোরুর ন্যায় আমাদের উপকারক জীব আর নাই;—গোরু যে কেবল দুগ্ধদান দ্বারা আমাদেরই মাতৃবৎ প্রতিপালন করে, তাহা নহে; আমাদের দেশের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত কার্য্যই গোরু দ্বারা সাধিত হয়; অধিক কি গোরুর বিষ্ঠা-মূত্র পর্য্যন্ত আমাদের পরমোপকারক বস্তু। গোরুর এই সকল অসামান্য গুণ দেখিয়া হিন্দুরা দেবতা-বোধে গোরুর পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের বাড়িতে গোরু পীড়িতে মরিলেও সেই পীড়ার যথোচিত চিকিৎসা না হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব এরূপ মাতৃস্থানীয় ও দেববৎ পূজনীয় জীবের কঠোচ্ছদ-দর্শন ও তৎকালে তাহার ‘গাঁ-গাঁ’ শব্দ শ্রবণ—হিন্দুজাতিরা বড়ই নিষ্ঠুর—বড়ই বাভংস—ও বড়ই পাপজনক কার্য্য মনে করেন। অতএব যদি কোম হিন্দু আপনার চক্ষুর উপর গোবধ হইতেছে দেখিয়া তন্নিবারণার্থ চেষ্টাবান হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে অধিক দোষী বলিতে পারা যায় না। হিন্দুর কথাই

কেন—গোজাতি হিন্দুর ক্ষায় মুসলমানদিগকেও স্তনদুগ্ধ-পান করাইয়া স্নাত্ত্বৎ পালন করিয়া থাকে, অতএব আমার বিবেচনায় “গোহত্যা মাহত্যা”র তুল্য” বোধ করিয়া কি হিন্দু, কি মুসলমান—সর্ববিধ জাতিরই পক্ষে, যাহাতে ওরূপ সর্বজনপ্রয়োজনীয় পশুর হত্যা রাজবিধি দ্বারা দেশ হইতে উঠিয়া যায়, তদর্থ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্তব্য;—কিন্তু যখন গোহত্যার প্রতিষেধক সেরূপ কোন রাজবিধি নাই—যখন সমস্ত প্রজাই যেচ্ছানুসারে নিজের স্বস্থাম্পদোদ্ভূত মনুষ্যভিন্ন অপর সকল জীবেরই প্রাণনাশ করিতে সমানরূপে অধিকারী আছে—তখন কোন ব্যক্তি নিজধর্মের অঙ্গবোধে যদি কোন পশুর প্রাণ-হনন করে—তুমি হিন্দু, তাহা দেখিতে তোমার ক্রেশবোধ হয়, সে দিকে তুমি যাইওনা—কেন তুমি বলপূর্বক তাহার বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবে?—কেন তুমি তাহাকে প্রহার করিবে? কেনই বা তুমি তাহার অনভিমতে কোন দ্রব্য লইয়া আসিবে?—অতএব ধর্মাবতার। আমাব বিবেচনায় প্রত্যর্থীরা অপারাদী, এবং উহাদের যথোচিত দণ্ড পাওয়া উচিত। ✕

লক্ষ্মীকান্ত এই বলিয়া উপবিষ্ট হইলে পর সভাস্থ সকলেই তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল; সভ্যেরা তাহার অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিল; মন্ত্রীও অনুমোদন করিল কিন্তু উদ্দীপক কারণ যথেষ্ট ছিল, বলিয়া দণ্ডের লঘুতার জন্ম পরামর্শ দিল—রাজা প্রত্যর্থীদিগের প্রত্যেকের ২৫ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সুবিচার-দর্শনে



কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই মুখে দ্বিচ্ছিক প্রকাশ পাইতে লাগিল । অনন্তর “জয় রাজাধিরাজ মহারাজ গণেশ ঠাকুরকী জয় ! !” এই উচ্চরব তিনবার ধ্বনিত হইল—গুড়ু গুড়ু গুড়ু শব্দে উচ্চরব কম্পিত লাগিল—নহবৎ বাজিতে লাগিল—সত্য ও সম্ভব লোক সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিল—কেইজন রাজা, স্ত্রী বা উজীর, রাজাজ্ঞাবাহী ও রাজ-শরীর-রক্ষকেরা তখন সেই স্থানেই রহিল ।

অনন্তর অধিরাজ “শুরুদেব !” বলিয়া আহ্বান করিলে, সভাপ্রান্তে ব্যাভ্রচর্যাসমে যে সম্যাসী বসিয়াছিলেন, তিনি নিকটে যাইলেন । রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন প্রভো ! প্রাড়্‌বিবাকের আসনখানি অদ্যাপি শূন্য রহিয়াছে ; উহার জন্য এক জন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করুন । সম্যাসী কহিলেন, আজি লক্ষ্মীকান্ত নামে যে ব্রাহ্মণ-বণিক এক সভ্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে কিরূপ মনে হয় ? রাজা কহিলেন তাঁহাকে ত আমার বড়ই উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইয়াছে—তিনি কি সংস্কৃত ব্যবহারশাস্ত্র জানেন ?

সম্যাসী । বিলক্ষণ জানেন ।

উজীর । মহারাজ ! আমি ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক দিম হইতে জানি ; উহার ন্যায় বুজ্জিয়ান্ বিদ্বান্ ধার্মিক ও নিরপেক্ষ লোক অতি বিরল ; আজি যে দুইটি মোকদ্দমার বিচার হইয়া গেল, তাহা উহারই অভিপ্রায়ানুসারে

হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া থাকিবেন; অতএব আমার বিবেচনার উনি প্রাড়্‌বিবাক্ষপদের সম্যক্ উপযুক্ত ।

রাজা । উনি ষণিক—প্রাড়্‌বিবাক্ষ হইলে ত বাণিজ্য করা চলিবে না ।

সন্ন্যাসী । ও ব্যক্তি অর্থোপার্জনের জন্য বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে ; যদি সেই অর্থোপার্জন অন্যরূপে সম্পন্ন হয়, তবে বাণিজ্য নাই করিবে ।

রাজা । তবে উহাকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া অদ্যই কার্য্য-শেষ করা যাউক ।

আজ্ঞাবাহী তখনই লোক প্রেরণপূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তকে পথ হইতেই ফিরাইয়া আনিল । লক্ষ্মীকান্ত রাজসম্মুখে উপস্থিত হইয়া হিরণ্যস্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং তাঁহার চরণে যন্তক লোটাইয়া প্রণাম করিল । অনন্তর উজীর ও রাজাজ্ঞাবাহীর প্রতিও নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল যে, উজীর যশোহরের সেই রহিমখাঁ এবং আজ্ঞাবাহী বনমালীসরকার । লক্ষ্মীকান্তের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল—রহিমখাঁ ও বনমালীর সহিত চক্ষুঃসঙ্কেতেই সম্ভাষণাদি হইল । অনন্তর আজ্ঞাবাহী অধিরাজের অভি-প্রায় বিশেষরূপে লক্ষ্মীকান্তকে জানাইল ;—লক্ষ্মীকান্ত সে কথার আর কি উত্তর করিবে! ;—স্বপ্নেরও অসম্ভাবিত পদলাভের সম্ভাবনার আনন্দে আপ্লুত হইয়া “এই প্রভুর প্রসাদই আমার সকল নোভাগ্যের মূল” এই বলিয়া পুনর্ব্বার হিরণ্যস্বামীর চরণে যন্তক লোটাইয়া পাড়িল । হিরণ্যস্বামী কহিলেন, আমি কিছুই করি নাই—ধার্ম্মিকের

স্ববিধান সৈন্যই করিয়া থাকেন। পরে রাজাজ্ঞানুসারে তখনই প্রচুর বেতনে লক্ষ্মীকান্তকে নিয়োগপত্র দেওয়া হইল এবং তাঁহার পদোপযুক্ত বাসস্থানাদির সমবধান করিয়া দিবার জন্য উজীরের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

একণে রহিমখাঁ সহাস্রমুখে লক্ষ্মীকান্তের হস্তধারণ-পূর্বক নিজাবাসে গমন করিল এবং নিজ ভৃত্যগণ ও বনমালী সরকারের উপর প্রাপ্ত বিদ্যাকপদোপযুক্ত আবাস ও দ্রব্যসামগ্রীর সমবধানার্থ আদেশ দিয়া লক্ষ্মীকান্তের সহিত গল্প করিতে বসিল। লক্ষ্মীকান্ত যশোহর হইতে পলাইয়া যেরূপে কষ্টতটে বাসস্থান নির্ধারণপূর্বক ক্রমশঃ পাণ্ডুর রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিল, সমুদয় বর্ণন করিল। রহিমখাঁ দীর্ঘনিশ্বাস ভ্যাগপূর্বক কহিল ভাইটা কন্মবৃত্ত ছিল—আপনার দোষেই মারা গেল—কি করিব! —আমি শোকাবেগ সন্মরণ করিয়া কিছুদিন সেইখানেই ছিলাম, পরে এখানকার রাজপরিবর্তের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তলপ্ হইল। আমি কত কি ভাবিতে ভাবিতে বনমালীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিলাম—এবং যশোহরে ভাল কাজ করিয়াছিলাম, এই কথাই উল্লেখ করিয়া রাজা আমাকে এই পদ দিলেন—বনমালীও আজ্ঞাবাহীর পদে নিযুক্ত হইল। আমার বোধ হয়, হিরণ্যস্বামী আমার অনুকূলে রাজাকে কিছু বলিয়া থাকিবেন; বুঝিতেছি উনিই রাজার ‘দোণার কাঠী রূপার কাঠী’—এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে ভৃত্যরা

আসিয়া সংবাদ দিল আবাসবাটী, মায় সমুদয় উপকরণ-  
প্রস্তুত । লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া তথায় গমনপূর্বক স্নানাহার  
করিল এবং অপরাহ্নে উজীরের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা  
প্রভৃতি হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র সকল আনাইয়া অনুশীলন  
করিতে লাগিল ।

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মীকান্ত প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যাবন্দনা, তগ-  
বতীদেবীর পূজাদি সমাপন করিয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান-  
পূর্বক রাজসভায় গমন করিল; যথাবিধি শপথ গ্রহণ  
করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্ত ত-হুগয়ে মনে মনে ঈশ্বরের উপাসনা  
করত প্রাড়্‌বিবাকের আসনে উপবেশন করিল এবং রাজা  
উজীর ও সভ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া বিচারকার্য্য  
করিতে লাগিল । এইরূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যাইয়া  
বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্বক প্রগাঢ় ধিঘণাশক্তির  
আবিষ্করণপূর্বক অতি জটিল বিষয় সকলেরও এরূপ সূক্ষ্ম  
সীমাংসা করিতে লাগিল যে, তদদর্শনে কি হিন্দু কি মুসল-  
মান তাবৎ লোকেই মহা আহ্লাদিত হইল । রাজাও পরম  
প্রীত হইলেন এবং উজীরের প্রবর্তনানুসারে লক্ষ্মীকান্তের  
বাসস্থল কক্কতটের সন্নিহিত ৩ | ৪ ক্রোশ ব্যাপক স্থান  
তাহার জমীদারী করিয়া দিয়া বাসস্থানের ‘লক্ষ্মীকান্তপুর’  
এই নাম দিতে আদেশ দিলেন । লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ তাহাই  
করিল না—রাজানুমতি লইয়া যশোহরবাসী বুদ্ধজাবালি,  
জয়াচার্য্য, রূপনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, যোধচক্রবর্তী, কুদ্রকৃষ্ণ,  
মদনমোহন, যাদবচন্দ্র প্রভৃতি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব ও  
আত্মীয়গণকে ঐ স্থানে আনাইয়া বাস করাইল, এবং

তাহাদের নামানুসারেই সেই সেই ক্ষুদ্র স্থানের নামকরণ হইয়া গেল । বনমালী সরকারও লক্ষ্মীকান্তের অনুরোধ-বশবর্তী হইয়া ঐ স্থানেই বাস করিবার জন্য পরিখাবন্ধ বাটী দেবালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করাইল । লক্ষ্মীকান্তের কঙ্কতটস্থ বাসভবন এতদিন যুতিকাময় ছিল, এক্ষণে তাহা বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ হইল । রামধন ও নীলমণির ভবনও অট্টালিকাময় হইল । তাহারা দুই জনেই ব্যবসায়বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া দেওয়ান ও নায়েব-দেওয়ানরূপে লক্ষ্মীকান্তের জমীদারির ও সাংসারিক অপরাপন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল । এই সময়ে ইতস্ততঃ করেকটি পুষ্করিণী নিখাত হইয়া খননকর্তাদিগের নামানুসারেই গোবিন্দপুকুর (গনপুকুর) ধনা, নীলা, বাঁকাগড়ে, বুন সরকারপুকুর প্রভৃতি নামে খ্যাত হইল । জঙ্গলার নামেই জঙ্গলপুর ও হরিদাসের নামেই দাসপুর গ্রামের নাম-খ্যাতি হইল । ফলতঃ ঐ সময়ে ঐ স্থানটার নাম ও অবস্থা প্রভৃতির একটা বিপরীত পরিবর্ত হইয়া গেল ।

লক্ষ্মীকান্তপুরের লোকেরা লক্ষ্মীকান্তকে ‘রাজা’ নাম প্রদান করিল । গোবিন্দমণির গৃহস্থালীর শ্রীমোষ্ঠবদর্শনে যশোহরের শ্রীলোকেরা তাহাকে রাজরাণী হইবে মনে করিত; এক্ষণে সেই সম্ভাবনা ফলবর্তী হইল—গোবিন্দমণিকে লোকে রাণী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল । কার্য্যে অনবকাশপ্রযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বাটী আশিতে না পারায়, কিছুদিনের নিমিত্ত পরিবারবর্ষকে নিকটে নইরা বাইবার ব্যবস্থা হইল—রামধন দাস সকলকে সম্মতিব্যা-

হায়ে লইয়া পাণ্ডুয়ায় রাখিয়া আসিল । দেশের জমী-  
দারীর কার্য এবং ভগবতীদেবীর সেবা প্রভৃতির ভার  
রামধন দাস ও নীলমণি পালের উপর সমর্পিত রহিল—  
তাহারা লক্ষ্মীকান্তপুরস্থ নবনির্মিত রাজভবনের একদেশে  
কাছারী প্রভৃতি করিয়া সকল কার্যের সমাধান করিতে  
লাগিল ।

### পঞ্চম উচ্ছ্বাস ।

দেবী कहিলেন—

পাণ্ডুয়ায় যাইয়া ইলবিলা বড়ই অনামনস্ক রহিতে  
লাগিল—মালতী ও মাধবীর সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় তাহার  
কিছুই ভাল লাগিত না; সে নির্জন পাইলেই তাহাদের জন্ম  
জন্মন করিত । প্রাড়ি বাকের মুখে এই সংবাদ পাইয়া  
উজীর রাজসভায় যাইবার সময়ে আপন কন্যাকে গাড়ীর  
মধ্যে লইয়া প্রাড়ি বাকের বাটিতে রাখিয়া যাইতে এবং  
সভা-ভঙ্গের পর তথাহইতে তাহাকে পুনর্ব্বার গাড়ীতে  
তুলিয়া লইয়া বাটি যাইতে আরম্ভ করিল—এইরূপ অনেক  
দিন হইল । উজীরের কন্যার নাম সোণাবিবি;—সোণাবিবি  
ত সোণারই বিবি ! হিন্দুদিগের দেবপ্রতিমার পার্শ্বে  
কখন কখন পরী গড়িয়া থাকে—সোণাবিবি ঠিক্ একটা  
পরীর মত ;—তাহার বয়স্ তখন ১৪ বৎসর ; মস্তকের  
ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুলি একটী বেণীতে বদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্দেশে  
নিতম্বের নিম্নে পর্য্যন্ত লম্বমান ; পরিধানে গোলাপী রঙে

রঞ্জিত এক খানি দীর্ঘ ঢাকাই মসলিন ৪।৫ পুরু করিয়া জড়ান; পাঁচ লক্কাদার সাচ্চা জরীর জুতা; মথ করতল ও পদতলে মেহেদী পাতার রঙ; অলঙ্কারের মধ্যে কাণে দুইটা হীরার ছল, নাকে গজমতি লোলক, গলায় এক ছড়া হার, বাহনুলে দুই গাছী তাগা এবং মণিবন্ধে হীরা-বসান চুড়ী; অধরোষ্ঠ টুকটুকে রান্ধা। ইলবিলার দেহটী গোল গাল—যেন চতুরস্র-শোভী—সোণাবিবি একটু সরু ও পাতলা এইমাত্র ভেদ। যাহাহউক সোণাবিবিকে পাইয়া ইলবিলার মনের অনেক শাস্তি হইল—সে তাহার সহিত নানাবিষয়ের গল্প গুজব ও জীড়া কৌতুক করিয়া এবং তাহার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া আলতী মাধবীর বিরহ-দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া গেল।

হরিদাসের রূপ, শরীরের গঠন, চাল, চলন, স্বভাবচরিত্রে প্রকৃতি দেখিয়া উজীর বড়ই প্রীত হইল। তাহার পুত্র সম্ভান ছিল না, এজন্য সে হরিদাসকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, জাতিগত ও ধর্মগত ভেদ থাকিলেও প্রাড়্ বিবাক ও উজীরের পরিবার-জন্মের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল—সময়ে সময়ে অপরাপর মেয়ে ছেলেদিগেরও পরস্পরের বাটীতে গমনাগমন হইতে লাগিল। উজীর, রাজপুত্র যদুর সহিত হরিদাসের আলাপ করাইয়া দিল—এবং অধিরাজকে ধরিয়া যদুর ন্যায় হরিদাসকেও তাহার শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিল। যদু ও হরিদাসের বয়স, স্বভাব ও কার্য্য একবিধ হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা জন্মিল। অনেক

সময়ে রাজপুত্র হরিদাসের সঙ্গে তাহাদের বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল; হরিদাসের মা গোবিন্দমণি তাহাকে হরিদাসের গায়ই স্নেহ করিতে লাগিল ।

একদা অপরাহ্নে রাজপুত্র বায়ু-সেবনার্থ বহির্গত হইয়া প্রাড়্‌বিবাকের ভবনের সম্মুখে গাড়ী থামাইল—এবং হরিদাসকে ডাকিবার জন্য স্বয়ং ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিল । হরিদাস রাজপুত্রের বসিবার জন্য আসন প্রদান করিয়া ‘সত্বরেই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত করিয়া আসিতেছি’ বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । রাজপুত্র না বসিয়া বহির্বাটীস্থ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং এ ফুলটী দেখিয়া, ও ফুলটীর উপর হাত দিয়া এবং সে ফুলটীর আঁগ লইয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; হরিদাসের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় ঐ উদ্যানমধ্যস্থ পাষাণ-বেদিকার উপর উপবেশন পূর্বক অভিনবপল্লবিত লতাগুল্মাদির শোভাসন্দর্শন করিয়া সমীরণ-সঞ্চালিত নানাবিধ কুসুমের স্নানীতল সৌরভের আঁগ লইয়া এবং কুসুম হইতে কুসুমাস্তরে ভ্রমমাণ ভ্রমর-বৃন্দের গুণ গুণ মধুরশব্দ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতिलाভ করত অনেকক্ষণ কাটাইল; কিন্তু এপর্যন্ত রাজপুত্রই কুসুম সকল সন্দর্শন করিতোছিল, কুসুমেরা কেহ তাহাকে দেখে নাই । পরিশেষে দৃষ্ট হইল যে, ঐ কুসুম-বাটিকায় যত প্রকার কুসুম ছিল, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কমণীয়-কাস্তি অপর একটী কুসুম বিস্ফারিত-লোচনে সুব-রাজের আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল । সুব-রাজ যেখানে উপবিষ্ট, তাহার অনতিদূরবর্তী গৃহের একটা



উদ্ঘাটিত বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া ইলবিলা যুবরাজকে দেখিতেছিল । যুবরাজের ললাট, চক্ষুঃ, নাসিকা, মুখ, গ্রীবা, বক্ষঃ, বাহু, কটি, চরণ প্রভৃতি যে যে অঙ্গে ইলার চক্ষু পড়িতেছিল, সেই সেই অঙ্গে তাহা যেন একবারে বন্ধ হইয়া রহিতে লাগিল । ফলতঃ তখন ইলা গীত-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই বাতায়ন-পাশে নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া অনিমিষ-নয়নে কেবল তাকাইয়া রহিল । এই সময়ে যুবরাজের চক্ষুও সেই দিকে পতিত হইল—তুই জোড়া খঞ্জন পরস্পর সম্মুখীনভাবে দাঁড়াইল ! ইলা অধিকক্ষণ যুবরাজের চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিতে পারিল না—লজ্জান্বিত-মুখী হইয়া আন্তে আন্তে বাতায়নের কপাটটা ভেজাইয়া দিল ।—

এই সময়ে হরিদাস বহির্কবাটীতে উপস্থিত হইল, অতএব যুবরাজকে অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল—অলক্ষিতে কয়েকবার সেই বাতায়নের দিকে নয়ন-পাত করিল, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইল না ;—সুতরাং হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া অগ্রফুল্লমনে গাড়ীতে আরোহণ পূর্বক বায়ুসেবনার্থ চলিয়া গেল । এদিকে ইলা সেই কপাটটী আক্কার আন্তে আন্তে উদ্ঘাটন করিয়া সেই পুষ্পবাটিকার পাষাণ-বেদীর উপর দৃষ্টিপাত করিল—কিন্তু সে স্থান শূন্য দেখিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কার্য্যান্তরে গমন করিল, কিন্তু সেকার্য্যে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বাতায়ন-সন্ধিধানে আগমন-পূর্বক পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টিনির্বেশ করিল—কিন্তু

কিছুই দেখিতে পাইল না—বার বারই এইরূপ করিতে লাগিল—কখন কখন ইচ্ছা হইল রাজপুত্র পুষ্পাদ্যানেব যে যে স্থানে পাদচার করিয়াছিল, সেও সেই স্থানে পাদচার করে—যে যে ফুল গুলির উপর হস্ত দিয়াছিল, সেও তাহার উপর হস্ত দেয় এবং যে পাষণ-বেদীর উপর উপবেশন করিয়াছিল, সেও তাহার উপর উপবেশন করে—কিন্তু পারিল না। এই সময়ে গোবিন্দমণি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল ইলা! তোর কি ফুল দেখিবার সাধ আর মেটে না!—রাত্রি হলো, তবু জানালার কাছে দাঁড়ায়ে বাগানের দিকে তাকায়ে আছি! খাবার প্রস্তুত হয়েছে—চল। তখন যে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল,—ইলা তাহা বুঝিতেই পারে নাই!—অতএব সে মাতৃবাক্যে অপ্রতিভ হইল এবং ‘আমৃতা আমৃতা’ করিয়া মাতার অনুসরণ করিল।

প্রাড্‌বিবাকের বাটীর পূর্বদিকেই কেল্লার মাঠ; ঐ মাঠের পশ্চিমদিকে প্রাড্‌বিবাকের বাটীর সম্মিহিত প্রদেশে একটী স্থান উচ্চ কাঠগড়া দ্বারা আবৃত। তৎকালে প্রাণদগাহ্ ব্যক্তিদিগের বধসাধন বিবিধ প্রকারে হইত—কাহাকেও শূলে দেওয়া, কাহারও মস্তক-চ্ছেদন করা, কেহ কুর্কুর দ্বারা ভক্ষিত, কেহ হস্তিপদে দলিত, কেহবা ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। একদিন প্রাতঃকালে চারিদিক্ হইতে লোক সকল কল কল শব্দে ঐ কাঠগড়ার দিকে দৌড়িতে লাগিল;—লোকে লোকারণ্য—মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোবিন্দমণি ও ইলাবিলা আপনাদের বাটীর উপরিহ গৃহের

একটী বাতায়নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ দ্বারা, ঐ কাঠগড়ার মধ্যে কি ঘটনা হয়, তাহা দেখিতে লাগিল । ক্ষণকাল পরেই দৃষ্ট হইল, একটা প্রকাণ্ড চিত্র ব্যাঘ্র ( চিতে বাঘ ) ঐ কাঠগড়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও মধ্যে মধ্যে গর্জন করিতেছে । অনন্তর লোকের কলরব স্থির করাইয়া রাজা-দেশ ঘোষিত হইল—সে আদেশ এই “রাক্ষসীদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, বলরাম বহু আপনার স্ত্রী ও দুই দুই স্ত্রীর মধ্যে দুই স্ত্রীকে অসতী-বোধে হত্যা করিয়াছে, অতএব তাহাকে ব্যাঘ্র-সম্মুখে অর্পিত করা হইবে, কিন্তু যদি বলরাম, অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বলরামের প্রতিনিধি হইয়া, শূন্যহস্তে যুদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্রকে পরাজিত করিতে পারে, তাহাহইলে বলরামের প্রাণদণ্ড রহিত হইবে”—অনন্তর রক্ষিবর্গ-বেষ্টিত হইয়া বলরাম সেই স্থানে আনীত হইল ; তাহার আর্ত-নাদে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল । সে কেবল “দোহাই মহারাজ ! দোহাই মহারাজ ! আমি নিরপরাধ—তুয়াআরা চক্রান্ত করিয়া আমায় অপরাধী করিয়াছে—আমার প্রাণনাশ করিও না—দোহাই মহারাজ ! —দোহাই মহারাজ ! ” এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । তাহার আর্তনাদ ও ব্যাকুলতায় সমাগত সমস্ত লোকেরই হৃদয় ব্যথিত হইল ; সে কোন মতে কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল না,—রক্ষীরা বলপূর্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল ।

ইত্যবসরে দ্বাবিংশবর্ষদেশীয় এক বীরপুরুষ বলরামের আর্তনাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া লক্ষপ্রদানপূর্বক কাঠগড়ার

দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলরাম ও রক্ষিবর্গকে ঠেলিয়া কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল ।—চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল—  
 কি সর্বনাশ ! যুবরাজ ! করেন কি ! করেন কি ! বাহিরে  
 আত্মন—বাহিরে আত্মন,—ইত্যাদি শব্দে কেবলার সেই মাঠ  
 পরিপূর্ণ হইল । যুবরাজ কোন বাধা না মানিয়া বন্ধ-  
 পরিকর হইয়া ব্যাত্রেয় সমীপে যাইতে আরম্ভ করিল ।  
 ইলবিলা রাজপুত্রকে ব্যাত্রেয় সমীপস্থ হইতে দেখিয়া  
 কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে মা —ঃ ! বলিয়া গোবিন্দমণির বক্ষো-  
 মধ্যে মুখ ধানি দিয়া কঁাপিতে লাগিল । গোবিন্দমণি  
 ‘ভয় কি মা’ বলিয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু  
 রাজপুত্রের অনিষ্টকায় তাহারও প্রাণ ধড় ফড় করিতে  
 লাগিল—অবলা কি করিবে কোন উপায়ই দেখিল না ।  
 ও দিকে ব্যাত্র রাজপুত্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া  
 চারিপায়ের উপর ভর দিয়া বসিল এবং লাজুল-সঞ্চালন-  
 পূর্বক ঘোড়াইতে লাগিল । রাজপুত্র ব্যাত্রেয় চক্ষুর  
 উপর আপনার উন্মুক্ত চক্ষু ঘর নির্নিমেষ ভাবে স্থাপিত করিয়া  
 মুষ্টিদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ  
 করিল; ব্যাত্র তদর্শনে কেমন একটু ভীত হইয়া পরাঙ্গুল  
 হইয়া দাঁড়াইল ; রাজপুত্র অমনি সবেগে গমন পূর্বক  
 তাহার লাজুল ধরিয়া চারি পাঁচ বার ঘুরপাক দিয়া দূরে  
 নিক্ষেপ করিল ; ব্যাত্র উঠিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন পূর্বক রাজ-  
 পুত্রের দেহোপরি পড়িবার জন্য লক্ষ্যপ্রদান করিল, কিন্তু  
 রাজপুত্র অদ্ভুত কৌশল সহকারে বিদ্যুৎবেগে তাহার উদরের

তলভাগ দিয়া পশ্চাদ্দেশে যাইয়া আবার লাঙ্গুল ধরিয়া যুরপাক দিয়া ফেলিয়াছিল। এই রূপ চারি পাঁচ বার করায় ব্যাঘ্র নির্জীব হইয়া পড়িল এবং শেষ বারে কাঠগড়ার এক বৃহৎ কার্ঠে তাহার মস্তক প্রবল বেগে আহত হওয়ায় মুখ দিয়া বলকে বলকে রক্ত পড়িতে লাগিল—ব্যাঘ্র যতবৎ পড়িয়া রহিল। চারিদিক হইতে সেই লোক সমূহের উচ্চারিত জয়ধ্বনি আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। প্রাড্‌বিবাক, উজীর, অধিরাজ প্রভৃতি সকলেই তখন কাঠগড়ার বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অমৃত বীরত্ব দর্শনে তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়কন্দর আনন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিল। প্রাড্‌বিবাকের প্রবর্তনায় অধিরাজ তখনই, চিত্রব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পুত্রকে “চিত্রমল্ল” এই উপাধি দিলেন। ঐ উপাধি হইতেই রাজপুত্রের নাম ভবিষ্যতে “চেংমল্” হইয়াছে।

অনন্তর কাঠগড়ার দ্বার উন্মুক্ত হইলে বহু বহু লোক কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে কালীপ্রসাদ ভট্ট নামক এক ব্যক্তি পতিত ব্যাঘ্রের নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া তাহার গাত্রে ও মুখে পদার্পণ করিতেছিল; ব্যাঘ্র হঠাৎকারে সবেগে উঠিয়া তাহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরিল—অনেকে পড়িয়া ব্যাঘ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে কালীপ্রসাদের গলা ছাড়াইয়া লইল, কিন্তু কালীপ্রসাদের আর জীবনের আশা রহিল না। তাহার গলার চুঁটি একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সে তখন

পাপের যজ্ঞা ও যজ্ঞার যজ্ঞায় অস্থির হইয়া প্রকাশ করিল—বলরাম যজ্ঞ সর্বতোভাবে নিরপরাধ ; আমিই তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নীকে অসতী করিবার চেষ্টা করি, এবং কৃতকার্য না হইয়া তাহাকে বধ করি, এবং ঈর্ষাবশতঃ বধাপরাধ বলরামের উপরই অর্পণ করি—যাহাহউক ধর্ম আছে, আমার যেমন পাপিষ্ঠ মন, তদুপযুক্ত শাস্তি হইল—বলরামের কিছুই হইল না—আমার প্রাণনাশ হইল ! এই বলিয়াই কালীপ্রসাদ উপরত হইল ;—সমাগত লোকেরা “ধর্মের জয় ! ধর্মের জয় !” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাড়্‌বিবাক শুনিয়া উজীরকে কহিল, এমোকদ্দমার ভিতরে যে চক্রান্ত ছিল, তাহা আমারও মনে একটু অক্ষুণ্ণ প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং সেই জন্যই দণ্ডের ব্যবস্থাই ঐরূপ করা হইয়াছিল ; যাহাহউক ঈশ্বর শ্রদ্ধা করিলেন, আমাদের অযথাবিচারে এক নিরপরাধের প্রাণনাশ হইল না ! এই বলিয়া তাহার সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ।

লোকের জয়ধ্বনি শুনিয়া গোবিন্দমণি হর্ষগদগদ-স্বরে ইলবিলাকে কহিল, দেখ—ইলা দেখ ! সুবরাজ ব্যাঘ্র বিমোহিত করিয়া জয়ী হইয়াছেন !—ব্যাঘ্র মরিয়া গিয়াছে ! ইলা মাতার বুক হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঠগড়ার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল । তখন সুবরাজ সমরে ক্রান্ত হইয়া এক প্রান্তে বসিয়া ছিল । তাহার সর্বান্ন রক্তাক্ত ; পূর্বের ব্যাঘ্রের মুখ হইতে যে রক্ত বাহির হইয়াছিল, সে রক্তও চতুর্দিকে ছড়াইয়াছিল, এজন্য অন্য লোকে মনে

করিয়াছিল যে, ব্যাঘ্রের রক্তই রাজপুত্রের গাত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু পরে দৃষ্ট হইল তাহা নহে; যুদ্ধের সময়ে ব্যাঘ্রের নখরাঘাতে রাজপুত্রের সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, এবং বক্ষঃস্থলের খানিকটা মাংস ব্যাঘ্রের খাবায় উঠিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ক্ষতভাগ হইতে অজস্র শোণিতপাত হওয়ায় রাজপুত্রের শরীর অসুস্থ হইয়া আসিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইলা আবার মাতার বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইল। হরিদাস এত ক্ষণ কার্য্যাস্তরে গিয়াছিল, এখন সে এই ব্যাপার দেখিয়া রাজপুত্রের সমীপে দৌড়িয়া যাইল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আপনাদের বাটীর মধ্যে আনিবার উদ্যম করিল—বলরাম বহুও কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া হরিদাস-সহ দুইজনে ধরিয়া রাজপুত্রকে প্রাড্‌বিবাকের বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তখনই রাজবৈদ্য তথায় আসিল, তাহার পরামর্শানুসারে ঐ বাটীর মধ্যে অশ্রু কোম ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না—এমনকি অধিরাজ পর্য্যন্ত তথায় যাইতে নিষিদ্ধ হইলেন—কেবল হরিদাস, বলরাম ও আর ২। ১ জন দাস দাসী মাত্র তথায় রহিল। বৈদ্য রাজকুমারের ক্ষত স্থান সকল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলদ্বারা প্রক্ষালিত করিল, পরে জল পুঁছিয়া একটা প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিল—তাহাতে রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হইল। রাজপুত্র তখন সংজ্ঞাশূন্য; হাত দেখিল—নাড়ী বড় ক্ষীণ! একবার ঔষধ খাওয়াইয়া দিল; পরে সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিল। এবং রাজ-

কুমারের সম্মিথানে কোনরূপ কিছুমাত্র গোলমাল না হয়, এই কথা বলিয়া গমন করিল । হরিদাস ও বলরাম মাত্র গৃহমধ্যে রহিল । পরেই গোবিন্দমণি ইলা সহ গৃহের পশ্চাৎ দ্বারে উপস্থিত হইয়া সঙ্কেতে হরিদাসকে ডাকিয়া কহিল, আমরা এখন্ এখানে বসিতেছি, তোমরা বাহিরে যাইয়া বৈস । হরিদাস ও বলরাম তাহাই করিল—গোবিন্দমণি ও ইলবিলা দুই খানি ক্ষুদ্র পাখা হস্তে শয্যার দুই পাশে বসিয়া অল্পে অল্পে ব্যজন করিতে লাগিল—নিয়মিত সময়ে ঔষধ ও পথ্য দিবার কিছু মাত্র ক্রটি হইল না । কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দমণি কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় ইলাই একাকিনী বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল । তখন ইলার লজ্জা সন্ত্রস্ত সঙ্কেচ প্রভৃতি কোন বাধা মনে করিবারই প্রয়োজন রহিল না—সে মুখের বসন খুলিয়া উন্মীলিতনয়নে রাজকুমারের আপাদমস্তক মিরীক্ষণ করিল এবং ভাবিল ইনি মানুষ না দেবতা ?—মানুষের এরূপ নির্খুঁত রূপ—এমন অসীম সাহস—এপ্রকার অপরিমিত বল—এবস্থিৎ অনুপম দয়া—কাহার ত কখন দেখি নাই ! মানুষে আপনার প্রাণরক্ষার জন্তই সদা ব্যস্ত থাকে—ইনি নিস্বার্থ দয়ার বশবর্তী হইয়া পরের প্রাণরক্ষার জন্ত নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ।—না—ইনি মানুষ নহেন—দেবতা ; আচ্ছা, যদি ইনি দেবতাই হলেন, তবে ইহার কথাতোই বাঘটা ভয় হইয়া গেল না কেন ?—বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইল কেন ?—যদিই যুদ্ধ করিতে হইল—ইহার গাত্রে নথ দস্তুর আঘাত



লাগিল কেন ? যদিই লাগিল, তাহাতে ইহাঁর গাত্র দিয়া শোণিতপাত হইল কেন ? যদিই শোণিতপাত হইল, তাহাতে ইনি এরূপ অচেতন হইলেন কেন ? — আচ্ছা ইহাঁর কি আর চৈতন্য হইবে না ? — এ দীপটী কি নিবিয়াই যাইবে ? — যদি তাহাই হয়, তবে আমি কি করিব ? — ইহাঁর সহিত সহমৃত্যু হইব কি ? — তাহা হইলেই কি হইবে ? — আমি ত ইহাঁর পরিণীতা পত্নী নই যে, সহমরণকালে পরকালেও ইহাঁকে পতি পাইব ? — অথবা পত্নীই নই কেন ? বাপে দান না করিলেই কি বিবাহ হয়না ? পুরাণের কথাত শুনিয়াছি সাবিত্রী, ইন্দুনতী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা — ইহাঁদিগকে সর্ব্বাণ্ড্রে কে দান করিয়াছিল ? — আমি আপনিই আপনাকে এই চরণে দান করিলাম ! — আমি ইহাঁর পত্নী হইলাম । কিন্তু এ সম্বন্ধ এক্ষণে পৃথিবীর জনপ্রাণীকে জানিতে দেওয়া হইবে না ; বাবা বা জানিতে পারিলে লজ্জায় মরিয়া যাইব ; দেউলগড়ের মা ভগবতীকেই কেবল ইহা জানাইব ; তাঁহারই আরাধনা করিব ; তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন না কি ? — দেখি ভক্তের প্রতি তাঁহার কত দয়া ।

ইলবিলা এইরূপ কত কি চিন্তা কবিতোছে এমন সময়ে হরিদাস যাইয়া কহিল, রাজবৈদ্য আসিয়াছেন — সঙ্গে অবিরাজ ; ইলবিলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইল কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া সমুদয় দেখিতে শুনিতে লাগিল । অধি-রাজ বৈদ্যের সহিত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যার পার্শ্বেই উপবেশন করিলেন ; বৈদ্য সর্ব্বাঙ্গ সন্দেহ

ও নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—অধিরাজ জিজ্ঞাসিলেন কি রূপ ? বৈদ্য কহিল, ও বেমা অপেক্ষা কিকিৎ ভাল বোধ হয়—জীবনা নাই, যুবরাজ আরোগ্য লাভ করিবেন। অধিরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। বৈদ্য কহিল মহারাজ ! যুবরাজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ঐহারা কান্দিয়া গোল করিবেন, তাদৃশ লোক এখানে কেহ আসিতে পাইলে আরোগ্য লাভ করা দুর্ঘট হইবে; এ স্থান অতি-শিথ ও নীরব রাখা চাই;—ঐহার সংবাদ জানিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি বাহির হইতেই সংবাদ জানিয়া যান—ভিতরে কেহই আসিতে না পান। আমার বোধ হইতেছে, ঔষধ ও পথ্য-সেবন উত্তমরূপেই হইতেছে, অতএব এইরূপেই চলে—কোনমতে অন্যথা না হয়—অন্যথা হইলে বিপদ ঘটিবে। অধিরাজ হরিদাসের মুখে শুনিয়া অবগত হইলেন, তাহার মাতা ও ভগিনীই রাজপুত্রের পরিচর্যা করিতেছেন, দুই এক জন দাসীও সঙ্গে আছে; অন্য লোকের আর কিছু প্রয়োজন নাই। অধিরাজ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন তবে এখন এইরূপেই চলুক—রাজবাটী হইতে কোন স্ত্রীলোক আসিলে, তাহার কান্দিয়া হাট করিবে। বৈদ্য কহিল বক্ষস্থলের ক্ষতটাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর; কোনরূপে নাড়াচাড়া পাইলে অথবা শোক বা বিরক্তি-জন্য মনের আবেগ জন্মিলে ঐ ক্ষত দিয়া আবার রক্ত ছুটিবে। অধিরাজ কহিলেন, রোগী এখানে যে রূপ আছে, এইরূপই থাকুক—আমি এখানে কাহাকেও আসিতে দিব না, এমন কি নিজেকে আসিও না,—এই বলিয়া চলিল।

গেলেন । নিকটে অপর কেহই রহিল না; কিন্তু কখন কি করিতে হইবে, বা কখন কি আনিতে হইবে, তদর্থ আজ্ঞাপালনোন্মুখ লোকসকল চতুর্দিকেই সতর্ক রহিল ।

অপরাহ্ণে রাজকুমার একবার চক্ষুরক্ষণীয় করিল, — ইলার চক্ষুর উপর চক্ষু পড়িল ; সহজ দৃষ্টি নহে — তীব্র দৃষ্টি ; ইলা একটু ভীত হইল ; মুখে পথ্য প্রদান করিল — এবং আস্তে আস্তে ললাটদেশে হাত বুলাইতে লাগিল । ক্রমে চক্ষুঃ শান্ত ও নিম্নীলিত হইল । রাজবৈদ্য সে সংবাদ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইল — কোন শঙ্কা নাই — ঔষধ ও পথ্য মাদকদ্রব্য আছে । পরদিন প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণে এক এক বার ঐরূপ হইল ; — তৎপরদিন বহুবার হইল । কিন্তু রাজপুত্র যখনই নয়নোন্মীলন করিল, তখনই কেবল ইলবিলাকে তাহার মুখের উপর তাকাইয়া থাকিতে দেখিল । — এই জন্ত চিন্তের সেই ঘোর ঘোর অবস্থায় তাহার কেমন বোধ হইল যে, আমি পীড়িত বলিয়া এক দেবকন্যা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার শুশ্রূষা করিতেছেন, অতএব চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও, অনেক সময়ে সে ইলবিলাকেই ভিতরে দেখিতে লাগিল । এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইলে রাজপুত্রের অশ্রুশ্রুতগুলি ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল, কেবল বক্ষের ক্ষতট। বিস্তৃত বলিয়া শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল । রাজবৈদ্য তখনও ঔষধ ও পথ্য দিতে বিরত হইল না ।

এক দিন অপরাহ্ণে রাজপুত্রের ললাটদেশে বিন্দুবিন্দু অশ্রোদয় হইয়াছে, ইলবিলা অঙ্গুলি দ্বারা সেই গুলি

মুছিয়া দিতেছে, এমনত সময়ে রাজপুত্র চক্ষুঃ উন্মীলন করিল এবং অনেককণ পর্য্যন্ত ইলবিলার দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালনপূর্ব্বক অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল তুমি কি দেব-কন্যা ?—তাহার সেই প্রথম বাক্যক্ষুৰ্ত্তি ইলবিলার হৃদয়কে উচ্ছলিত করিল, —কিন্তু সে কিছুই উত্তর করিতে পারিল না—মুখ অবনত করিয়া রহিল । রাজপুত্র আবার জিজ্ঞাসিল—বল—তুমি দেবকন্যা কি না ?—এইরূপ দুই তিনবার প্রশ্নের পর ইলবিলা ঘাড় নাড়িল ।

রাজ । তবে তুমি কে ?

ইলা । ( অতি মৃদুস্বরে )—ইলবিলা ।

রাজ । ইলবিলা কে ?

ইলা । হরিদাসের ভগিনী ।

রাজ । ওঃ—তুমি !—তুমি !!—তোমাকেই একদিন —এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাজপুত্র পুনর্ব্বার নেত্রনিমীলন করিল ! ইলবিলা আস্তে আস্তে ব্যঞ্জনসঞ্চালন করিতে লাগিল । ও দিন ঐরূপেই কাটিয়াগেল । পর দিন অপরাহ্নে রাজপুত্র আবার নেত্রোন্মীলন করিল এবং ইলাকে সেইরূপ আসীন দেখিয়া কহিল, তুমি তেমন্মই বসিয়া আছ ? ইলা মন্তক নত করিল । তখন রাজপুত্র উঠিয়া বসিবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু ইলবিলা ব্যগ্রভাবে বাধা করিয়া কহিল আপনি উঠিবেন না—উঠিলেই অস্থখ বাড়িবে । ব্যগ্রতা দেখিয়া রাজপুত্র ক্ষান্ত হইল, কিন্তু যে টুকু উদ্যান করিয়াছিল, তাহাতেই বক্ষস্থলের ক্ষত দিয়া একটুকু রক্তপাত হইল । ইলা তাহাতে ঔষধ লেপন

করিয়া দিল। অনন্তর রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল আমি কতদিন  
এরূপ ভাবে পড়িয়া আছি? ইলবিলা অবনত-নয়নে  
উত্তর করিল, প্রায় এক পক্ষ।

রাজ। এতাবৎকাল তুমি একনাই কি এইরূপে  
আমার সেবা করিতেছ?

ইলা। না—মা থাকেন, দাসীরা থাকে; বাহিরে  
দাদা থাকেন—আরও অনেক লোক থাকে।

রাজ। আমি ত আর কাছাকেও দেখিতে পাই না?

ইলা। মা এইমাত্র বাটীর ভিতরে গেলেন, দাসীরাও  
এই ছিল, কে কোথায় গেল।

রাজ। আমাকে ঔষধাদি তুমিই খাওয়াও—কি আরও  
কেহ খাওয়ায়?

ইলা। নীরব।

রাজ। আচ্ছা, তুমি যেমন পাখাখানি হস্তে আমার  
মুখের নিকটে নিরন্তর বসিয়া আছ দেখিতেছি, এমন আর  
কেহ থাকে?

ইলা। আমি যখন বাটীর ভিতরে যাই, তখন মা  
থাকেন, দাসীরাও কেহ থাকে, কখন দাদাও বা আসিয়া  
বসেন।

রাজ। রাত্রিতে তুমি কতকণ নিদ্রা যাও?

ইলা। নীরব।

রাজ। চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—বলিতেই  
হইবে—বল—বল।

ইলা। ঘুমাইবার জন্য মা আমার নর্কদাই বড় ব্যস্ত

করেন, কিন্তু আমার কেমন ঘুম আইসে না ।

রাজপুত্র । তোমার আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে, তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি আমার সেবাতেই নিরত রহিয়াছ!—এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া নিষ্পন্দভাবে রহিল; ইলবিলা মুখে ঔষধাদি প্রদান করিল । রাত্রি দুই প্রহরের পর রাজপুত্র আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল এবং ব্যজন-হস্তে ইলবিলাকে সেইরূপ সম্মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না ; বারণ না মানিয়া উঠিয়া বসিল, এবং কহিল ইলবিলে ! আমি এত দিন প্রায় সর্বদাই অচেতন থাকিতাম, হুতরাং কে কি করিত, তাহার কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু এখন আমার আর সে ভাব নাই; এখন শার্দূলসঙ্গ আমে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার বেশ মনে হইতেছে এবং বুঝিতেছি যে, সেইরূপ অবস্থায় যদি তোমার এইরূপ শুশ্রূষা না পাইতাম, তাহাহইলে কখনই আরোগ্য-লাভ করিতে পারিতাম না ; অধিক কি এই সঙ্কটে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ । একদিন এই বাটীতেই গবাক্ষ-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন কেন যে তত আকুল হইয়াছিল, তাহার কারণ এখন বুঝিলাম । যাহা হউক এরূপ প্রাণদাত্তর ঋণ যে কি দিয়া পরিশোধ করিব, তাহা দেখি না । জীবন-দান ভিন্ন জীবন-দানের প্রতিদান নাই—অতএব আমি তোমায় আপনার জীবন দান করিলাম,—প্রাণাধিকে ইলবিলে ! তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ করিবে কি ? ইলবিলা আর কি বলিবে ! তাহার হৃদয়

আহ্লাদে উচ্ছলিত হইল ; সে মনে মনে ভাবিল, তোমার এই অলৌকিক রূপে ও দেব-দুর্লভ গুণে মোহিত হইয়া আমি অনেক দিন হইতে তোমার ঐ চরণে কেনা দাসী হইয়াছি; তুমিই আমার গ্রহণ করিবে কি না ? বলিয়া মনে ভয় ছিল; মা ভগবতী আজি আমার সে ভয় ভঞ্জন করিলেন ! আমার এ সৌভাগ্য—আমার কর্ণে এই অমৃতবর্ষণ—কেবল তাহারই দয়ার ফল । এই বলিয়া মনে মনে ভগবতীকে প্রণাম করিল । রাজপুত্র তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিল—বল—নয়নানন্দিনি ইল-বিলে !—বল—তুমি আমার হইবে কি না ?

ইলা । ( নতমস্তকে ) আমি কি আপনার যোগ্যা ?

রাজ । যোগ্যা—অযোগ্যা—সে বিবেচনা আমার—তোমার নহে । আমি তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও ।

ইলা । বাবা আছেন ।

রাজ । হাঁ, আমি জানি তুমি স্বাধীনা নহ—তাহার ব্যবস্থা আমি করিব ।

ইলা । শুমিতেছি সত্ত্বরেই আশাদের দেশে যাওয়া হইবে ; সে দেশ এখান হইতে অনেক দূর ।

রাজ । ( কিঞ্চিৎ ভাবিয়া )—

“ লীলাস্তরেহর্কণ্ড জলেবু পদ্মম্ ”

সে দেশ ত আমার পিতারই রাজ্যমধ্যে,—চিন্তা কি ?—তাহার ব্যবস্থা আমি করিব ।

ইলা । তখন মনে থাকিবে ?

রাজ । যদি দেহে প্রাণ থাকে, তবে অবশ্যই মনে থাকিবে ।

ইলা । থাকিবে ?

রাজ । থাকিবে ।

ইলা । থাকিবে ?

রাজ । . থাকিবে ।

ইলবিলা—আর কোন কথা কহিতে পারিল না—  
ভাবিল ইহা অপেক্ষা আর আমার আশংসনীয় কি হইতে  
পারে ! এই মহাপুরুষের—এই দেবতার—কথা যদি  
মিথ্যা হয়, ধরাতল রসাতলে যাইবে । অনন্তর রাজপুত্র  
স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ঔষধাদি চাহিয়া থাইল এবং নিদ্রাভি-  
ভূত হইল । পরদিন প্রাতে নিদ্রাপগমে স্বয়ং উঠিয়া বসিল  
এবং মনে মনে চিন্তা করিল, আমি যতদিন এইরূপে গৃহ-  
মধ্যে রহিব, ইলা ততদিন আহারনিদ্রাবর্জিত হইয়া  
আমার শুশ্রূষাতেই রত থাকিবে ; তাহাতে উহার শরীর-  
ধ্বংস হইবে । দেখিতেছি—উহার শরীরে আর কিছুমাত্র  
বল নাই—কেবল সেই নয়ন-মনো-মোহিনী লাবণ্যময়ী  
ছায়াটি মাত্র রহিয়াছে ! অতএব অন্ততঃ ইলাকে বাঁচাইবার  
জন্মও আমার এ গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া কর্তব্য ; আর  
এখান হইতে বহির্গত না হইলেও ইলাকে পাইবার উপায়  
করাও সহজ হইবে না;—ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিয়া হরি-  
দাসকে ডাকিল এবং কহিল, ভাই হরিদাস ! আমি জন্ম-  
রের কৃপায় প্রায় আটরোগ্যলাভ করিয়াছি; বুকের ঘাথানা  
মাত্র একটু আছে,—ইহা ক্রমে শুক হইবে । তুমি,তোমার



মা, ও তোমার ভগিনী—তোমাদিগেরই শুশ্রূষার গুণে এবার আমি জীবনলাভ করিয়াছি, অধিক আর কি বলিব আমার এ জীবন তোমাদেরই কৃত ; যাহা হউক ভাই ! অনেক দিন বাটীর পরিজনদিগকে দেখি নাই, মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব আমাকে তোমরা বাটী যাইবার অনুমতি দেও। রাজবৈদ্য এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং কতস্থান সকল পরীক্ষা করিয়া কহিল, হাঁ এক্ষণে বাটী যাইতে পারেন কিন্তু আর কিছুদিন এখানে থাকিলে ভাল হইত। লক্ষ্মীকান্তও ঐ গৃহে আসিয়া আরও কিছুদিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। গোবিন্দমণি আসিয়া কহিল বাপু ! তুমি রাজপুত্র ; আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, তোমাকে কয়েক দিন কাছে রাখিয়া সেবা করিতে পাইলাম ! কিন্তু তুমি কেবল অস্থস্থ অবস্থাতেই এখানে ছিলে, আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, স্থস্থ অবস্থায় দিন কত তোমার সেবা শুশ্রূষা করি। রাজপুত্র উত্তর করিল মা ! আপনি ওরূপ বলিবেন না—আপনি আমাকে হরিদাস হইতে ভিন্ন বোধ করিবেন না। এক্ষণে যাই, আবার আসিব, আপনি আমার প্রতি এইরূপ স্নেহ রাখিবেন। ইত্যাদিরূপ বিনয়-বাক্য দ্বারা সকলকে তুষ্ট করিয়া রাজপুত্র বাটী-যাত্রা করিল। আজ্ঞামাত্র মৃদুগামী যান উপস্থিত হইল। নির্বন্ধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বলরামবহুর বক্ষস্থলের উপর পদবিন্যাসপূর্বক তাহাকে যানে উঠিতে হইল। যান বলরামের সহিত রাজবাটীর অতিমুখে চলিল। রাজ-

মন্ত্রীর ভবন—বিশেষতঃ ইলবিলার মন—যেন সকল শূন্য হইল !

রাজপুত্র পৌঁছিলে রাজভবন আনন্দময় হইল । নগরস্থ সমস্ত দেব দেবীর মন্দিরে সাড়ম্বরে পূজা প্রেরিত হইতে লাগিল ; চতুর্দিকে নৃত্য গীত ও বাদ্যের ধুম পড়িয়া গেল ; অসংখ্য দীন দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হইতে লাগিল এবং কত কারাবদ্ধ মুক্তিলাভ করিল । কিয়দ্দিন পরেই রাজপুত্রের বক্ষস্থলের ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে শুক হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভৃগু-পদ-চিহ্নের স্থায়, ও রঘুরাজের বজ্র-ত্রণের স্থায় সেই বিশাল ব্যাঘ্র-ক্ষত-চিহ্ন রাজপুত্রের বক্ষস্থলে চিরবিরাজিত থাকিল ।

রাজমন্ত্রী লক্ষ্মীকান্তের বাসগ্রাম লক্ষ্মীকান্তপুরে কক্ষ-তটে রাজযোগ্য নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে তাহার প্রবেশ করা দূরে থাকুক, দেখাও হয় নাই ; দেশে যে নূতন জমীদারী লাভ হইয়াছিল, তাহারও আধিপত্যভোগ এক দিনও করা হয় নাই ; পরম মুহূদ রামধনদাস ও নীলমণিপালের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই ; কন্যা প্রৌঢ়বয়স্কা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখা আবশ্যিক ; ইত্যাদি নানা কারণে অনেক দিন হইতে লক্ষ্মীকান্তের একবার নিজ দেশে আসিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে রাজপুত্র বা চেংমলের শাদুল-সংগ্রামের ব্যাপার বশতঃ সে ইচ্ছা প্রকাশ হইতে পায় নাই । এক্ষণে মন্ত্রী মহারাজের নিকট আবেদন পূর্ব্বক অনুমতি লাভ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য

সপরিবারে দেশে আসিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজধানীতে গমন অবধি ইলবিলার উজীর-ছুহিতা সোণাবিবির সহিত অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল; চেৎমলের শীড়িতাবস্থায় যদিও কাহারও তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার বিধি ছিল না, তথাপি সোণাবিবি গোপনে মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া ইলার সহিত গল্প গুজব করিয়া যাইত। সেই সময়ে হরিদাসের সহিত সোণাবিবির অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং সেই সেই সাক্ষাৎকার-কালে উভয়েই উভয়ের মনোহরণ করিয়াছিল। সোণাবিবি সে গৃহে থাকিলে হরিদাস নানা ছলে অনেকবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, এবং সোণাবিবিও সেই সেই সময়ে অনেক অলক্ষিতে হরিদাসের রূপরাশি দেখিয়া লইত। উভয়ের এইরূপ অন্যান্যানুরাগ বৃদ্ধিতে পারিয়া চতুরা ইলবিলা এক দিন সোণাবিবির গাল টিপিয়া বলিয়াছিল “সোণা! তুই যদি মুসলমানী না হতিসু, তা হলে তোর সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়ে তোকে ঘরের বউ কর্তাম”—সোণা তাহাতে কোন উত্তর করে নাই, কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছিল। রাজমন্ত্রীরা দেশাগমনের যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহাতে হরিদাসের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু চেৎমল তখনও পূর্বস্বত বল প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব সে সময়ে আরও কিছু দিন হরিদাসের তথায় থাকিয়া পরে যাইলে ভাল হয়, এই বলিয়া উজীর অনুরোধ করায় মন্ত্রী হরিদাসকে তথায়

রাখিয়া হস্তী, অশ্ব, পাক্কী ও বিস্তর লোকজন সঙ্গে মহা সমারোহের সহিত পরিবার লইয়া দেশে আসিবার জন্ত যাত্রা করিল। কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে লিখিয়া-  
ছেন—

গচ্ছতি পুং শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ ।

চীনাংস্তক মিব কেশভাঃ প্রতিবাতং নীরমানস্য ॥

—ইলবিলার পক্ষে অবিকল তাহাই ঘটিল !

## ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস ।

দেবী कहিলেন—

চেংমলের সহচরভার জন্তই হরিদাসকে রাজধানীতে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রীর প্রস্থানের পর উহাদের দেখা শুনা বড়ই কম হইত। চেংমল কি অভিপ্রায়ে কখন কোথায় থাকিত, তাহা কেহই জানিতে পারিত না ; সে কখন ২।৪ দিন—কখন ১০।১৫ দিন—কখন বা এক মাসের ও অধিক কাল রাজধানী হইতে কোথায় চলিয়া যাইত,—কেহ তাহার সন্ধান পাইত না। অধিরাজ জানিতেন তাহার শরীর প্রকৃতিই হয় নাই, বলিয়া সে মধ্যে মধ্যে জল-বায়ু-পরিবর্তনের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া থাকে, এজন্ত তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। মধ্যে তাহারই যত্নে তাহার সন্ততানুচর বলরামবহুলক্ষ্মীকান্ত-পুরের এক গ্রামে বাটী ষড় নির্মাণ করিবার জন্ত অধিরা-

জের নিকট হইতে এক সনন্দ পায়, এবং তদনুসারে সে এখানে আসিয়া বনমালীসরকারের ন্যায় গড়বন্দী বাটী ঘর প্রভৃতি সম্বন্ধেই প্রস্তুত করিয়া উথায় অবস্থান করিতে থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উজীর রেহিম খাঁ হরিদাসের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করিত। তাহার রাজ-সভার কার্য-কলাপ পূর্বাঙ্কেই সমাহিত হইত; অপরাহ্নে প্রায় প্রত্যহই রেহিম হরিদাসকে নিজভবনে ডাকিয়া লইয়া যাইত, এবং নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত নানাবিষয়ের কথোপকথন করিয়া পরস্পর প্রীতি লাভকরিত। রেহিমের সোণাবিবি ভিন্ন অপর সম্ভান ছিল না; সে সোণাবিবিকে যেরূপ ভাল বাসিত, হরিদাসকেও সেইরূপ ভাল বাসিত; এই জন্য তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, সে হরিদাসকে সোণাবিবি-সমর্পণ করিয়া নির্বৃত্ত হয়। কিন্তু হরিদাস মুসলমানধর্ম অবলম্বন না করিলে তাহা কোনমতেই হইতে পারে না, এই ভাবিয়া সর্বদাই সে অস্থখী থাকিত। যশো-হরের সেই লালবিবি দাসী হইয়া রেহিমের সহিত পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিল; বয়োধর্ম্যে তাহার অসদাচার বিদূ-রিত হইয়াছিল, কিন্তু চতুরতা যায় নাই। সে রেহিমের মনোভিলাষ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া তাহার সংসাধনের জন্য উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

একজন কাফেরকে মুসলমানধর্ম্যে প্রবর্তিত করিতে পারিলে স্বর্গলাভ হয়, মুসলমানদিগের এইরূপ বিশ্বাস। রেহিম খাঁ একজন ভক্ত মুসলমান। সে অপরাহ্নে হরি-

দাসকে লইয়া যে সকল কথোপকথন করিত, তন্মধ্যে মুসলমান ধর্মই যে, পৃথিবীর সারধর্ম, তাহা অনেক বার বলিত এবং মধ্যে মধ্যে কোরাণের বচন আবৃত্তি করিয়া শুনাইত । প্রথম প্রথম সে সকল কথা শুনিতে হরিদাসের প্রবৃত্তিই হইত না, কিন্তু পরে অনেক বার শুনিয়া শুনিয়া মুসলমান ধর্ম টাই কি ? তাহা স্থূলরূপে বুঝিবার জন্য তাহার একটু কৌতুক জন্মিল । পাণ্ডুয়ায় যাইয়া সে কিকিৎ পারসী ও আরবী শিখিয়াছিল ; রেহিম খাঁ তাহাকে কোরাণ পড়াইতে আরম্ভ করিল ।

এক দিন পাঠ দিয়া রেহিম খাঁ বায়ু-সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছে, হরিদাস বসিয়া স্বয়ং পড়িতেছে, এমন সময়ে লালবিরি সেই খানে আসিয়া একটা মোড়ার উপর বসিল এবং জিজ্ঞাসিল মস্ত্রিপুত্র ঠাকুর ! চিনিতে পারেন কি ? হরিদাস তাকাইয়া কহিল—না ।

লাল । যশোরে কখনও দেখেন নাই কি ?

হরি । (আবার দেখিয়া) হাঁ, দেখিয়াছি ও চিনিয়াছি ।  
তুমি—এখানে কত দিন আসিয়াছ ?

লাল । আমি এখানে অনেক দিন আছি—আপনি ও কি পড়িতেছেন ?

হরি । কোরাণ ।

লাল । হিঁচুর ছেলের কোরাণ পড়ার প্রয়োজন ?

হরি । মুসলমান ধর্মে কি আছে, তাহা জানিতেছি ।

লাল । যদি মুসলমান ধর্ম ভাল বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিবেন কি ?

হরি । তা এখন বলিতে পারি না ।

লাল । যদি আপনি মুসলমান হন, তবে আমরা আপনাকে একটি জিনিষ বকসীস্ দিব ।

হরি । কি জিনিষ ?

লাল । তা এখন বলিব না ।

হরি । তবে বলিলেই কেন ?

লাল । আপনার পছন্দ হয় কি না ? তাহা জানিবার জন্ত ।

হরি । কিরূপে জানিবে ?

লাল । আপনাকে তাহা দেখাইয়া জানিব । এই বলিয়া সে হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর অভ্যন্তর দিকে গমন করিল, এবং সেখানে একটি গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া অঞ্জুলি হেলাইয়া গৃহস্থে দেখাইয়া দিল । ঐ গৃহে সোণাবিবি সম্মুখে এক ষানি বৃহৎ দর্পণ রাখিয়া খোঁপা বাঁধিবার জন্ত চুল আঁচড়াইতে ছিল—পুরোভাগে আতর গোলাপ ও নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প সকল সজ্জিত ছিল । হরিদাস সোণাবিবির সেই ভ্রমর-নীল কুঞ্চিত কেশ-রাশি, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ-বিজ্রাস্ত ভ্রমুগল, উন্নত নাসিকা, প্রবালসম অধরোষ্ঠ, উচ্চ বক্ষস্থল, আবৃত্ত-নাবৃত্ত স্বর্ণকাস্তি সেই অঙ্গযষ্টি ইত্যাদি দর্শন করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে তাকাইয়া রহিল । ক্ষণ কাল পরেই যেন চঞ্চল বায়ুর আঘাতে একটি নীলোৎপল কম্পিত হইল!—সোণার সেই বিশাল নেত্রদ্বয় হরিদাসের মুখোপর পতিত হইল!—অমনিই সোণা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গোলাপী রক্তের

কাপড় খানি দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া জড় মড় হইয়া বসিল। লালবিবি হরিদাসকে আর তথায় থাকিতে না দিয়া বাহিরে আনিল এবং ‘জিজ্ঞাসিল জিনিষটী পছন্দ হয় কি ?

হরি। দুর্লভ জিনিষ পছন্দ না হওয়াই ভাল।

লাল। দুর্লভই কিসে ?

হরি। আমি মুসলমান না হইলে ত তোমরা আমার বকসিস করিবে না।

লাল। আমরা যদি করি, আপনি লইতে পারেন কি ?

হরিদাস অনেক ক্ষণ তাবিয়া উত্তর করিল—না—তাহা পারি না।

লালবিবি। আপনি ভাল করিয়া কোরাণ পড়ুন—ও জিনিষ আপনার দুর্লভ থাকিবে না—সুন্দর করিয়া দেওয়া যাইবে “আমাদের মেয়ে মানুষের এমনই বুলির গুণ ; জলে লাগাই আগুণ !”—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমীর ওমরা মুসলমান দিগের দুহিতারা সূচীকর্ম, বস্ত্রাদিতে রঙ করা, ছবি আঁকা, আতর গোলাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, কবিতা-রচনা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি স্কুমার কলা বিদ্যায় শিক্ষিতা হইত। উজীর-দুহিতাও ঐ সকল কলায় সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। আর এক দিন অপরাহ্নে হরিদাসকে সেইরূপ নির্জনে পাইয়া লালবিবি নিকটে যাইয়া কহিল, মন্ত্রিকুমার ! আজি আর একবার আমার সঙ্গে যাইবেন কি ?



হরি । কোথায় ?

লাল । সে দিন যেখানে গিয়াছিলেন ।

হরি । ( কণকাল ভাবিয়া ) উজীর সাহেব আমায় ভাল বাসেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করা বোধ হয় তাঁহার অন্তিমত হইবে না ; তাঁহার অন্তিমত কার্য্য করা আমার উচিত নহে, অতএব তাহা আমি করিব না ।

লাল । তাঁহার অন্তিমত হইলে আমিই কি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারিতাম ?

হরি । অন্তিমত নহে, কি সে বুঝিলে ?

লাল । এই জন্য বুঝিলাম যে, মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত উজীর সাহেবের বড়ই হৃদয়তা । উজীর সাহেব আপনকার ভগিনীর চিত্তবিনোদনার্থ কত দিন সোণাকে নিজে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন ; চেৎমলের পীড়িতাবস্থায় সোণা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইত, সেখানে আপনার সহিত উহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও উজীর সাহেব জানিয়াছেন ; এই যে গৃহে আপনি বসিয়া পাঠ করিতেছেন, ইহা অন্তঃপুরেরই অন্তর্গত ; উজীর সাহেব আপনাকে এই গৃহে একাকী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; অতএব দেখুন তিনি আপনাকে কত ভাল বাসেন । অতএব তাঁহার কন্যার শিক্ষিত কোন বিদ্যার যদি আপনি পরীক্ষা করেন, তাহাতে কোন দোষই হইতে পারে না এবং সে কার্য্য কখনই তাঁহার অন্তিমত হওয়া সম্ভব নহে ।

হরিদাসের মন একটু বিচিত্ররূপ—যে কার্য্য তাহার  
 শ্রাঘ্য বলিয়া বোধ হইত, তাহা করিতে সে কুণ্ঠিত হইত  
 না ; আর যাহা সে অনশ্রাঘ্য বলিয়া বুঝিত, তাহা করিতে  
 কোন স্ততেই প্রবৃত্ত হইত না ; কিন্তু তাহাকে শ্রাঘ্যের  
 অনশ্রাঘ্যতা ও অনশ্রাঘ্যের শ্রাঘ্যতা বোঝান তত কঠিন  
 ছিল না। ভক্তির, সে যখন যে কার্য্য করিত, তখন তাহার  
 মন তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইত ; আবার অন্য কার্য্য  
 করিবার সময়ে পূর্বের কার্য্যে মন আর সেরূপ নিবিষ্ট  
 থাকিত না। সে দিন সোণাকে তদবস্থায় দেখিবার সময়ে  
 হরিদাসের মন সোণাময় হইয়াগিয়াছিল, সে সমস্ত রাত্রিটা  
 কেবল সোণাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল এবং সোণার সহিত  
 একাসনে উপবেশন করিয়াছিল। তৎপর দিনেও জাগ্রত-  
 বস্থায় অনেক সময়েই মনে মনে সেইরূপ করিয়াছিল, কিন্তু  
 আবার যখন উজীর সাহেবের নিকট কোরাণের পাঠগ্রহণ  
 করিল, তখন তচ্ছিন্তাতেই মগ্ন হইল ; সোণার কথা আর  
 অধিক মনে রহিল না। আজি আবার লালবিবি তাহার  
 কথা মনে তুলিয়া দিলে সোণাকে দেখিবার ইচ্ছা পুন-  
 জাগরিত হইল এবং সে কার্য্য যে অনশ্রাঘ্য বা উজীর সাহে-  
 বের অনভিমত নহে, তাহাও বুঝিল ; অতএব জিজ্ঞাসিল  
 কি বিদ্যার পরীক্ষা করিতে হইবে ?

লাল। যাইলেই এখনই জানিতে পারিবে, বলিয়া  
 তাহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্বক সেই গবাক্ষ-বিবরের  
 সন্নিধানে দাঁড় করাইল এবং ভিতরে দেখিতে কহিল।  
 হরিদাস দেখিল একটি স্ত্রীলোক ঢোলক, একজন মন্দিরা

ও একজন সারেন্দ্র বাজাইতেছে এবং আর একজন সমুজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। নর্তকীর ঠমকে ঠমকে পদবিক্ষেপ, ত্রিভঙ্গ ভাবে শরীরের অবস্থাপন-পূর্বক নিত্য কটি উরস্থল ও গ্রীবাদেশের পরিচালন, হস্তদ্বয়ের অঙ্গবিশেষের উপর অবস্থাপন—পরিচালন ও কম্পন এবং মধ্যে সবিলাসভাবে ঘূর্ণন ও তছুপরি কোকিল-গগুন কলকণ্ঠে সেই সুমধুর গান—এ সকল হরিদাসের চিত্তক্ষেত্রে পাষাণরেখার ন্যায় যেন অঙ্কিত হইতে লাগিল।

ঐ নর্তকীর নর্তন ও গানভিন্ন পৃথিবীতে যে, আর কিছু পদার্থ আছে, তৎকালে তাহার সে বোধই রহিল না। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্যগীত করিয়া থাকে, ইহা হরিদাসের শোনা-ছিল, এজন্য প্রথমে তাহার বোধ হইয়াছিল যে, তাহাদেরই কেহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্তু পরে যখন নর্তকীর সমুদয় মুখাবয়ব দৃষ্টিপথে পড়িল, তখন বুঝিল নর্তকী অন্য কেহ নহে—সোণাবিবি! সোণাবিবিও হরিদাসকে দেখিয়া জিব কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। চতুরা লালবিবি অমনি হরিদাসকে তথা হইতে পাঠা-গারে আনিয়া বসাইল। আজি হরিদাসের চিত্ত অধিক চপল;—আজি সে যেদিকে চাহিতেছে, সেই দিকেই সোণাকেভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছে না; তাহার চিত্তের বিবেকশক্তি ও দৃঢ়তা আজি অনেক অপগত হইয়াছে। তাই পণ্ডিতেরা কহেন—

তাবদেব-রিনেকিৎ তাবদেব দৃঢ়ঃ মনঃ।

যাবজ্জলন্তি ন স্বান্তে মন্যথস্য শরানলঃ ॥

ইহার ৩। ৪ দিবস পরে আর এক দিন ঐরূপ সময়ে লালবিবি তাম্বুল-চর্বণ করিতে করিতে ও হাসিতে হাসিতে হরিদাসের নিকটে আসিয়া বসিল এবং কহিল মন্ত্রী-কুমার! আজি আপনাকে একটা কাজের জন্য অনুরোধ করিব ।

হরি । কি কাজের জন্য অনুরোধ ?

লাল । আপনি অনুরোধ রক্ষা করিবেন , অঙ্গীকার করুন তবে বলিব ।

হরি । রক্ষা করিবার হয়, অবশ্যই করিব ।

লাল । আজি সন্ধ্যার পর ঐ বাগানবাড়ীর এক-  
তালি ঘরের ছাদের উপর সোণা নির্জনে আপনার সহিত একবার দেখা করিতে চাহে ।

হরিদাস শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং কহিল সে কি !  
সন্ধ্যার পর—নির্জনে—আমি সোণার সহিত কিরূপে দেখা করিব !—লোকে শুনিলে কি বলিবে ! উজীর সাহেব শুনিলে কি ভাবিবেন !—আমি এরূপ নেমক-হারামী কাজ করিতে পারিব না !

লালবিবি মুচকি হাসিয়া কহিল, একবারে আঁতকে উঠিলেন কেন ?—ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই ;—সন্ধ্যার পর বলা হইয়াছে এই জন্য যে, দিনের বেলায় চারিদিকে অনেক লোক থাকে, সে সকল লোক আপনাদিগকে কথোপকথন করিতে দেখিলে বিরুদ্ধ ভাবিতে পারিবে । আর সে সকল লোকের সাক্ষাতে সোণা নিজের মনের কথা লজ্জাবশতঃ আপনাকে কোন বতেই

জানাইতে পারিবে না;—সন্ধ্যার পর হইলে সে সকল বাধা কিছু থাকিবে না। আর ‘নির্জনে’ যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ—সে স্থানে জনপ্রাণী থাকিবে না, তাহা নহে।—আমি তথায় থাকিব। আরও আপনি বিবেচনা করুন যে, শুদ্ধ সোণার কথাতেই যদি তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে দোষ হইতে পারিত; এ তাহা নহে—আমি লইয়া যাইতেছি; আমি তথায় থাকিব; এ ব্যাপার সোণার মাতারও অবদিত থাকিবে না,—উজীর সাহেব পরে জানিতে পারিলেও অসন্তুষ্ট হইবেন না—অতএব আপনি কেন এত ভয় করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না—বামণে যুক্তি বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে!

হরিদাস অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল—কন্দর্পঠাকুরও সে চিন্তায় কিছু সহায়তা করিলেন—মত হইয়া গেল।

রাত্রি ৪ দণ্ড হইয়াছে এমত সময়ে হরিদাস উজীর-তবনে উপস্থিত হইলে লালবিবি হাস্যদ্বারাই সম্ভাষণ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্বক অন্তঃপুরের অভ্যন্তর-বর্তী পথদ্বারাই তাহাকে বৃক্ষবাটিকার মধ্যে লইয়া গেল।—বৃক্ষবাটিকার তিনদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর; দক্ষিণভাগে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, বিলু, কপিথ, কুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলবৃক্ষ; মধ্যভাগে জাতি, যুধি, মল্লিকা, মালতী, কামিনী, কেতকী, আইচ, টগর, গন্ধরাজ, রঞ্জমীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ; উত্তর দিকে একটা একতলা উচ্চ অট্টালিকা। পুরমহিলারা এই পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিয়া ক্রান্ত হইলে ঐগৃহে বিশ্রাম করে, এজন্য উহাতে

আসন, শয্যা, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ সম্বিষ্ট থাকে । এই অট্টালিকার উত্তরে একটি প্রাকার-বেষ্টিত দীর্ঘিকা ।

লালবিবি হরিদাসকে লইয়া এই গৃহের ছাদের উপর চলিল—সেইখানে সোণাবিবি অপেক্ষা করিতেছিল । নব-যুবতীরা সহজেই লজ্জাশীলা হয় এবং নায়কের সহিত প্রথম সম্ভাষণাদি করিতে বড়ই সঙ্কোচপ্রকাশ করে । সোণাবিবিও তাহাই ; কিন্তু লালবিবির নিরন্তর প্রবর্তনায় সোণাকে একটু প্রগল্ভভাষ ধারণ করিতে হইয়াছিল । লালবিবি তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, তোমাকে সিংহ-শীকার করিতে হইবে ।—হিঁদুর ছেলেকে মুসলমান করিয়া বিবাহ করিতে হইবে ; অতএব ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সে সকল প্রয়োগ না করিলে শীকার পটিবে কেন ! সোণা ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই বুঝিয়াছিল । হরিদাস ছাদের উপরে উঠিয়া দেখিল সোণা ভুবনমোহিনী—সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া সিঁড়ির নিকটে দণ্ডায়মানা আছে । সে দিন পূর্ণিমা ; গগনাক্রুত পূর্ণচন্দ্রসোণার অঙ্গস্থ হীরকালঙ্কার সকলের উপর পতিতও প্রতিফলিত হইয়া সোণাকে যেন লাবণ্য-সরোবরের তরঙ্গের উপর নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল । ছাদের মধ্যভাগে এক খানি বিস্তৃত মহল্লন্দ পাতিত ; তাহার চতুষ্পাশ্বে স্বর্ণ ও রক্তত পাত্রে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, খাদ্য, পানীয় ও তাম্বুল সকল সজ্জিত ; মগয়পবন মন্দ মন্দ বহমান হইয়া সেই সকল বস্তুর সৌরভ চারিদিকে

ছড়াইতেছিল। হরিদাস তথায় উপস্থিত হইলেই লালবিবি, বসিবার জন্য একখানি চৌকী আনিয়া দিল;—হরিদাস তাহাতে বসিল। সোণাবিবি চিত্রে কন্ঠে কেমন নিপুণা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে লালবিবি সোণার অঙ্কিত এক খানি ছবি আনিবার জন্য চলিয়া গেল। হরিদাস জিজ্ঞাসিল সোণা! তুমি আমায় ডাকিয়াছ?—তুই তিন বার প্রশ্নের পর সোণা কণ্ঠ প্রকৃতিস্থ করিয়া উত্তর করিল—“হাঁ”।

হরি। কেন ডাকিয়াছ?

সোণা। আপনার মুখের গোটাঁকিত কথা শুনিবার জন্য।

হরি। আমার মুখের কথা তোমার কি এত মিস্ট লাগে?

সোণা। না লাগিলেই ডাকিব কেন? এই বলিয়া হরিদাসের মুখের উপর একবার কটাক্ষপাত করিল—হরিদাস তাহা অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিল এবং কহিল কি কথা শুনিবে—বল?

সোণা কহিল আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই মহলন্দে আসিয়া বসেন এবং এই যে, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য আহৃত হইয়াছে, ইহা ভক্ষণ করেন। শুনিবামাত্র হরিদাস মহলন্দে গিয়া বসিল, কিন্তু কহিল সোণা! তুমি আমায় মাপ করিবে, আমি এ সকল ভক্ষণ করিতে পারিব না! মুসলমানের বাটীতে মুসলমানের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা হিন্দু-সমাজে রীতি নাই; ইহাতে আমার ধর্মে হানি হইবে—পিডা স্পৃষ্ট হইবেন—সমাজে নিন্দা হইবে।

সোণা । ধর্ম-হানির কথা বলিতে পারি না, তবে সমাজে প্রকাশ না করিলেই চলে ।

হরি । এমত লোক অনেক আছে, তাহারা আপন কার্য্যাদিহির জন্য মুসলমানের বাটীতে গোপনে পানভোজন করে, কিন্তু সমাজের কেহ জিজ্ঞাসিলেই সম্পূর্ণ অপলাপ করে ; আমি তাদৃশ লোককে অতি নীচ বলিয়া ঘৃণা করি; আমার বিবেচনায় যাহা সমাজে প্রকাশ করিতে পারা যাইবে, তাহাই করা উচিত ; যে কার্য্য করিয়া সমাজের ভয়ে মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঢাকিতে হইবে, সে কার্য্য করা কোন মতে বিধেয় নহে ।—সোণাবিবি এ কথার কোন উত্তর করিল না কিন্তু ‘যে দয়ালু ঈশ্বর সংসারের সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর সকলের সুখসাধন করিতেছেন, তিনিই কি এই জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন ?—না—জ্বর, নিষ্ঠুর, পরসুখদেষী মানবেরা এই জাতিভেদ করিয়াছে ?’—এই ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল । অনন্তর জিজ্ঞাসিল আপনার কোরাণ পড়া কতদূর হইল ?

হরি । অর্দ্ধেকের অধিক ।

সোণা । কিরূপ বুঝিতেছেন ?—মুসলমানধর্ম মন্দ, না ভাল ? ×

হরি । সমুদয় না পড়িলে বুঝিতে পারিব না, —তবে যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে মন্দ বোধ হইতেছে না ।

সোণা । যদি বেশ ভালই বোধ হয়, তবে কি করিবেন ?

হরি । কি করিব, তাহা এখন ঠিক বলিতে পারি না; কারণ তাহাতে বিবেচনার বিষয় অনেক আছে; তবে



যদি নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম অপেক্ষা মুসলমানধর্ম শ্রেষ্ঠতর, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহা অবলম্বন করিলেও করিতে পারি।

সোণা। যদি তাহা না বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে ?

হরিদাস কোন উত্তর করিতে পারিল না—মুখ অবনত করিয়া রহিল। সোণাবিবি কাতরস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল “তাহা হইলে ?”—হরিদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল সোণা ! আমি তোমাকে অনেক বার দেখিয়াছি, তুমিও আমায় অনেক বার দেখিয়াছ ; আমি জানি যে, আমি তোমায় ভাল বাসি—এবং বোধ হয় তুমিও আমায় ভাল বাস ;—আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি মুসলমানধর্ম অবলম্বন করিলে উজীর মহাশয় তোমাকে আমায় দিতে ইচ্ছুক আছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় অত যত্ন করিয়া আমায় কোরাণ পড়াইতেছেন। যদি তাহা ঘটে — তাহা হইলে বিচারে কোন জটিলতাই থাকিবে না। আর যদি তাহা না ঘটে, তাহা হইলে ?— তাহা হইলে ?—সমস্যা বড় বিষম !—সোণা ! আমি নিজেও কিছু শাস্ত্র পড়িয়াছি এবং বাবার মুখেও শুনিয়াছি যে, হিন্দুদিগের বিবাহ কেবল যে সে কার্যের জন্য নহে — স্ত্রীর সহিত একত্র ধর্মোচরণ করিবার নিমিত্ত—এই হেতু হিন্দুরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী কহেন। এস্থলে, তুমি মুসলমান-কন্যা—আমি ব্রাহ্মণ ; হিন্দুশাস্ত্রমতে আমাদের বিবাহই হইতে পারে না ;—যদিই বিবাহ হয়, তাহা হইলে তুমি ও আমি হিন্দুধর্মের কোন কার্যের অনুষ্ঠানে

অধিকারী হইব না । এমত স্থলে, — সোণা ! — তোমাকে আমি যে কি বলিব ! — তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ! — সোণাবিবি অদূরে বসিয়াছিল, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিতেছিল; হরিদাস দেখিল সোণার অশ্রু-সিক্ত গণ্ডস্থলে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে । হরিদাসের ইচ্ছা হইল, উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা মুখখানি মুছাইয়া দেয় । উত্তরীয়ও হস্তে লইল, — কিন্তু এমত সময়ে লালবিবি চিত্রপটখানি আনিয়া হরিদাসের হস্তে দিল — হরিদাস তাহা দেখিতে আরম্ভ করিল । লালবিবি, ‘বৃক্ষবাটিকার দেউড়ীর দরওয়ানদিগের মধ্যে কি একটা গোলযোগ হই-তেছে জানিয়া সত্বরেই আসিতেছি’ এই বলিয়া তথা হইতে আবার প্রস্থান করিল ।

হরিদাস দেখিল যে, চিত্রপটে তাহার নিজেরই মূর্তি এবং তৎপুরোভাগে সেই দিনকার মত সমুজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা সোণাবিবি একছড়া হার হস্তে কাতর-নয়নে হরিদাসের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে, এইরূপ অঙ্কিত আছে । এই দেখিয়া হরিদাসের বৈর্য্য একবারে বিচলিত হইল ! সে বাষ্পগদগদস্বরে বলিয়া উঠিল সোণা ! আমায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবে ? — সোণা বদ্ধাঞ্জলি হইল । হরিদাস কহিল, তোমার গলার ঐ হারছড়াটা আমায় দিবে কি ? সোণা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া হরিদাসের হস্তে দিল ; হরিদাস সেই হার নিজ-কণ্ঠে পরিয়া তাহার নিজের যে হারছড়াটা ছিল, তাহা কণ্ঠ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক সোণাবিবির কণ্ঠে পরাইয়া

দিস এবং কহিল প্রাণাধিকে - প্রিয়তমে - সোণা ! আজি এই হার-বিনিময়ের দ্বারা আমাদের উভয়ের বিবাহ হইল; ঈশ্বর করেন কিছু দিন পরে আমরা পতিপত্নীভাবে সংসার-ধর্ম করিব - আর তাহা নাই ঘটে - আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি আর বিবাহ করিব না - যাবজ্জীবন তোমাকেই পত্নীভাবে ধ্যান করিব, আর তোমার এই হার - যত দিন বাঁচিব, - আমার কণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকিবে; আমি তোমায় কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিতে চাহি না; - তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে পারিবে, তাহাতে আমার মন কিছুমাত্র ভাবান্তর জন্মিবে না।

সোণাবিবি ভূপাতিতজানু ও কুতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিল প্রাণেশ্বর ! প্রাণবল্লভ ! তোমারও যে প্রতিজ্ঞা, আমারও সেই প্রতিজ্ঞা; আমি প্রাণান্তেও আর অপর পতি গ্রহণ করিব না, ঐ চরণেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া চিরজীবন কাটাইব; তোমার প্রদত্ত এই হার আমার কণ্ঠের একমাত্র অলঙ্কার থাকিবে; মুসলমানের মেয়ে কেমন সতী হয়, তাহা জানিতে পারিবে; জীবিতেশ্বর ! পৃথিবীর সুখ দিন কয়েকের জন্য বৈ নহে, সে সুখ আমাদের ভাগ্যে না ঘটে, নাই ঘটিল, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন—যদি পরকাল থাকে, - তবে সেখানে আমরা মিলিত হইব এবং তথায় অনন্তকালের জন্য অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব—আশীর্বাদ করিও যেন আমার মতি তোমার চরণ হইতে কখনও বিচলিত না হয়।

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে লালবিবি দ্রুতপদে আসিয়া সসম্মুখে কহিল বড় বিভ্রাট উপস্থিত ! হরিদাস জিজ্ঞাসিল কি বিভ্রাট ? লালবিবি উত্তর করিল, কুল-বাগানের দেউড়ীর দ্বারবানেরা তোমাদের কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছে এবং রাজিকালে অন্তরের বাগানের মধ্যে অপরিচিত পুরুষের শব্দে বিস্মিত হইয়া গোলমাল করিতেছে এবং কে সে পুরুষ ? তাহাকে দেখিব—গ্রেফতার করিয়া রাখিব—এবং কল্য উজ্জীরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করিব, বলিয়া উদ্ধতভাবে এই দিকেই আসিতেছে—আমার নিষেধ কোনমতেই শুনিল না। বাহা হউক পাছে তাহারা আপনাকে চিনিতে না পারিয়া কোনরূপ অপমান করে বা সেই সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আপনার অঙ্গে আঘাত করে, আমার বড়ই ভয় হইতেছে ! সোণার মুখখানি শুখাইয়া গেল ! হরিদাস জিজ্ঞাসিল তাহারা কয় জন ? লালবিবি কহিল ৮। ১০ জন হইবে। হরিদাস হাসিয়া কহিল আট দশ জন মাত্র লোকে আসিয়া আমার অপমান করিবে!—আমায় প্রহার করিবে!—আমি তাহাদের কিছুই করিতে পারিব না ! আমি সে গুলাকে এখান হইতে ছুড়িয়া ঐ দীঘীর জলে ফেলিয়া দিতে পারিব না !!—লালবিবি কহিল তাহারা শস্ত্রপাণি—আপনি নিরস্ত্র ! হরিদাস আবার হাসিয়া কহিল—ঐ দশটা লোকের মধ্যে এক জনেরও হস্ত হইতে একখানা অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিব না !—হা অদৃষ্ট !—এই বলিয়া সে কোমর বান্ধিয়া দাঁড়াইল—অজগর সর্পের

স্বাৰ্ভ তহাৰ শৰীৰ প্ৰতি শ্বাসপ্ৰশ্বাসে যেন কুলিতে ও  
কমিতে লাগিল । হৰিদাস দৰ্পভৱে কহিল লালবিবি  
আত্মপ্ৰাণা কৰিতেছি ভাবিও না—কিন্তু তুমি জানিয়া  
রাখিবে যে, আমি ধাবনে কুৱঙ্গ, উৎপতনে প্ৰবঙ্গ, অপ-  
সৰ্পণে ভুজঙ্গ ;—আমি আলুৰুনে শ্যেন, গৌৰবে গজেন্দ্ৰ,  
পৰাক্ৰমে মৃগেন্দ্ৰ;—আমি মৰুদেশে উষ্ট্ৰ, গিৰিশৃঙ্গে ব্যাঘ্ৰ,  
স্থলে বাজী, জলে কুস্তীৰ!—আমি বিপন্নৰ বন্ধু, স্নেহকাৰীৰ  
দাস, মিত্ৰেৰ স্ৰুধাংশু এবং শত্ৰুৰ যম ;—অথবা কথাত  
আৰ এসকল জানাইবাৰ প্ৰয়োজক নাই, আমি কি কৰিতে  
পাৰি—না পাৰি—তাহা এই খণ্ডনই একান্তে দাঁড়াইয়া  
দেখ ।

লালবিবি কহিল মন্ত্ৰিকুমাৰ ! তোমাৰ বীৰত্বৰ  
বিষয় আমৰা অনেক অবগত আছি । ঐ বীৰত্বৰ জন্মই  
উজীৰসাহেব তোমাকে অত ভালবাসেন । যাহা হউক  
আজি তোমাৰ সে বীৰত্ব-প্ৰদৰ্শনৰ উপযুক্ত সময় নহে ;  
তাহা কৰিতে যাইলে গুৰুতৰ অনিষ্ট ঘটিবে । হৰিদাস  
জিজ্ঞাসিল কি অনিষ্ট ?—লালবিবি কহিল, বুঝাইয়া দিতেছি  
—আজি তোমাদেৰ যে এই সাক্ষাৎকাৰ হইল, ইহা যদি  
উজীৰসাহেব শোনে, তাঁহাকে আমৰা এ সাক্ষাৎকাৰেৰ  
নিৰ্দোষতা বুঝাইতে পাৰিব—তিনিও বুঝিবেন ; কিন্তু  
দ্বাৰবানেৰা ছোট লোক ও কুটিলমতি ; উহাৰা এমত  
সময়ে সোণাকে ও তোমাকে একত্ৰ দেখিলে কত কুখা  
ৰটাইবে—উজীৰসাহেবেৰ উন্নত মন্ত্ৰক নত হইবে এবং  
এ হেন খাটী সোণাতেও খাইদ আছে, বলিয়া লোকে

সন্দেহ করিবে । হরিদাস ! তুমি ছেলে মানুষ—জান না, “বাতাসেও মেয়ে মানুষের গাত্রে কলঙ্ক পড়ে” অতএব অন্ততঃ সোণার কলঙ্কমোচনের জন্যও আজি তোমার বীরত্বপ্রদর্শন হইতে বিরত থাকিতে হইবে । হরিদাস কিয়ৎকাল নিস্তরুভাৱে রহিল এবং বুঝিল যে, লালবিবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা ; অতএব জিজ্ঞাসিল, তবে এখন কি করিলে ভাল হয় ? লালবিবি কহিল, তুমি যদি রক্ষি-বর্গের অজ্ঞাতসারে কোন রূপে এখান হইতে পলায়ন করিতে পার, তাহা হইলেই সকল দিক্ সম্বল থাকে । এই সময়েই রক্ষিবর্গ যে সিঁড়ির সম্মুখানে আসিয়াছে, তাহার শব্দ উঠিল ।

হরিদাস সেই শব্দ শুনিয়া কহিল “পলায়ন”টা বড় কাপুরুষের কর্ম ! কিন্তু জীবনসংকল্প সোণার জন্য আজি আমি তাহাও করিব । অনন্তর সে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঐ ছাদের প্রায় ১০ হস্ত উত্তরে দীর্ঘিকার তীরে একটা বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষ রহিয়াছে । হরিদাস সোণার নিকটে ঘাইয়া “তবে সোণা !—আসি !—হয় ত এই আমাদের শেষ দেখা ! !” এই বলিয়া সোণাবিবির দক্ষিণ হস্তটা সবলে চাপিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ নারিকেল বৃক্ষ ধরিবার জন্য ছাদের প্রান্ত হইতে এক লম্ব প্রদান করিল । সোণাবিবি ডুকুরে কাঁদিয়া উঠিল ; হরিদাস অবলীলাক্রমে সেই বৃক্ষের মধ্যভাগ ধরিল, এবং বিছায়েপড়ে পড়া হইতে মাঝিরা দীর্ঘিকার উন্নত প্রাচীর অবলীলাক্রমে উল্লেখনপূর্বক চলিয়া গেল ।

## সপ্তম উচ্ছ্বাস।

দেবী कहিলেন—

লক্ষ্মীকান্ত কয়েক দিনের পর সপরিবারে বেশে পৌছিলে এবং যথাবিধি শাস্ত্রীয় কার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক নূতন ভবনে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মীকান্তপুরে আনন্দের সীমা রহিল না। রাজধানী পাণ্ডুর তাহাকে সকলে রাজমন্ত্রী বলিত, কিন্তু এখানে 'লক্ষ্মীকান্তপুর' নামক জমিদারীর আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়ার প্রজন্ম তাহাকে রাজা—এবং তাহার বাটাকে রাজভবন कहিত। অতঃপর আধিপত্য লাভের পর সেই দারিদ্র্যশার অকৃত্রিম বহু রামধন দাস ও লীলমণি পালের সহিত বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় লক্ষ্মীকান্ত অমলমলমল হইয়া তাহাদিগের সহিত নিরন্তর কথোপকথন করিয়া ও খাশ মিটাইতে পারিল না। জন্মজার ইচ্ছা যে, সে বার্মণ ঠাকুরপোর নিকটে নিরন্তর বসিয়া তাহার গমন দিন হইতে প্রত্যাগমন দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরে তাহাদের নিজের এবং প্রতিবেশীদিগের পরিবার মধ্যে যে দিন যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমস্ত গল্প করিয়া শুনার। বীকা অধিক কথা কহে না—ঐ সকল সময়ে কোমরে হাত দিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া মল্ল মল্ল হাসিতে থাকে। ইলঝিলা, মালতী ও মাধবী তিনটিতে যেন একটি হইয়া বসে—তাহাদের এক স্থানে ভোজন—একস্থানে উপবেশন—ও একস্থানে শয়ন

হয় । তাঁহারা তিন জনে একত্র হইয়া প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দেউলগড়ের ভগবতী দেবীর পূজা দিতে যায় । লক্ষীকান্তের দেশে প্রত্যাগমন দিন হইতে ঐ দেবীর পূজা অধিকতর আড়ম্বরের সহিত হইতে থাকে । লক্ষীকান্তপুরে কৃত-নিধাস বনমালীসরকার বলরামবহু, বৃদ্ধজাবালি, কৃষ্ণা-চার্য্য, রাধাকৃষ্ণ, কুজকৃষ্ণি প্রভৃতি পূর্ব্ব পরিচিত ও জ্ঞাতি স্বজন বর্গ সর্ব্বদাই লক্ষীকান্ততবনে গমনাগমন করেন । ঐ তবনের তোরণদ্বারের দুই পাশে দুইটি হস্তা ও ভৎপাশে কতকগুলি অশ্ব বদ্ধ থাকে । প্রাসাদের দুই প্রান্তে দুইটি নহবৎ বাজে । শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্যাগত দিগের ভোজন প্রভৃতি কার্য্য সকল বাজিতে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে ।

একদিন রাজা লক্ষীকান্ত কাছারী গৃহে বসিয়া আছেন, দক্ষিণ ভাগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও আশ্রয় কুটুম্ব স্বজন উপবিষ্ট, বামভাগে দেওয়ান রামধনদাস ও নায়েবদেওয়ান নীল-অনিপাল জমীদারীর হিসাব পত্র দেখিতেছে—প্রজারা রাজ-সম্মুখে নজোর ধরিতেছে এবং দেওয়ানজী-দিগের নিকটে যাইয়া আপন আপন অভিযোগ বার্তা জানাইতেছে—সে সকলের বিচার হইতেছে, রাজতবন লোকে পরি-পূর্ণ হইয়াছে, বাহিরে অধুর নহবৎ বাজিতেছে—এমত সময়ে হিরণ্যরেতঃস্বামী আসিয়া উপস্থিত ;—সভা শুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল ও প্রণাম করিল । রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসাইলেন এবং কৃতান্তলিপুটে কহিলেন ভগবন্ ! বহুদিন যাবৎ আপনকার চরণ দর্শন



করিতে পাই নাই; রাজধানীতে আমার সেইরূপে কৃতার্থ  
করিয়া কোথায় যে গিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাই  
নাই; আমি পূর্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই  
আপনকার এই কৃপালাভ করিয়াছি; আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-  
পুত্র—অধম—পামর—আমার ভাগ্যে যে এত বড় পদ, এতদূর  
ঐশ্বর্য ও এরূপ আধিপত্য লাভ করিবে, তাহা স্বপ্নের ও  
অগোচর! আমার এরূপ কোন ভয় নাই, বাহাতে আমার  
এত সৌভাগ্য ঘটে; তবে কেবল পিতৃ-লোকের পুণ্যবলে  
ও আপনকার চরণকৃপায় আমি এ সকল পাইয়াছি।  
আপনি সাক্ষাৎ ভগবান—আমরা কি জ্ঞানে জানি না,  
আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে এই সুখ সম্পত্তি প্রদান  
করিয়াছেন, এই বলিয়া পুনর্বাস্তব স্বামী চরণে অন্তর  
লোটাইয়া পড়িল। স্বামী তাহাকে তুলিয়া ঘেহলহকারে  
কহিলেন বৎস! ভগবান্ ব্যতিরেকে মানুষকে সুখসম্পত্তি  
প্রদান করিবার আর কাহারও সামর্থ্য নাই—তিনিই  
তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দিয়াছেন। যাউক  
ওসকল কথায় আর কাজ নাই—আমি প্রাচীন হইয়াছি,  
এ অবস্থায় জন-সমাজে থাকা আর আমার কর্তব্য নহে;  
এখন নির্জনে গিয়া বাস করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার  
পরিবার গুলিকে বড় ভাল বাসি, একবার দেখিয়া যাইব  
এই উচ্চ।। রাজা আমলোৎকল হইয়া তাহাকে লইয়া  
অভ্যন্তরতাগে প্রবেশ করিল। রাজপরিষাদে  
স্বামীর বাহ্যিক কথারও অবদিত ছিল না—সকলেই  
দোড়িয়া আসিয়া সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিল। হরিনাম

রাজধানী হইতে আইসে নাই—তাহা তিনি জানিতেন, এইজন্য তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপর সকলের কথা পুছানুপুছরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকলকে দেখিয়া প্রীত হইলেন । তৎপরেই তাঁহার তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গৃহস্থেরা কোন মতে বাইতে দিল না—পরম ভক্তি সহকারে স্নান-হার করাইয়া সকলে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইল । অপরাত্রে স্থানান্তর স্বামীর চতুর্দিকে সকলে বেষ্টিত করিয়া আছে, এমনত সময়ে লক্ষ্মীকান্ত কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল ভগবন্ ! এই পরিবারের প্রতি আপন-কার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি আছে, ইহা বরাবর সমান থাকে, এই আমার প্রার্থনা । এই কথা শুনিয়া স্বামী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ঘাছা কহিলেন, তাহার সংক্ষেপ এই—

বিক্রমপুরে জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত । তাহার পত্নী প্রথমবারে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করে । জগদ্বন্ধু দারাস্তরপরিগ্রহ না করিয়া কন্যাটিরই লালন পালনে প্রবৃত্ত থাকে ; কিন্তু কিছু দিন পরে কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ কয়েক জন মুসলমান কর্তৃক অত্যন্ত অবমানিত হয় এবং সেই অবস্থানে নির্বিকল হইয়া পঞ্চম বর্ষবয়সেই কন্যাটির যশোহরস্থ এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিয়া সংসারাত্মক পরিত্যাগপূর্বক আশ্রমাস্তর গ্রহণ করে । অনন্তর সে নানাদেশ—নানা তীর্থ—নানা আশ্রম—পরিভ্রমণ

করিল এবং সেই সেই স্থানে নানাদেশীয় দত্তী হংস পরস-  
হংস প্রভৃতি সংসারাপরন্ত যোগী ঋষি তপস্বীদিগের  
সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ বিদ্যা, নানারূপ ঔষধ,  
নানারূপ মন্ত্র ও যোগবল শিক্ষা করিল এবং মহাপ্রভাব-  
শালী ও অলৌকিক মাহাত্ম্যসম্পন্ন সম্যাসী বলিয়া অনেক  
স্থলে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। মুসলমান কর্তৃক অবমানিত  
হওয়ায় ঐ জাতির প্রতি তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়া-  
ছিল, এক্ষণ কিম্বে তাহাদের ঐকিট করিতে পারিবে,  
স্তম্ভ সর্বদাই চেষ্টাবান্ রহিল। ঐ সময়ে বিঠুরের  
পরাক্রান্ত জমীদার পাণ্ডুর নবাব-সংসারে প্রধানমন্ত্রিহে  
বৃত্ত হইয়াছিল। সম্যাসী তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত  
হইলে মন্ত্রী তাহার প্রভাবদর্শনে বিমোহিত হইয়া শিষ্যত্ব  
অবলম্বন করিল। অনন্তর সম্যাসী তথায় অবস্থানপূর্বক  
নানাবিধ উপায়ে নবাবকে নিহত করিয়া আপন শিষ্যকে  
তাহার সিংহাসনে অধিরোহণ করাইল।

এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সকলেই হিরণ্যরেতঃ-  
স্বামীকে চিনিতে পারিল। গোবিন্দমণি, বাবা ! জ্ঞানে  
কখনও মা—বাবা—বলিয়া ডাকিতে পাই নাই বাবা !—  
আমায় ডুলিয়া এত দিন কোথায় ছিলে বাবা !—আর  
আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না বাবা ! এইরূপ আর্ত-  
নাদের সহিত তাঁহার পাঁচ লোটাঁইয়া কান্দিতে আরম্ভ  
করিল। লক্ষ্মীকান্ত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিল ; তৎপরে  
তাহারও অক্ষি হইতে অজস্র অশ্রু বরিতে লাগিল ;  
ইলবিলা মাতার সহিত ক্রন্দনে যোগ দিল। রামধন ও

নীলমণির পরিবারবর্গও আসিয়া সমস্ত সবগত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল । এইরূপে কিয়ৎকণ অতীত হইলে স্বামী সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বসাইলেন এবং লক্ষ্মীকান্তকে কহিলেন বৎস ! মুসলমানজাতির প্রতি ঘোর বিদ্বেষবশতঃ এই আশ্রমের অল্পযুক্ত হিংসাবিদ্বেষাদিতে অনেক সময়ে আমাকে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু এখন এ বয়সে আর সেরূপ মনোবৃত্তির বশীভূত হইতে প্রবৃত্তি নাই । বিশেষতঃ, যে জাতির প্রতি ক্রোধবশতঃ আমার ঐরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, সে জাতির প্রতি আর ক্রোধ রাখিবার যো নাই । কারণ আমার নিজ পরিবারেরই মধ্যে মুসলমান-জাতির অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিতেছে—আমার দৌহিত্র হরিদাস রেহিমখান নিকটে কোরাণ পড়িতেছে ; তাহার মতিগতি বড় ভাল নহে ;—ভবিষ্যতে আরও কাহার বিরূপ মতি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? অতএব এইবেলার দূরে অবস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প । এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি ওষিষ্যের আর কোন কথা কোনমতে উত্থাপন করিতে দিলেন না ।—ইলবিলার বিবাহের কি হইবে ? তোমার মিত্র-কন্যা দুইটীরও বয়স হইয়াছে, তাহাদিগেরই বা বিবাহের কি হইবে ? তুমি কত দিন এদেশে থাকিবে ? তুমি যে জমিদারী পাইয়াছ, তাহার পরিমাণ কত ? লাভালাভ কিরূপ ? ইত্যাদি অশ্রান্ত নানা কথা লক্ষ্মীকান্তের সহিত কহিয়া তদ্বিবসের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিলেন । পরদিন প্রভাতে

তাঁহাকে কেহই আর দেখিতে পাইল না। কোথায় কাই-  
লেন ? জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান হইল, কিছুই  
জানিতে পারা গেল না।—সেদিন রাজবাটী শোকে সমা-  
চ্ছন্ন হইল !

লক্ষ্মীকান্তপুরে প্রত্যাগমনের পর হইতে ইলবিলা  
প্রতিদিন পূর্বাঙ্কে মালতী ও মাধবীকে সঙ্গে লইয়া  
মৌকাযোগে দেউলগড়ের ভগবতীদেবীর মন্দিরে পূজা  
দিতে যাইত। মালতী ও মাধবী পূজার দ্রব্য বথান্থানে  
সমর্পণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত—কখনও মন্দিরের  
চতুষ্পার্শ্ববর্তী পুষ্পোদ্যানস্থ পুষ্পসকলের শোভা সম্বর্ধন  
করিত—কখনও বৃক্ষতলস্থিত জটাকম্বধারী অবধূত সন্ন্যাসীদিগের  
গ্রন্থপাঠ শুনিত—কখনও বা বাঁধাঘাটের  
সোপানে বসিয়া নির্মল সলিলোপরি ভাসমান মীনগণের  
ক্রীড়া দেখিত। কিন্তু ইলবিলা তাহা করিত না ; সে  
পূজাদ্রব্য রাখিয়া জপ করিতে বসিত, গদ্যে প্রার্থনা করিত,  
অনন্তর গললয়ীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পূজা সাক্ষ করিত।  
একদিন পূজা দিয়া বাটী বাইবার সময়ে মাধবী কহিল  
দেখ্ মালতি ! আমরা পূজা দিতে যাই, ইলাও যার,  
কিন্তু আমরা পূজা দিয়া এদিক্ যেদিক্ বেড়াইয়া বেড়াই,  
—ইলা তাহা করে না ; দেবীর সম্মুখে চোকে ওলটাইয়া  
বসিয়া থাকে—বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকে—আর মাথা  
খোঁড়ে !

মালতী।—মাধবি ! তুই বুঝিতে পারিস্ না—ইলা  
বরের জন্য দেবীর কাছে তপস্যা করে।

ইলা। সে কি মন্দ কথা? তোরাও ত কচি খুকি নহিন্—বরের জন্য তপস্যা কর না কেন?

মালতী। যখন জন্মেছি, তখন একটা না একটা বর জুটবেই। তুই বামণের মেয়ে—রাজার মেয়ে—তপস্যার তোরা ভাল বর জুটিতে পারে, কামার কুমার বরের জন্য আমাদের আর তপস্যা করিয়া কি হইবে?

ইলা। তপস্যার জোরে তোদেরও বামণ বর জুটিতে পারে।

মালতী। তবে কালি হইতে আমরাও তপস্যা করিব!

মাধবী। আমি তপস্যা করিব না,—যারা বরের জন্য তপস্যা করে, তাদের পাগল বর জোটে!

মালতী। কিসে বুঝিলে?

মাধবী। শৈলসুতা ভগবতীর অপেক্ষা বরের জন্য আর কেউ ত বেশী তপস্যা করেন নি;—কিন্তু তাঁর ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল?—একটা সিদ্ধিখোর—পাগল বর!!

ইলা। পৃথিবীর সমস্ত সুপুরুষ একদিকে—আর তেমন পাগল এক দিকে—দিলেও কি সমান হয়?—তোরা তামাসা করে উড়িয়ে দিস না—তোরাও তপস্যা কর, তোদেরও বামণ বর জুটিবে—তখন বলিবি যে, ইলা বলে ছিল।

যে দিন এইরূপ কথোপকথন হয়, তাহার কয়েক দিন পরেই কল্যাণের পূজা দিয়া মন্দির হইতে নামিবার সময়ে সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের এক প্রান্তে এক জন পাগলের মত লোক বসিয়া আছে, কয়েকটা বালক চতুর্দিকে ঘেরিয়া তাহাকে খেপাইতেছে, দেখিতে পাইল। দেখিয়াই মাধবী

বলিয়া উঠিল, ঐ ইলার বর আসিয়াছে ! “মরণ আর কি !” বলিয়া ইলা তাহার গাল টিপিয়া দিল । আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় পাগলের বয়স্ ৪০।৪৫ বৎসর; দাড়ি গোঁপ ও মাথার চুল কতক পাকা ও কতক কাঁচা; মুখে হাতে ও পায়ে ছাই ভস্ম কি মাখা; পরিধানে এক খান টেনা, গায়ে নয়লা ও শতগ্রন্থি যুক্ত একটা লম্বা জামা । ছেলেগুলো উহার গায়ে ধূলা দিতেছিল ও ডিল্ মারিতেছিল; —সে কখন কামড়াইবার—কখন বা আঁচড়াইবার—উদ্যম করিতেছিল । কন্যারা নিকটে যাইয়া ছেলেগুলিকে তাড়াইয়া দিল । পাগল কন্যাদিগকে দেখিয়া প্রথমে কান্দিয়া উঠিল, পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া নাচিতে নাচিতে গান আরম্ভ করিল । মালতী জিজ্ঞাসিল, পাগল কিছু খাবি ? সে প্রথমে রাগিয়া উঠিল, পরে ব্যগ্রভাবে হাত পাতিল । দেবীর প্রসাদী ফল মূল মিষ্টান্ন যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাকে দেওয়া হইল ; সে কতক খাইল, কতক মাথার উপর রাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । সে দিন ঐরূপেই গেল । পরে ২।৩ দিন পাগলকে আর কেহ তথায় দেখিতে পাইল না ।

ইহার ৩।৪ দিন পরে আবার এক দিন পাগল আসিয়া উপস্থিত হইল । সে দিন কন্যাদিগের নিকটে খাদ্যসামগ্রী অনেক ছিল । ইলবিলা তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কিছু খাইবি ? সে প্রথমে খানিক গাগলাগী করিয়া পরে খাইতে বসিল । ইলা তাহাকে সহস্বে খাদ্য দিতে লাগিল । কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসিল আর কিছু চাই ?

পাগল ইলা ও তাহার হস্ত পাত্রে প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, দিতে পার্বে না । ইলা দেখিল তখনও পাত্রে সকল দ্রব্যই প্রচুর আছে, অতএব কহিল কি চাহিস্ বল্—যাহা চাৰি তাহাই দিব । পাগল ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার-স্বরে উত্তর করিল, আমি বল্ছি তুই—দিতে—পার্বে না—আ । ইলাও একটু সোপহাস উচ্চস্বরে উত্তর করিল, আ-মি দি-তে পার্বেই—পার্বে ! পাগল আবার নাকি স্বরে কহিল তুই পার্বে না লোঁ—পার্বে না । ইলাও হাসিয়া ঐ স্বরে উত্তর করিল তুই যাঁ চাৰি তাঁই দিতে পার্বেইরে পার্বে আমি । পাগল উচ্চ হাস্য করিয়া হাত তালি দিতে দিতে নাচিতে লাগিল এবং কহিল তুই ঠকলি—ঠকলি—ঠকলি !

ইলা । কিসে ঠকলাম ?

পাগল । তুই বড় ঠকলি !—বড় ঠকলি !

ইলা । কিসে ঠকলাম—বল্ ?

পাগল । আরে—আমি যে চাই যে, তুই আমার গলায় বরমালা দে ! ! এই বলিয়া হাত তালি দিতে দিতে এক চোঁচা দৌড় দিল ।

মালতী ও মাধবী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল । মাধবী কহিল আমিত সে দিন বলেছিলাম যে, ইলার পাগল বর জুটিবে ! তা ঐষরের গলাতেই ইলা মালা দেক্—উহার তপস্যার ফল কল্ক !—ইলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল!—তাহার সৰ্ব শরীর কুপিতে লাগিল !—সে অবসন্নের মত হইয়া বসিয়া পড়িল । তাহা দেখিয়া



মালতী কহিল সে কি ইলা ! তুইও সত্যই পাগলী হইলি না কি ? পাগলের কথায় কে কোথায় কাণ দেয় ? পাগলে কাকে কি না বলে ? চল—আমরা বাটী যাই— এই বলিয়া ইলাকে বাটী লইয়া গেল। সে দিনরাত্রি ইলার যে, কোন্ দিক্ দিয়া যাইল, সে তাহা জানিতে পারিল না।

সেই দিন অপরাহ্নে জঙ্গলা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, বামণঠাকুরপো ! শীগ্গির—শীগ্গির—ইলার বিয়ে দেও—আর এক দিনও বিলম্ব করিও না ! দেখিও, আমার মাথা খাও, যেন কাহাকেও বলিও না—কিন্তু বড় বিপদ !—তোমায় বলিব কি, —কড় লজ্জার কথা—আজ ইলা মা ভগবতীর মন্দিরে একটা পাগলের গলায় বরমালা দিয়ে এসেছে ! কি ঘেণার কথা !—মালতী মাধবী কি বলে—আমি কত ফুস্লে ফাস্লে বা'র করে নিয়েছি। তারা, কাউকে না বলবার জন্যে মাথার দিক্ দিগে বারণ করেছে ; দেখিও বামণঠাকুরপো ! আমার মাথা খাও—কাউকে বলো না। রাজা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু জঙ্গলার কথায় স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে তথা হইতে সরাইয়া রামধন ও নীলমণিকে ডাকিয়া তাহাদের নিকটে, জঙ্গলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল। তাহারা মালতী ও মাধবীকে বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া, যেরূপ যেরূপ ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত অবগত হইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা পাগলের কথা, বলিয়া তাহাতে ওদাসোন্ম প্রকাশ করিল ; কিন্তু ইলার বিবাহ দিতে যে, আর কিছু মাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে, তদ্বিষয়ে তাহার যেন চট্‌কনা ভাবিল।

পূর্ব হইতেই ঐ তিন কন্যার জন্মই বরপাত্রের অন্বেষণ হইতেছিল। ঐ কথার পর হইতেই তদ্বিষয়ে অতি-শয় ছুঁরা পড়িল। সন্ধ্যার পরে সকলে মিলিত হইয়া কাহার জন্ম কোথায় কোন্ বর পাত্রের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ের কথাবার্তা উঠিল। মালতী ও মাধবীর জন্ম কোন ভাল পাত্রের সন্ধান সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইলার জন্য এখানে—ওখানে—সেখানে—কয়েকটা পাত্রের কথা উঠিল। তন্মধ্যে নীলমণিপাল কহিল, দেব-পন্নীর রাজা দেবপালের সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে; তাঁহার বয়স্ অল্প—শরীরসৌন্দর্য্য উৎকৃষ্ট—জমিদারী এত যে, রাজা উপাধি—অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহার স্ত্রায় ইলার উপযুক্ত পাত্র আর পাওয়া যাইবে না; কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে সম্পন্ন হইবার একটা বাধা দেখিতেছি—

রাজা। কি বাধা?

নীল। পত্নীবিয়োগের পর পূর্বপত্নীর প্রতি অনুরাগ হৃদয়মধ্যে নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায়, অকৃত্রিম-প্রেমিক পুরুষের পুনর্দারপরিগ্রহে প্রায় প্রবৃত্তি হয় না; কাহারও পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের নিরন্তর প্রবর্তনায় কিছু কাল পরে প্রবৃত্তি উৎপাদিত হয় এবং কাহারও বা অধিক কাল অতীত হওয়ায় সেই অনুরাগ বিস্মৃতিতমসে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হইলে স্বতই সেই প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু অশোচাস্ত না হইতেই বাহাদের সে প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহার পতি নহে—তাহার ইন্দ্রিয়-দাস। আমাদের রাজা দেবপাল কোন্ জ্যেষ্ঠ পুরুষ হইবেন, তাহা এখন বলিতে পারা যায় না।

রাজা । যে শ্রেণীর পুরুষই হউন—সব্বরে বিবাহ করিতে প্রযুক্তি জন্মিলেই আমাদের পক্ষে মঙ্গল । কল্যাণ প্রাতেই তুমি তথায় যাইয়া চেষ্টা দেখ ।

রাণী গোবিন্দমণি কহিল আমার একটা কথা আছে, যদি বিরক্ত না হও ত—বলি !

রাজা । একটা কথা বলিবার জন্ত এত বিনয়ের প্রয়োজন কি ? যাহা বলিবার আছে—বল ।

রাণী । যুবরাজ চেৎমলের পীড়িতাবস্থায় ইলবিলা তাঁহার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছিল । সেই শুশ্রূষার বশ-বর্তী হইয়া চেৎমল ইলবিলার প্রতি স্নেহ করিবেন, এই আশয়েই আমি তাহাতে বাধা দিই নাই ; বলিতে কি—বরং একটু স্নযোগই দিয়াছিলাম । আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে চেৎমল ইলার প্রতি বিলক্ষণ স্নেহসম্পন্ন হইয়াছেন । অতএব তুমি একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার সহিত ইলার বিবাহ হইতে পারে ।

রাজা হাসিয়া কহিল গোবিন্দি ! তোমার তৎকালের অভিপ্রায় আমি না বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে, তবে আমাদের সর্ব্বাশ্রয় মহারাজের পুত্রের শুশ্রূষা বিষয়ে কোনরূপ বাধা দিতে ইচ্ছা ছিল না, বলিয়াই নিষেধ করি নাই । গোবিন্দি ! আমি এখন যাহাই হই—আমি যশোহরের সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ! আমার কণ্ঠা যে, বঙ্গাধিপের রাজ-মহিষী হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?—যদি আমার চেষ্টায় সে সৌভাগ্য ঘটত, তাহা হইলে কি আমি তাহা হইতে

বিরত হইতাম ? স্পর্শমণি হস্তে পাইলে কেহ কি অনা-  
দর করে ? অমৃত খাইতে কাহারও কি অরুচি হয় ?—  
অধিক আর বলিব কি, সে কার্য্য ঘটিবার নহে ; অধিরাজ  
বারেন্দ্রে শ্রেণীর, আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । রাঢ়ী ও  
বারেন্দ্রে বিবাহ হয় না ।

রাণী । উহা আমি না জানি, তাহা নহে ;—কিন্তু  
রাজধানীতে অবস্থানকালে আমি অনেক বিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ  
পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে  
বিশেষ ভেদ নাই । তাঁহারা বলেন কাণ্ডকুজ দেশ হইতে  
যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, রাঢ়ী  
ও বারেন্দ্রে উভয়েই তাঁহাদের সন্তান—কেবল বারেন্দ্র-  
ভূমিতে বাস করায় উঁহারা বারেন্দ্র, এবং রাঢ়দেশে বাস  
করায় আমরা রাঢ়ী হইয়াছি । অতএব রাঢ়ী-বারেন্দ্রে  
বিবাহ হইলে ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি হয় না ।

রাজা । ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি হয় না সত্য, কিন্তু দেশা-  
চারবিরুদ্ধ ।

রাণী । যে স্থলে ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি নাই, সে স্থলে  
দেশাচার নাই গান্ধা গেল ?—আমি শুনিয়াছি, ঐ দুই  
শ্রেণীর মধ্যে চাঁদ চাঁদ ছেলে ও খাসা খাসা মেয়ে থাকি-  
লেও ঐ শ্রেণীভেদরূপ বিশ্বের জন্ত তাহাদের পরস্পর  
বিবাহ হয় না—এদিকে স্ব স্ব শ্রেণীতে কত কত কন্দর্পের  
ভাগ্যে ‘জলাঘেটে পেংনী’ ও কত কত বিদ্যাধরী ‘রাম-  
কাস্তুর’ হস্তে পতিত হইতেছে !—অধিরাজ বাঙ্গালা,  
বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি; তুমিও তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত

কৰ্মচাৰী, অতএব তোমরা বিশেষ চেষ্টাবান্ হইলে কি না হইতে পারে ? — আমি তোমার পায়ে ধরি — চেষ্টা কর — এই অকিঞ্চিৎকর দেশাচারের দাসত্ব হইতে আপনিও মুক্ত হও, দেশকেও মুক্ত কর আমি বলিতেছি, এ কার্য্য করিলে তোমার অক্ষয় কীর্তি লাভ হইবে ।

রাজা । অম্ভের জন্ম হইলে যাহা হয় করিতাম ; নিজের জন্ম দেশাচারের বিরুদ্ধে অধিরাজকে কিছু বলিতে পারি না ।

রাণী । তোমার দেশাচারের মাথায় সাত খেঙ্ৰা ! এই বলিয়া রোষে প্রস্থান করিল ।

## অষ্টম উচ্ছ্বাস ।

দেবী কহিলেন —

পরদিন প্রাতে নালমণি দেবপত্নী হইতে জানিয়া আসিল যে, দেবপাল পুনৰ্ব্বার বিবাহ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছে যে, পূৰ্ব্বপত্নীর মরণাশৌচের মধ্যেই বিবাহ হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে। এ সংবাদ লক্ষ্মীকান্তের বড় ভাল লাগিল না — কিন্তু কি করিবে, অগত্যা ঐ পাত্রকেই মনোনীত করিতে হইল । উভয় পক্ষ হইতে পাত্র পাত্রী দেখা শুনা হইল ; পরস্পরের বাটী হইতে পরস্পরের বাটীতে উপহারাদি প্রেরিত হইল এবং বিবাহের দিন স্থির হইল

লক্ষ্মীকান্তের যশোহর হইতে কঙ্কতটে আসিয়া বাস করিবার পর হইতে যেরূপ পদ, যেরূপ ঐশ্বর্য, যেরূপ আধিপত্য ও যেরূপ মানমর্যাদা লাভ হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ কোন ক্রিয়া কাণ্ড এ পর্য্যন্ত এখানে তাহার করা হয় নাই। এজন্য তাহার এবং অপরাপর সকলেরও ইচ্ছা হইল যে, ইলবিলার বিবাহ-কার্য্যটি বিশেষ সমৃদ্ধি ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হয়। বিশেষতঃ বলরাম বহু ঐ জন্ম স বিশেষ আগ্রহবান্। সে সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া এই মত দাঁড় করাইল যে, ইলবিলার বিবাহ রাজত্ববনমধ্যে না হইয়া কোন বিস্তীর্ণ স্থান মধ্যে সম্পাদিত হয়। তৎকালে পশ্চিমে বলরামবহু ও পূর্বে বনমালী সরকার—ইহাদের দুই বাটার মধ্যস্থলে লোকের বসতি ছিল না; অতএব ঐ স্থানেই বিবাহসভা প্রস্তুত করা অবধারিত হইল এবং বলরামবহুই তৎকার্য্যের ভার গ্রহণ করিল।

ঐ স্থানের মধ্যে দক্ষিণোত্তরে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বিঘা এবং পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় ৩০ বিঘা স্থান উত্তমরূপে সমতল ও উচ্চ করা হইল এবং উহার ঠিক মধ্যস্থলে অতিরিক্ত এক আটচালা প্রস্তুত হইল। আটচালার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে শ্রেণীবদ্ধ অনেক পট-মণ্ডপ গাটান হইল। ঐ সকল পটমণ্ডপমধ্যে এক এক জন ভদ্র লোক সপরিবারে ২।৩ দিন বাস করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। ইলবিলার বা ইলার বিবাহের কঙ্কই ঐ সভা প্রস্তুত হইয়াছিল, এনিমিত্ত সকলে উহাকে

ইলাসভা বলিতে আরম্ভ করিল। ঐ ইলাসভারই অপভ্রংশ হইতে ঐ স্থানের নাম ক্রমশঃ ‘ইলসবা’ ও ‘ইলছবা’ হইয়া এক্ষণে ‘ইলছোবা’ দাঁড়াইয়াছে। ইলাসভার শোভাও সমৃদ্ধির সীমা রহিল না। আটচালার অভ্যন্তর-ভাগ বিচিত্র-কারুকার্য্য-যটিত লোহিত বসন দ্বারা মণ্ডিত; তন্মিমে কাচময় আলোক-ভাণ্ডনকল লম্বমান; স্তম্ভের গাত্র, পটপটমপের ছাদ রম্ভু প্রভৃতি সকলই রক্তবস্ত্রাবৃত। সভার তলভাগে নানাবর্ণের গালিচা সকল আস্তৃত; নানাবিধ পুষ্প ও ফল সমেত আত্মশাখার মালা সকল চতুর্দিকে ঝোলান। সভাগৃহের উত্তর দিকে এক প্রকাণ্ড তোরণদ্বার; তদুপরি চারিদল নহবৎ বাজানা; প্রবেশ-দ্বারের দুই পাশ্বে নারিকেল-ফল-সমন্বিত আত্মশাখাবৃত জলপূর্ণ কলস ও কদলা বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত; তোরণের উপরিভাগে খেত পতাকা, নীল পতাকা, পীত পতাকা, লোহিত পতাকা সকল ‘পত পত’ শব্দে—উড্ডয়মান; তোরণদ্বারের পুরোভাগে দুই দিকে দুইটি অলঙ্কৃত প্রকাণ্ড হস্তী দণ্ডায়মান; তৎপুরোভাগে খানিকটা খাল জায়গা; তাহার উত্তর পাশ্বে ভাণ্ডারাদি করিবার জন্ত কতক গুলি নবনির্মিত গৃহ অবাস্থত। তৎকালে ঐ স্থানস্থ গৃহাদি দর্শন করিলে হঠাৎকারে নগর বালয়া ভ্রম হইত, এইজন্য উহার কিয়দংশ ‘হঠ্ নগর’ নামেই খ্যাত হইয়া গিয়াছে।

হরিদাসকে রাজধানী হইতে আসিবার জন্য পত্র লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আত্মীয় কুটুম্ব

স্বজন যেখানে যত ছিল, সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল ; তাহার। একে একে আসিয়া ইলাসভার প্রাস্তবর্তী এক এক পটমণ্ডপ অধিকার পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল; বস্ত্র মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা দ্রব্যসমেত তৈলপূর্ণ তৈজসপাত্র সকল নিজগ্রাম ও প্রতিবেশীগ্রামে বিতরণ করা হইল । প্রদ্যম্ব নগর বা পাণ্ডুয়ায় দ্রব্যসামগ্রী অনেক পাওয়া যাইত, এইজন্য ঐ স্থান হইতে দ্রব্যাদি আনাইবার উপলক্ষে বলরাম বহু ঐ নগর হইতে ইলাসভা পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া ফেলিল । দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী ও লোকজনের গতিবিধির কোলাহলে ঐ স্থানে কাণ পাতে কাহার সাধ্য । শুভদিন ও শুভক্ষণে কন্ঠার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল ; চতুর্দিকে অব্যুট্যম-তোজের ধুম পড়িয়া গেল; ইলাসভায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিরাম রহিল না ; সকলেরই মুখে হাসি—সকলেরই মনে ক্ষুণ্টি—ও সকলেরই কার্য্য উৎসাহে পরিপূর্ণ;—ফলতঃ সেখানে শুধু সকলই আনন্দময় !

এই সর্বানন্দময় প্রদেশের মধ্যে কেবল এক জন নিরানন্দনীরে হাবুড়বু খাইতে ছিল । সে আবার যে কেহ নহে—বিবাহের কন্যা ইলবিলা । তাহার তিন বরের ভাবনা উপস্থিত—এক বর যুবরাজচেৎমল—দ্বিতীয় পাগল—তৃতীয় দেবপাল । চেৎমলকে সে স্বয়ংই স্বয়ম্বরার ন্যায় হইয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছে;—পাগল তাহাকে বরমাণ্য দিবার জন্য তিন বার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে;—দেবপালকে পিতা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত । ইলবিলা



ন্যায় গম্ভীরা কামিনী কেহ কখনও দেখে নাই ! যেদিন  
 পাগল তাহাকে বরমাল্য দিবার জন্য প্রতিশ্রুত করাইয়া  
 লয়, সেই দিনটি মাত্র তাহার মনের বিকৃতি কিছু অধিক  
 হইয়াছিল এবং তাহা মালতী ও মাধবী জানিতে পারিয়া  
 ছিল; কিন্তু তাহার পর হইতে তাহার মনের ভাব কেহ  
 বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে নাই । অভ্যন্তরে আয়েয়পর্বতের  
 অগ্নিক্রিয়া ঘটিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ প্রশান্ত ছিল । অগ্নী-  
 কারের পর দিনও যথাকালে ইলা মালতী ও মাধবীর  
 সহিত ভগবতীর মন্দিরে পূজা দিতে গমন করে এবং পূজা  
 দিয়া দেবীর পুরোভাগে একাকিনী বসিয়া মনে মনে কহে,  
 মা ! তুমি কি পাপে আগার এরূপ বশা ঘটাইলে ! তুমি  
 ত জান, আমি তোমাকেই সাক্ষিরূপা করিয়া যুবরাজকে  
 পতিত্ব বরণ করিয়াছি ! তবে কেন মা ! আমায় আবার  
 লাগলের নিকটে প্রতিশ্রুত করাইলে ? আমি তোমার  
 সেবিকা হইয়া কি ঘিচারিণী হইব !—অথবা ঘিচারিণীই  
 কেন—আবার শুনিতেছি বাবা রাজা দেবপালের সহিত  
 আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন ; তাহাহইলে ত  
 আমায় বহুচারিণী—বেশ্যা—হইতে হইবে !—মা ! তুমি  
 জগতে সতীর আদর্শ—তোমার সেবিকাকে এইরূপে  
 অসম্মত হইতে দেখিয়া তুমি স্থির থাকিতে পারিবে ?—  
 তোমার দয়াময়ী নামে যে কলঙ্ক পড়িবে মা !—মা ! তুমি  
 দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা ; শুনিয়াছি, অশেষ পাতকীও যাদ  
 মুখে একবার দুর্গা বলিয়া ডাকে, তাহার সমস্ত দুর্গতি দূর  
 হয়; আমি কাতরস্বরে বার বার, দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—বলিয়া

ডাকিতেছি, আমার এ দুর্গতি দূর করিবে না মা ?—মা !  
তুমি ভক্তবৎসলা ও শরণ্যা,—আমি তোমার অধমা ভক্তা  
ও শরণাগতা; দেখিব—আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার  
কর কিনা ! যদি নিতাস্তই দয়া না কর, তাহাহইনে  
নিশ্চয়ই জানিবে যে, আমি এই খানে বসিয়া গলায় ছুরী  
দিব এবং সেই গলরক্ত তোমার ঐ পদপঙ্কজে মাখাইয়া  
দিব—দেখিব তুমি কেমন পাষাণের মেয়ে !—মা ! দয়া কর  
—বল—যে, তুমি আমার মঙ্গল করিবে !—বল—যে, তুমি  
আমার ভয়তঞ্জন করিবে !—বল—যে, তুমি আমার মন-  
স্বামনা পূর্ণ করিবে !—এই কথার পরই ‘টিক্—টিক্—টিক্’  
শব্দ হইল । ইলবিলা চক্ষুঃস্মীলন করিয়া দেখিল, দেবীর  
মুকুটের উপরি উপবিষ্ট একটা টিকটিকী ঐ শব্দ করিল ।  
ইলবিলা ঐ শব্দকেই দেবীর প্রত্যাদেশ ভাবিয়া আনন্দে  
আপ্নত হইল এবং গললগ্নীকৃতবাসে মাফোসে কোটি কোটি  
প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইল ।

ইলবিলা মন্দিরের সোপান হইতে অবতীর্ণ হইয়াই  
দেখিতে পাইল যে, একটু দূরে মালতী ও মাধবী সেই  
পাগলটাকে লইয়া রুঙ্গ করিতেছে । সেদিন পাগলের  
গায়ে কেবল ছাই ভস্ম মাখা ছিল—জামাটা ছিল না ।  
সে ইলবিলাকে দেখিয়াই “বর মালা দে” “বর মালা দে”  
বলিয়া দৌড়িয়া নিকটে আসিল ; মালতী ও মাধবী দূর  
হইতে দেখিল, পাগল যেন ইলার সহিত কি কথাবার্তা  
কহিতেছে । পরে তাহারা নিকটে আসিলে পাগল নাচিতে  
ও গাহিতে আরম্ভ করিল এবং পরে এক চৌচা দৌড় দিয়া

কোথায় উদাত্ত হইয়া গেল ! মালতী কহিল মাধবি !  
দেখেছিঁস্ ত —ইলার মন পাগলে মজে গিয়াছে !

মালতী । তা আমি অনেকক্ষণ দেখেছি—আমার ত  
জানাই আছে যে, উহার তপস্যার ফল ফলিবে !

ইলা । যখন পাগলকে বরমালা দিবার অঙ্গীকার করেছি;  
তখন ত মন মজাতেই হবে—না মজলেও জোর করে  
মজাতে হবে ।

মালতী । আমাদের একটা বরও জোটে না—তোরা দুটা  
বর উপস্থিত !—শুনেছিঁস্ ত বামণজ্যেষ্ঠা রাজা দেবপালের  
সঙ্গে তোরা বিয়ে দেবার চেষ্টা করুছেন ?

ইলা । শুনেছি—ভালই ত ।

মালতী । ভাল কি ?

ইলা । দুইটা বর হবে ।

মালতী । সামুলাতে পারবি ?

ইলা । দ্রৌপদী পাঁচটা বর সামুলেছিল; আমি আর  
দুটা পাব্ না ?

মালতী । তুই ভাগ্যবতী মেয়ে—একবার হবি পাগলিনী  
—একবার হবি রাজরাণী !

ইলা । তোরা ভাগ্যবতী না হতে চাস্—দুজনে  
জড়িয়ে একটা বর নিস্ ।

মালতী—মাধবী । আমরা তাই নেব । আমাদের আর  
তপস্যার সেই ফলই হবে !

এইরূপ হাস্যপরিহাসে তাহারা বাটীতে পৌঁছে ।  
তৎপরে সম্বন্ধ ও বিবাহের দিনস্থির হয়—ইলাসভা প্রস্তুত

হয়—কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়—বিবাহের দিন উপস্থিত হয়—তাহারও পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, ও অপরাহ্ন অতীত হয়—সায়ঙ্কাল উপস্থিত ।

সন্ধ্যা অতীত না হইতেই ইলা-সভার আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইল ; যথাযথ আসন সকল পূর্বেই আস্তৃত হইয়াছিল । কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে—বিজ্ঞেরা আলো-কাদি সহ বরের প্রত্যাগমনার্থ গ্রামপ্রান্তে অগ্রসর হইল; বালক বালিকা প্রভৃতি অপর লোকেরা সভায় বসিয়া গোল করিতে লাগিল । নহবৎ বাজিতে আরম্ভ করিল । ইতিমধ্যে দেবপাল তৎপূর্বপাণিগ্রহণানুরূপ বেশ ভূষা ও আড়ম্বরের সহিত ইলাসভায় উপস্থিত হইয়া সূচিকণ বরাসনে উপবেশন করিল; বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদল একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর শিফাচার প্রদর্শন করিতে লাগিল; ঘটকেরা কুলকারিকা আৰুতি করিতে আরম্ভ করিল ; উভয় পক্ষীয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত মীমাংসা ব্যাকরণ সাহিত্য প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের তর্কবিতর্ক উখিত হইল । অনন্তর শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিয়া লক্ষ্মীকান্ত সভাসদদিগের অনুমতি গ্রহণ-পূর্বক কন্যাসম্প্রদানে প্রবৃত্ত হইল । ইলাসভার দক্ষিণ-প্রান্তবর্তী বৃহত্তর পটমণ্ডপের মধ্যে কন্যাপক্ষীয় পরিবারেরা অবস্থিতি করিয়াছিল—এবং তাহারই ঠিক উত্তরে সভার দক্ষিণপ্রান্তে কন্যাসম্প্রদানের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল । বরকে উঠাইয়া পীঠের উপর পূর্বাভিমুখ বসান হইল, কস্তাদাতা তৎসম্মুখে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া বসিল, তদ্বায়-

ভাগে বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা, চীনাংশুকে আনুত, পীঠো-  
পরি উপবিষ্টা কন্যাকে স্থাপন করা হইল। পটমণ্ডপের  
মধ্যে স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল ;—মালতী ও  
মাধবী বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া বিবাহ দেখি-  
বার জন্য পটমণ্ডপদ্বারের দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থান  
বসিয়া গেল। দুই পক্ষের পুরোহিত দুই দিকে উপবিষ্ট ;  
—বিবাহক্রিয়া আরম্ভ হইল।

কন্যাদাতা আচমন সস্তিবাচন প্রভৃতি সমাপন করিয়া  
যথাবিধি বরের অর্চনা করিল। অনন্তর পুরোহিত  
তাহাকে কন্যাসম্প্রদানের মন্ত্র পাঠকরাইতে আরম্ভ  
করিল ;—এমত সময়ে—“গুড় গুড় গুড় গুড় গুম্—গুড় গুড়  
গুড় গুড় গুম্—গুড় গুড় গুড় গুড় গুম্” দূরে ছন্দুভিধ্বনি  
হইল। সকলেরই কর্ণ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পর-  
ক্ষণেই রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ; তৎপরেই হস্তীর বৃংহিত,  
অশ্বের ছেয়ারর, অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ঝন্ঝনি ও সৈনিকদিগের  
সিংহনাড়ে সমস্ত সভা কাঁপিয়া উঠিল ! কয়েকজন বাহিরে  
গিয়া দেখিল যে, তোরণদ্বারের সম্মুখে যে বিস্তৃত স্থান  
ছিল, তাহা হস্তী অশ্ব ও পদাতি সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ  
হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে যম-কিন্দর-সদৃশ অসিচর্ম্মধারী  
অসম্ভা সিপাহী তোরণদ্বার হইতে সম্প্রদানভূমি পর্য্যন্ত  
সমস্ত স্থানে, মধ্যো পথ রাখিয়া, দুই সারি হইয়া দাঁড়াইল  
এবং ঐ পথের মধ্যে একখানি পালকী ও তদপেক্ষে একটা  
পাগল নাচিতে নাচিতে চলিল। পাগল সম্প্রদানভূমিতে  
উপনীত হইয়াই কহিল “ও ইলা! তুই যে আমার গলায়

মালা দেব, অঙ্গীকার করেছিলি—এখন কার্ গলার মালা দিতে থাকিস্ ? এই কি তোরা সভোধন্য !—ওচ্—ওচ্—ওচ্” শুনিরামাজ্ঞ ইলবিলা যন্ত্র-চালিত পুতলিকার ন্যায় খুট করিয়া দাঁড়াইল । পাগল অমনি তাহাকে ধরিয়া পাল্কীর মধ্যে তুলিয়া দিল । পাগল, পাল্কী, ও শস্ত্রধারী সিপাহীরা বিদ্যুৎবেগে কোথায় উধাও হইয়া গেল !—বাহিরে যে সকল সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহাদের কাহাকেও আর দেখা গেল না । তাহারা কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই—কেবল দেবপাল যে হস্তীটী আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার বাসিকা অর্থাৎ শুণ্ডটী কাটিয়া দিয়া গিয়াছিল !

কন্যাহরণসময়ে সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক যেন মস্তমুগ্ধের ন্যায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ও নিষ্পন্দ হইয়াছিল । কাহারও বাধা দিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, মুখে বাক্যক্ষুণ্ণি হয় নাই । এই ব্যাপার দৈবো মায়া !—কি ইন্দ্রজাল !—কি স্বপ্নকল্পনা !—তাহারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই । পাগলের সঙ্গে এত রাজকীয় সেনা কিরূপে আসিল ? এই তাবিয়া সকলে বিশ্বয়ে স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল । বাহা-হুউক ইলবিলাকে লইয়া যাইলে পর রমণী-মহলে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল ; দেবপাল শিশুপাল হইয়া পিড়িতেই বসিয়া রহিল । লক্ষ্মীকান্ত বলরাম বহুর অবেষণ করিল, কিন্তু সজ্ঞান পাইল না ;—পরে রামধন, নীলমণি ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে লইয়া কোথা হইতে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল, জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে বহির্গত হইল, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিল না ; কেবল হস্তী অশ্ব প্রভৃতির

পদচিহ্নদর্শনে এইমাত্র বুঝিল যে, বলরাম বহু প্রত্যাশনগর হইতে ইলাসভা পর্য্যন্ত যে নূতন পথ নির্মাণ করিয়াছিল, সেনাদিগের গতাগতি সেই পথ দিয়াই হইয়াছিল ;— বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য প্রত্যাশনগরস্থ কৌজদারের নিকটে কয়েক জন লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা তথায় প্রবেশ করিতেই পারে নাই ।

এদিকে ইলাসভায়, “তোদের অনবধানতা-দোষে এই বিপদ ঘটিল,” — “তোদের অনবধানতা-দোষে এই বিপদ ঘটিল,” এই বলিয়া বরষাত্র ও কন্যাষাত্র দিগের মধ্যে ঘোর-তর বিবাদ উপস্থিত হইল । বিবাদ প্রথমে সামান্য কথা— পরে গোলাগালিতে—অনন্তর ছাতাহাতিতে—পরিণত হইল । এই যুদ্ধ ক্রমে এত দূর উচ্চ হইয়া উঠিল যে, তাহার হুড়াহুড়িতে ইলাসভাস্থিত সমুদয় আলোকাধার চূর্ণ হইয়া গেল ; অন্ধকারে কে কাহাকে গ্রহণ করে, তাহার ঠিকানা রহিল না ; কত স্ববর্ণীয় পরবর্ণীয় ভ্রমে প্রহৃত হইল ; শুক্লরদিগের মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত !—তাহারা যাহা কিছু সম্মুখে পাইল, তাহাই আত্মনাশ করিয়া গ্রহণ করিল ; খাদ্যদ্রব্যের তাণ্ডারে লুট পাট পড়িয়া গেল ; পটমণ্ডপস্থ নারীমহলে “সামাল-সামাল” ডাক উঠিল ; ফলতঃ যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার উপস্থিত ! এই গোলযোগের সময়ে দেবপাল গোপনে পলায়ন করিয়াছিল । তাহার পলায়নের পর মালতী ও মাধবীকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই ।

## উপসংহার।

দেবী कहিলেন বৎস ! অতঃপর যে যে ব্যাপার ঘটয়াছিল, তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করা বড়ই কষ্টকর ! তাহা করিতে পারিব না—অতিসঙ্ক্ষেপেই তাহা তোমার জানাইব।

দেবপালের আদেশক্রমে তাহার অনুচরেরা সেই রাত্রির গোলযোগের সময়ে মালতী ও মাধবীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং দেবপাল বাটীতে যাইয়া সেই রাত্রিতেই তাহাদের পাণিগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অপরাপর পরিবারবর্গ, ঐ দুইটী ব্রাহ্মণ-কন্যা নহে—একটী কৰ্ম্মকারের—ও অপরটী কুস্তকারের কন্যা,—ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং নিকট জাতীয়া কন্যা তাহাদের পৈতৃক পবিত্র পুর মধ্যে যে, বধু হইয়া বেড়াইবে, ইহা তাহাদের একান্ত অসহনীয় হয়। দেবপাল তাহাদের সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে না পারিয়া আপনার হাতিশালার পূর্বদিকে দুইটী সরোবর খনন করাইয়া তাহারই মধ্যস্থলে একটী বাটী নির্মাণ করে, এবং তাহাতেই ঐ দুই পত্নীকে রাখিয়া দেয়। ঐ দুই সরোবর “দোসতীন” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি বর্তমান আছে। ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণের পর, কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিত না—কেহ কৰ্ম্মকার—কেহবা কুস্তকার বলিত। তাহার সংস্রবে থাকিলে জাতিনাশ হইবে, এই



ভয়ে তদগ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা একে একে সকলেই উঠিয়া গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিয়াছিল; তদবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণ-শূন্য হইয়া আছে। দেবপাল অনেক দিন জীবিত ছিল, কিন্তু মালতী বা মাধবীর গর্ভে তাহার কোন সন্তান হয় নাই।

যে পাগল ইলাসভা হইতে কণ্ঠা হরণ করিয়া লইয়া যায়, সে অন্য কেহ নহে—যুবরাজ চেৎমল। রাজা লক্ষ্মী-কান্ত সপরিবারে দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, যুবরাজ কিরূপে ইলবিলাকে প্রাপ্ত হইবে, সেই চিন্তায় আকুল হয় এবং আপনার অনুগৃহীত বলরাম বহুর উপর উপায়-চিন্তার ভারার্পণ করে। তদনুসারে বলরাম, অধিরাজের নিকট হইতে মনন্দ লইয়া লক্ষ্মীকান্তপুরে আসিয়া নিজের জন্ম বাটী ঘর নির্মাণ করে। যুবরাজ বলরামের বাটীতে আসিয়া কিছুদিন ছদ্মবেশে অবস্থান করে। সে যখন পাগল সাজিয়া ভগবতীতলায় গিয়াছিল, তখন তাহার অর্দ্ধপক দাড়ি গোঁপ প্রভৃতি সমুদয় কৃত্রিম ছিল, এজন্য প্রথম প্রথম ইলা তাহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু শেষ দিন তাহার গাত্র অনাবৃত থাকায় বক্ষস্থলের ব্যাক্ত-কৃত-চিহ্ন-দর্শনে নিঃসংশয়িত রূপেই চিনিতে পারিয়াছিল, এবং যুবরাজ ও তাহাকে সম্পূর্ণ রূপ নির্ভয়ে থাকিবার জন্য সঙ্কেত করিয়া গিয়াছিল; এই নিমিত্তই দেবপালের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলেও ইলা কিছুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ বা আপত্তি করে নাই। বলরাম বহুর চোঁকায় তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই।

যুবরাজ ইলাসভা হইতে ইলাকে প্রজ্ঞানগরে লইয়া

গিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিল।  
 ঐ নগরে এক জন রাজকীয় কোজনীর থাকিত, তাহারই  
 উদ্যোগে সে সকল কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরদিন প্রত্য-  
 যেই যুবরাজ সপরিবারে রাজধানী পাওয়ায় যাত্রা করিল;  
 —সেখানে যাইয়া দেখিল হরিদাস, রেহিম খাঁর কুহকেই  
 হউক, সোণাবিবির প্রণয়ে পড়িয়াই হউক, মুসলমান ধর্ম  
 অবলম্বন পূর্বক সোণাকে বিবাহ করিয়াছে। কয়েক মাস  
 পরেই—অধিরাজ গণেশ ঠাকুরের মৃত্যু হইল, স্ততরাং  
 চেৎমল দেশের অধিপতি হইয়া তাঁহার সিংহাসনে আরো-  
 হণ করিলেন! কিছু দিন পরেই তাঁহারও মুসলমানধর্মে  
 আস্থা জন্মিল এবং ঐ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক জেলালউদ্দীন  
 নামে খ্যাত হইয়া অতি সুন্দর রূপে রাজ্যপালন করিতে  
 লাগিলেন।

এদিকে লক্ষ্মীকান্ত ঐ সকল সংবাদ অবগত হইয়া  
 ভয়ঙ্করদয়ে সপরিবারে রাজধানী যাত্রা করিল, কিন্তু আর  
 দেশে ফিরিল না। রামধন দাস ও নীলমণি পাল লক্ষ্মী-  
 কান্তের অভাবে কঙ্কতটে বাস করায় আর সুখ নাই,  
 ভাবিয়া নিজ নিজ ভবন পরিত্যাগপূর্বক স্ব স্ব দুহিতার  
 নিকটে দেপাড়ায় গিয়া বসতি গ্রহণ করিল। কিছুকাল  
 পরে কঙ্কনদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় আর প্রবাহ রহিল না;  
 স্ততরাং উহা বন্ধ জলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। আরও কিছু  
 কাল পরে ঐ পচা জলাভূমির দূষিত বাষ্প একবার  
 এই স্থানে মহামারী জন্মে, তাহাতে বিস্তর লোক মারা  
 যায় এবং অবশিষ্টেরা পলাইয়া গ্রামান্তর আশ্রয় করে।

তদবধি—ঐস্থান মানব-বসতি-শূন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।  
কালের কি বিচিত্র গতি!—সেই কঙ্কনদীই কাল-  
ক্রমে মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া, এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছে, ঐরূপ  
ধাতুক্লেদ্রে পরিণত হইয়াছে!—কে বলিতে পারে যে,  
ঐ স্থানেই আবার কালক্রমে স্রোতস্বতী নদী হইবে না !!

যাহা হউক বৎস! “আমি কে?—কি জন্ম এখানে  
আসিয়াছি? কেন তোমায় দর্শন দিয়াছি? এ স্থানের  
পূর্ব বিবরণ কিরূপ?”—ইত্যাদি যে যে বিষয় আমায়  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদয় তোমাকে একপ্রকার  
জানাইলাম;—তোমাকে জানাইয়া আমার হৃদয়ের যেন  
ভার-লাঘব হইল; এ সকল বিবরণ এত কাল কোন্ গিরি-  
গহ্বরে লুকায়িত ছিল;—কোনও স্থানের কোনও মানব ইহা  
জানিত না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল বিব-  
রণ জানাইবার জন্ম একজন পাত্র অশ্বেষণ করিতেছিলাম,  
কারণ আমার ইচ্ছা এই যে, এ সকল জনসমাজে প্রচা-  
রিত হয়;—আশা হইতেছে তোমার দ্বারা আমার সে  
ইচ্ছা ফলবতী হইবে।

আমি এই স্থানটী বড়ই ভালবাসি, এই জন্য অদ্যাপি  
সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া বিচরণ করিয়া যাই। এই  
স্থানের চতুর্দ্দিগ্‌বর্তী জনসমূহের শুভসাধন করিতে সততই  
আমার ইচ্ছা জন্মে; অতএব বৎস! তোমায় জানাই-  
তেছি যে, তোমাদের গ্রামবাসী জনগণ—বিশেষতঃ ভূম্য-  
ধিকারীরা—যদি এই ভগবতীতলার যে কোন স্থানে  
আমার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেয়,—সেই গৃহ-

মধ্যে, আমার যেকোন মূর্তি তুমি এক্ষণে দেখিতেছ, পাবাগময়ী হউক - দারুণময়ী হউক - মৃণ্ময়ী হউক - এইরূপ মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করে,—প্রতিদিন পূজার সম-  
বধান করিতে পারে, ভালই - নচেৎ ফাল্গুনের শুক্লা চতু-  
র্দশী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ - বৎসরের মধ্যে এই তিন দিন  
মাত্র বহুল সমারোহের সহিত আমার পূজা দেয়—এবং ঐ  
সময়ে ‘ভগবতী-যাত্রা’ নামে একটা যাৎ বা মেলা বসায়,  
তাহা হইলে তাহাদের অশেষমিথি কল্যাণ হয়। বৎস !  
তুমি শুনিয়া বুঝিয়া থাকিবে যে, পূর্বে আমার নিকটে  
বিদ্যার্থী বিদ্যার জন্য - দরিদ্র ধনের জন্য - বন্ধ্য পুত্রের  
জন্য - রোগী আরোগ্যের জন্য - অথবা - যে কোন ব্যক্তি  
যে কোন অভিলষিতের জন্য—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে  
আমার পূজা দিত, বা আমার নিকটে হত্যা দিত ; আমি  
তাহাদের সেই সেই মনোভীষ্ট সফল করিতাম। আমি  
পূর্বে যাহা করিয়াছি, এখনও তাহা করিতে প্রস্তুত  
আছি। আমার পূজার ব্যাপারও কিছুই জটিল নহে -

ধানমন্ত্র—রক্তাধরাঃ পীতবর্ণাঃ ব্রহ্মানু কবায়িতাঃ ।

ধ্যায়েন্ ভগবতীং সৰ্বকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥

পূজামন্ত্র—নমো দেব্যা ভগবতৌ নমঃ ।

প্রণামমন্ত্র—সৰ্ব মঙ্গল মঙ্গলো শিবো নমোহস্ত্যে ॥

শরণো আশ্রকে নৌহি নমোহস্ত্যে ॥

এই শেষোক্ত মন্ত্রত্রয় পাঠি যেমন সমাপ্ত হইল, অমনি  
“শন্-শন্-শন্” করিয়া একটা শব্দ উঠিল ! বৃক্ষমূলে নিদ্রিত  
ব্রাহ্মণ সেই শব্দে চকিত ও জাগরিত হইয়া বসিলেন এবং

চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল; প্রাস্তুর মধ্যে চন্দ্ৰের আলোক ফুটফুট করিতেছিল — মন্দ মন্দ দক্ষিণ বায়ুর আঘাতে বৃক্ষের পত্র সরস শব্দে নড়িতেছিল এবং এদিকে সেদিকে শৃগালিকাগণ অনতিকঠোর স্বরে ডাকিতেছিল।

ব্রাহ্মণ ভয়—বিস্ময় ও আনন্দে অনির্বচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গাত্রোত্থান করিলেন এবং দেবীপ্রোক্ত সেই সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে গৃহাভিযুখে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।







